বেহেশ্‌তী গওহার হইতেঃ

ইমামের সঙ্গে যে-ব্যক্তি নামায পড়ে তাহাকে 'মোক্তাদী' বলে। মোক্তাদী তিন প্রকার; যথা—মোদ্‌রেক, মাছ্‌বুক এবং লাহেক্ব।

যে আউয়াল হইতে আখের পর্যন্ত ইমামের সঙ্গে নামায পড়ে, তাহাকে 'মোদ্‌রেক' বলে। যে প্রথমে এক বা একাধিক রাকা'আত পায় না, মাঝখানে জমা'আতে শরীক হয়, তাহাকে 'মছ্‌বুক' বলে। যে প্রথম হইতে ইমামের সঙ্গে শরীক থাকে, পরে কোন কারণে মাঝখানে বা শেষভাগে শরীক থাকিতে পারে না, তাহাকে 'লাহেক্ব' বলে।

১। মাসআলাঃ ফজরের নামায পুরুষগণ সব সময় ছোব্‌হে ছাদেকের পর পূর্ব আকাশ উত্তমরূপে ফর্সা হইয়া গেলে পড়িবে। এমন সময় নামায শুরু করিবে যাহাতে দুই রাকা'আতে ফাতেহা বাদে চল্লিশ আয়াত রীতিমত তরতীলের সঙ্গে পড়িয়া নামায শেষ করা যায় এবং যদি ঘটনাক্রমে নামায ফাছেদ হইয়া যায়, তবে যেন সূর্যোদয়ের পূর্বেই এরূপ তরতীলের সঙ্গে আবার চল্লিশ পঞ্চাশ আয়াত পড়িয়া নামায পড়া যায়। সূর্যোদয়ের এতখানি পূর্বে নামায শুরু করাই পুরুষগণের জন্য সর্বদা মোস্তাহাব ওয়াক্ত।

(আজকালকার ঘড়ির হিসাবে সূর্যোদয়ের পৌণে এক ঘন্টা কিংবা আধ ঘন্টা পূর্বে মোস্তাহাব ওয়াক্ত হয়;) কিন্তু হজ্জের পরদিন মোয্‌দালেফার তারিখে ফজর নামায পুরুষগণের জন্যও ছোব্‌হে ছাদেক হওয়া মাত্রই অন্ধকার থাকিতে পড়া মোস্তাহাব এবং স্ত্রীলোকের জন্য সর্বদাই অন্ধকার থাকিতে পড়া মোস্তাহাব।

২। মাসআলাঃ জুমু'আর নামাযের ওয়াক্ত এবং যোহরের নামাযের ওয়াক্ত একই। শুধু এতটুকু ব্যবধান যে, যোহরের নামায গ্রীষ্মকালে কিছু দেরী করিয়া পড়া মোস্তাহাব; কিন্তু জুমু'আর নামায শীত গ্রীষ্ম সব সময়েই আউয়াল ওয়াক্তে পড়া মোস্তাহাব।

৩। মাসআলাঃ ঈদের নামাযের ওয়াক্ত সূর্যোদয়ের পর সূর্যের কিরণ যখন এমন হয় যে, উহার দিকে চাওয়া যায় না, অর্থাৎ সূর্য আমাদের দেখা দৃষ্টে তিন চারিহাত উপরে উঠে, তখন হইতে ঈদের নামাযের ওয়াক্ত হয় এবং ঠিক দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত ওয়াক্ত থাকে। ঈদুল ফেৎর, ঈদুল আয্‌হা উভয় নামাযই যথাসম্ভব জল্‌দি পড়া মুস্তাহাব, কিন্তু ঈদুল ফেৎর নামায ঈদুল আয্‌হা হইতে কিছু বিলম্বে পড়া উচিত।

৪। মাসআলাঃ জুমু'আ, ঈদ, কুছুফ, এস্তেস্কা বা হজ্জের খোৎবার জন্য যখন ইমাম দাঁড়ায়, তখন নফল নামায পড়া মকরূহ্‌। এইরূপে বিবাহের খোৎবা এবং কোরআন খতমের খোৎবা শুরু করার পরও নামায পড়া মকরূহ্‌।

৫। মাসআলাঃ যখন ফরয নামাযের তকবীর বলা হয়, তখন আর সুন্নত বা নফল নামায পড়া যাইবে না। তবে ফজরের সময় যদি দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, সুন্নত পড়িয়া অন্ততঃ ফরযের এক রাকা'আত ধরা যাইবে, কোন কোন আলেমের মতে তাশাহ্‌হুদে শরীক হওয়ার ভরসা থাকিলে (বারেন্দায় বা এক পার্শ্বে) সুন্নত পড়িলে মকরূহ্‌ হইবে না। অথবা যে সুন্নতে মুয়াক্কাদা শুরু করিয়াছে উহা পুরা করিয়া লইবে। (যোহরের চারি রাকা'আত সুন্নতে মোয়াক্কাদা আগেই শুরু করিয়া থাকিলে, যদি তিন রাকা'আত পড়া হইয়া থাকে, তবে আর এক রাকা'আত পড়িয়া পূর্ণ করিবে। যদি দুই রাকা'আতের সময় জমা'আত শুরু হয়, তবুও চারি রাকা'আত পূর্ণ করা ভাল। দুই রাকা'আত পড়িয়া সালাম ফিরাইয়া জমা'আতে শরীক হইলে পর সুন্নতের ক্বাযা পড়িতে

হইবে। যদি নফল বা সুন্নতে যায়েদা (গায়ের মোয়াক্কাদা) শুরু করিয়া থাকে, তবে দুই রাকা'আতের পর সালাম ফিরাইয়া জমাতে দাখিল হইবে। (আর যদি ঐ ফরযই একা একা শুরু করিয়া থাকে, তবে তাহা ছাড়িয়া দিয়া জমা'আতে শামিল হইবে।)

৬। মাসআলা ঃ ঈদের দিন ঈদের নামাযের পূর্বে নফল পড়া মকরূহ্, (তাহা ঈদ্‌গাহে হউক বা বাড়ীতে হউক বা মসজিদে হউক।) ঈদের নামাযের পরও ঈদগাহে নফল নামায পড়া মকরূহ্; বাড়ীতে বা মসজিদে মকরূহ্ নহে।

আযান

নামাযের সময় হইলে একজন লোক উচ্চৈঃস্বরে আল্লাহ্‌র এবাদতের সময় হইয়াছে বলিয়া, মুছল্লীগণকে আল্লাহ্‌র দরবারে হাযির হইবার জন্য আহ্বান করে; এই আহ্বানকে 'আযান' বলে। যে আযান দেয়, তাহাকে 'মোয়ায্‌যিন' বলে। বিনা বেতনে আযান দেওয়ার ফযীলত অনেক বেশী।

এক হাদীসে আছে, যে আযান দিবে ও এক্বামত বলিবে এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করিবে তাহার গোনাহ্ মাফ করিয়া তাহাকে বেহেশ্‌তে দাখিল করা হইবে। অন্য হাদীসে আছে, যে সাত বৎসর কাল বিনা বেতনে আযান দিবে, সে বিনা হিসাবে বেহেশ্‌তে যাইবে। আর এক হাদীসে আছে, হাশরের ময়দানে মোয়ায্‌যিনের মর্তবা এত বড় হইবে যে, সে যত লোকের ভিড়ের মধ্যেই হউক না কেন সকলের মাথার উপর দিয়া তাহার মাথা দেখা যাইবে।

যে কাজের যত বড় মর্তবা, তাহার দায়িত্বও তত বেশী হয়। তাই এক হাদীসে আছে— মোয়ায্‌যিন আমানতদার এবং ইমাম যিম্মাদার; অর্থাৎ, ওয়াক্ত না চিনিয়া আযান দিলে বা মিনারার উপর চড়িয়া লোকের বাড়ী-ঘরের দিকে নযর করিলে মোয়ায্‌যিন শক্ত গোনাহ্‌গার হইবে। আর নামাযের মধ্যে কোন ক্ষতি করিলে বা যাহেরী বাতেনী তাক্‌ওয়া ও পরহেযগারীর সঙ্গে নামায না পড়িলে তাহার জন্য ইমাম দায়ী।

অন্য এক হাদীসে আছে, মোয়ায্‌যিনের আওয়ায যত দূর যাইবে তত দূরে জ্বিন, ইন্‌সান, আসমান, জমিন, বৃক্ষ, পশুপাখী সকলেই তাহার জন্য সাক্ষ্য দিবে। অতএব, যথাসম্ভব উচ্চৈঃস্বরে আযান দেওয়া উচিত।

(প্রিয় মুসলমান! এখন জানিতে পারিলেন যে, মোয়ায্‌যিনের কত বড় মর্তবা। তাহা হইবে না কেন? সে যে খোদার সরকারী চাপরাশী, সে দৈনিক পাঁচবার করিয়া আপনাদিগকে খোদার এবাদত করিবার জন্য সজাগ করে এবং খোদার দরবারে হাযির হইবার জন্য আহ্বান করে। সুতরাং বুঝিয়া লউন, আজকাল কোন কোন লোক যে মোয়ায্‌যিনকে দু'মুঠা ভাত দিয়া ঘৃণার চোখে দেখে এবং তাহাকে তাচ্ছিল্য করে বা কটু কথা বলে, তাহার কি ভীষণ পরিণাম হইবে। সে বদ-দো'আ করুক বা না করুক কিন্তু সে যখন সরকারী চাকর, স্বয়ং সরকারই তাহার পক্ষ হইতে বাদী হইয়া তাহার সহিত কেহ অন্যায় বা অপব্যবহার করিলে তাহার প্রতিশোধ লইবেন। এসব কাজ করিয়া আমার ভাই-বোনেরা যেন জানে-মালে ক্ষতিগ্রস্ত ও বালা-মুছীবতে গেরেফ্‌তার না হন, তাই সতর্ক বাণীটি লিখিয়া দিলাম।) —অনুবাদক

১। মাসআলা ঃ ওয়াক্ত হইবার পূর্বে আযান দিলে সে আযান ছহীহ্ নহে, পুনরায় আযান দিতে হইবে, তাহা ফজরের আযান হউক বা জুমু'আর আযান হউক (লোক জমা থাকুক বা না থাকুক।)

২। মাসআলা ঃ হযরত রসূলুল্লাহ্ (দঃ) হইতে শ্রুত এবং বর্ণিত অবিকল আরবী শব্দগুলি ব্যতিরেকে অন্য কোন প্রকার বা অন্য কোন ভাষায় আযান দিলে তাহা ছহীহ্ হইবে না—যদিও তদ্দ্বারা আযানের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়।

৩। মাসআলা ঃ স্ত্রীজাতির জন্য আযান নাই। পুরুষেরাই আযান দিবে। স্ত্রীলোকের আযান দেওয়া নাজায়েয। (কেননা স্ত্রীলোকের উচ্চ শব্দ করা এবং পর-পুরুষকে শব্দ শুনান নিষেধ।) সুতরাং স্ত্রীলোক আযান দিলে পুরুষকে পুনরায় আযান দিতে হইবে। পুনরায় আযান না দিলে যেন বিনা আযানেই নামায পড়া হইল।

৪। মাসআলা ঃ পাগল বা অবুঝ বালক আযান দিলে সে আযান ছহীহ্ হইবে না, পুনঃ আযান দিতে হইবে ।

৫। মাসআলা ঃ আযান দেওয়ার সুন্নত তরীকা এই যে, মোয়ায্‌যিনের গোসলের দরকার থাকিলে গোসল করিয়া লইবে এবং ওযূ না থাকিলে ওযূ করিয়া লইবে, তারপর মসজিদের বাহিরে কিছু উঁচু জায়গায় ক্বেব্‌লার দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া দুই হাতের শাহাদত অঙ্গুলি দুই কানের ছিদ্রের মধ্যে রাখিয়া যথাসম্ভব উচ্চ শব্দে খোশ এল্‌হানের সহিত اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর—'আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ্ সমস্ত মহান হইতে মহান') বলিয়া শ্বাস ছাড়িবে এবং এতটুকু অপেক্ষা করিবে যাহাতে শ্রোতাগণ জওয়াব দিতে পারে তারপর আবার বলিবে اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর) তারপর শ্বাস ছাড়িয়া দিবে। পরে বলিবে, اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (আশ্‌হাদু আল্-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্—'আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই।' শ্বাস ছাড়িয়া আবার বলিবে, اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهِ তারপর শ্বাস ছাড়িয়া দিবে। তারপর বলিবে, اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ (আশ্‌হাদু আন্না মোহাম্মাদার রসূলুল্লাহ্—'আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্‌র বিধান জারি করিবার জন্য আল্লাহ্ মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রসূল নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছেন।') তারপর শ্বাস ছাড়িয়া আবার বলিবে, اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ তারপর শ্বাস ছাড়িয়া ডান দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিবে, حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ (হাইয়্যা আলাছ্‌ছালাহ্—'আস, সকলে নামায পড়িতে আস।') তারপর শ্বাস ছাড়িয়া আবার ডান দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিবে, حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ তারপর শ্বাস ছাড়িয়া বাম দিকে মুখ করিয়া বলিবে, حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ (হাইয়্যা আলাল ফালাহ—'আস, যে কাজ করিলে তোমরা সফলকাম হইতে পারিবে, যে কাজ করিলে তোমাদের জীবন সার্থক হইবে সেই কাজের দিকে ছুটিয়া আস।') তারপর শ্বাস ছাড়িয়া আবার বাম দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিবে, حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ তারপর শ্বাস ছাড়িয়া বলিবে, اَللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ তারপর শ্বাস ছাড়িয়া لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলিবে। ফজরের আযানে দ্বিতীয়বার হাইয়্যা আলাল ফালাহ্ বলার পর শ্বাস ছাড়িয়া পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া একবার বলিবে اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ (আছ্‌ছালাতু খায়রুম্‌মিনান্নাওম—নিদ্রা হইতে নামায উত্তম।) তারপর শ্বাস ছাড়িয়া আবার বলিবে, اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ তারপর اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ এবং لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলিয়া আযান শেষ করিবে। আযানের মধ্যে মোট ১৫টি বাক্য হইল এবং ফজরের আযানে মোট ১৭টি বাক্য হইল। গানের মত গাহিয়া বা উঁচু নীচু আওয়াযে আযান দিবে না। (যথাসম্ভব আওয়ায উচ্চ করিয়া

টানিয়া লম্বা করিয়া আযান দিবে; কিন্তু যেখানে আলিফ বা খাড়া যবর নাই, সেখানে টানিবে না; যেখানে আলিফ, খাড়া যবর বা মদ আছে সেখানে টানিবে। এসম্বন্ধে ওস্তাদের কাছে শিখিয়া লইবে। আওয়ায এত উচ্চ করিবে না বা এত লম্বা টানিবে না যে, নিজের জানে কষ্ট হয়। জুমু'আর ছানী আযান অপেক্ষাকৃত কম আওয়াযে হওয়া বাঞ্ছনীয়; কারণ, ঐ আযান দ্বারা শুধু উপস্থিত লোকদিগকে সতর্ক করা হয়।)

৬। **মাসআলা ঃ** এক্বামত এবং আযান একইরূপ। কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে পার্থক্য আছে। যথা ঃ—(ক) আযান, নামায শুরু হওয়ার এতটুকু পূর্বে হওয়া আবশ্যক, যেন পার্শ্ববর্তী মুছল্লীগণ অনায়াসে স্বাভাবিকভাবে এস্তেঞ্জা, ওযূ শেষ করিয়া জমা'আতে আসিয়া যোগদান করিতে পারে। কিন্তু এক্বামত শুনা মাত্রই তৎক্ষণাৎ দাঁড়াইয়া কাতার সোজা করিতে হইবে। (খ) আযান মসজিদের বাহিরে দিতে হইবে, কিন্তু এক্বামত মসজিদের ভিতরে দিতে হইবে। তবে শুধু জুমু'আর ছানী আযান মসজিদের ভিতর হইবে। (গ) আযান যথাসম্ভব উচ্চৈঃস্বরে বলিতে হইবে, কিন্তু এক্বামত তত উচ্চৈঃস্বরে নহে, শুধু উপস্থিত ও নিকটবর্তী সকলে শুনিতে পায় এতটুকু উচ্চৈঃস্বরে বলাই যথেষ্ট। (ঘ) ফজরের আযানের মধ্যে দ্বিতীয়বার 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ্' বলার পর দুইবার 'আছ্ছালাতু খাইরুম মিনান্নাওম' বলা হয় ; কিন্তু এক্বামতের মধ্যে উহা বলিতে হইবে না; বরং উহার পরিবর্তে পাঁচ ওয়াক্তের এক্বামতেই দ্বিতীয়বার 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' বলার পর দুইবার 'ক্বাদ ক্বামাতিছ্ছালাহ' বলিতে হইবে। (ঙ) আযানের সময় আঙ্গুল দ্বারা কানের ছিদ্র বন্ধ করিতে হয়; কিন্তু এক্বামতে ইহার আবশ্যক নাই এবং 'হাইয়্যা আলাছ্ছালাহ্' ও 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' বলার সময় ডানে বামে মুখ ফিরাইবারও আবশ্যক নাই। তবে কোন কোন কিতাবে যে মুখ ফিরাইবার কথা লিখিয়াছে তাহা (অতি প্রকাণ্ড মসজিদ হইলে আবশ্যকবোধে করা যাইতে পারে) যরূরী নহে।

আযান ও এক্বামত

১। **মাসআলা ঃ** মুসাফির হউক বা মুক্বীম হউক, জমা'আত হউক বা একাই হউক, ওয়াক্তী নামাযই হউক বা ক্বাযা নামাযই হউক, সমস্ত 'ফরযে-আয়েন' নামাযের জন্য পুরুষদের একবার আযান দেওয়া সুন্নতে মোয়াক্কাদা (প্রায় ওয়াজিব তুল্য) কিন্তু জুমু'আর জন্য দুইবার আযান দেওয়া সুন্নত। —শামী ১ম জিল্‌দ ৩৫৭ পৃষ্ঠা

২। **মাসআলা ঃ** জেহাদ ইত্যাদি ধর্মীয় কোন কাজে লিপ্ত থাকাবশতঃ অথবা গায়ের এখ্‌তিয়ারী কোন কারণবশতঃ যদি সর্ব-সাধারণের নামায ক্বাযা হয়, তবে সেই ক্বাযা নামাযের জন্যও উচ্চৈঃস্বরেই আযান এক্বামত বলিতে হইবে। কিন্তু যদি নিজের আলস্য বা বে-খেয়ালি বশতঃ নামায ক্বাযা হইয়া থাকে, তবে (সেই ক্বাযা নামায চুপে চুপে পড়া উচিত। কাজেই) তাহার জন্য আযান এক্বামত কানে আঙ্গুল না দিয়া চুপে চুপেই বলিতে হইবে, যাহাতে অন্য লোকে না জানিতে পারে। কারণ, দ্বীনের কাজে অলসতা করা বা খেয়াল না রাখা গোনাহ্‌র কাজ এবং গোনাহ্‌র কাজ বা গোনাহ্‌র কথা লোকের নিকট প্রকাশ করা নিষেধ। যদি কয়েক ওয়াক্তের ক্বাযা নামায এক সঙ্গে পড়ে, তবে শুধু প্রথম ওয়াক্তের জন্য আযান দেওয়া সুন্নত, বাকী যে কয় ওয়াক্ত ঐ সময় এক সঙ্গে পড়িবে তাহার জন্য পৃথক পৃথক আযান দেওয়া সুন্নত নহে—মোস্তাহাব; তবে এক্বামত সব ওয়াক্তের জন্যই পৃথক পৃথক সুন্নত। —নূরুল ঈযাহ্

৩। **মাসআলা ঃ** (কতকগুলি লোক একত্রে দলবদ্ধ হইয়া সফর করিলে ইহাকে কাফেলা বলে।) যদি কাফেলার সমস্ত লোক উপস্থিত থাকে, তবে তাহাদের জন্য আযান মোস্তাহাব, সুন্নতে মোয়াক্কাদা নহে। কিন্তু এক্কামত সব অবস্থাতেই সুন্নত। —দুর্‌রে মোখতার

৪। **মাসআলা ঃ** কারণবশতঃ বাড়ীতে একা বা জমা'আতে নামায পড়িলে আযান দেওয়া মোস্তাহাব। যদি মহল্লা বা গ্রামের মসজিদে আযান হইয়া থাকে, তবে তথায় নামায পড়া উচিত। কারণ, মহল্লার মসজিদ মহল্লাবাসীদের জন্য যথেষ্ট। যে পল্লীতে বা পাড়ায় মসজিদ আছে, সেখানে মসজিদে আযান এক্কামত ও জমা'আতের বন্দোবস্ত করা পাড়াবাসীর সকলের জন্য সুন্নতে মোআক্কাদা (প্রায় ওয়াজিব।) তাসত্ত্বেও যদি আযানের বন্দোবস্ত কেহ না করে, তবে সকলেই গোনাহ্‌গার হইবে। মাঠের মধ্যে বা বিলের মধ্যে মহল্লার মসজিদের আযানের আওয়ায শুনা গেলে মসজিদে আসিয়াই নামায পড়া উচিত, কিন্তু মসজিদে না আসিয়া যদি সেইখানে পড়ে, তবে আযান দেওয়া সুন্নত নহে, মোস্তাহাব, যদি আযানের আওয়ায শুনা না যায়, তবে আযান দিয়াই নামায পড়িতে হইবে; কিন্তু এক্কামত সব অবস্থায়ই সুন্নত।

৫। **মাসআলা ঃ** মহল্লার মসজিদে আযান এক্কামতের সহিত জমা'আত হইয়া থাকিলে পুনঃ তথায় আযান এক্কামত বলিয়া জমা'আত করা মকরূহ। কিন্তু (পথের বা বাজারের মসজিদ হইলে বা) যে মসজিদে ইমাম, মোয়ায্‌যিন বা মুছল্লী নির্দিষ্ট নাই তথায় মকরূহ্ নহে; বরং উত্তম। (মহল্লার মসজিদেও যদি বিনা আযানে জমা'আত হইয়া থাকে, তবে পুনঃ জমা'আত হইলে আযান সহকারে পড়িবে এবং আযানদাতার জমা'আত ফওত হইয়া গেলে একা ঘরে আসিয়া আযান ব্যতীত শুধু এক্কামত আস্তে আস্তে অনুচ্চ শব্দে বলিয়া নামায পড়িবে।) —শামী

৬। **মাসআলা ঃ** যে স্থানে জুমু'আর শর্তাবলী পাওয়া যায় এবং জুমু'আর নামায পড়া হয়, সেখানে কোন ওযরবশতঃ বা বিনা ওযরে জুমু'আর আগে বা পরে যদি কেহ যোহরের নামায পড়ে, তবে আযান এক্কামত বলা মকরূহ্। —শামী

৭। **মাসআলা ঃ** একাই পড়ুক বা জমা'আতে পড়ুক—স্ত্রীলোকের আযান এক্কামত বলা মকরূহ্। —দুর্‌রে মোখতার

৮। **মাসআলা ঃ** ফরযে-আয়েন ব্যতীত অন্য কোন নামাযের জন্য আযান বা এক্কামত নাই—ফরযে কেফায়াই হউক, যেমন জানাযার নামায, বা ওয়াজিব নামাযই হউক, যেমন, বেৎর এবং ঈদের নামায বা নফল হউক, যেমন, কুছুফ, খুছুফ, এশ্‌রাক, এস্তেস্কা এবং তাহাজ্জুদ ইত্যাদি নামায। —আলমগীরী

৯। **মাসআলা ঃ** পুরুষ হউক, স্ত্রী হউক, পাক হউক, নাপাক হউক, যে কেহ আযানের আওয়ায শুনিবে তাহার জন্য আযানের জওয়াব দেওয়া মোস্তাহাব, কেহ কেহ ওয়াজিবও বলিয়াছেন। কিন্তু কেহ কেহ মোস্তাহাব কওলকেই প্রাধান্য (তরজীহ্) দিয়াছেন! (কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, আযানের জওয়াব দুই প্রকার; [১ম] মৌখিক জওয়াব দেওয়া এবং [২য়] ডাকে সাড়া দিয়া মসজিদের জমা'আতে হাযির হইয়া কার্যতঃ জওয়াব দেওয়া। মৌখিক জওয়াব মোস্তাহাব, কিন্তু কার্যতঃ জওয়াব দেওয়া অর্থাৎ, ডাকে সাড়া দিয়া মসজিদে জমা'আতে হাযির হওয়া ওয়াজিব।) এখানে মৌখিক জওয়াবের কথাই বলা হইতেছে। মৌখিক জওয়াবের নিয়ম এই যে, মোয়ায্‌যিন যে শব্দটি বলিবে শ্রোতাগণ সেই শব্দটি বলিবে। কিন্তু মোয়ায্‌যিন যখন 'হাইয়্যা আলাছ্‌ছালাহ্' এবং 'হাইয়্যা আলাল্‌ফালাহ্' বলিবে, তখন শ্রোতাগণ বলিবে,

اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ এবং ফজরের আযানে মোয়ায্যিন যখন لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ বলিবে, তখন শ্রোতা বলিবে, صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ আযান শেষ হইলে সকলে একবার দুরূদ শরীফ এবং নিম্নের দো'আটি পড়িবে।

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ○

১০। মাসআলা ঃ জুমু'আর প্রথম আযান হওয়ামাত্রই সমস্ত কাজকর্ম পরিত্যাগ করিয়া মসজিদের দিকে ধাবিত হওয়া ওয়াজিব। ঐ সময় বেচা-কেনা, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদিতে লিপ্ত হওয়া হারাম।

১১। মাসআলা ঃ এক্বামতের জওয়াব দেওয়াও মোস্তাহাব, ওয়াজিব নহে। এক্বামতের জওয়াবও আযানের জওয়াবের মত; তবে 'ক্বাদ ক্বামাতিছ্ছালাহ' শুনিয়া শ্রোতা বলিবে, اقامها الله وادامها 'আক্বামাহাল্লাহু ওয়া আদামাহা'।

১২। মাসআলা ঃ আট অবস্থায় আযানের জওয়াব দেওয়া উচিত নহে। ১। নামাযের অবস্থায়। ২। খোৎবা শুনার অবস্থায়—তাহা যে কোন খোৎবা হউক। ৩-৪। হায়েয নেফাসের অবস্থায়। ৫। দ্বীনি-এল্‌ম বা শরীঅতের মাসআলা-মাসায়েল শিখিবার বা শিক্ষা দিবার সময়। ৬। স্ত্রী-সহবাস কালে। ৭। পেশাব-পায়খানার সময়। ৮। খানা খাইবার সময়। যদি আযান শেষ হইয়া বেশীক্ষণ না হইয়া থাকে, তবে খাওয়ার কাজ সারিয়া তারপর জওয়াব দিবে, কিন্তু বেশীক্ষণ হইয়া গেলে আর জওয়াব দিবে না।

আযান ও এক্বামতের সুন্নত ও মোস্তাহাব

আযান ও এক্বামতের সুন্নত দুই প্রকার। কোন কোন সুন্নত মোয়ায্যিনের সহিত সংশ্লিষ্ট, আর কোনটা আযান ও এক্বামতের সহিত সংশ্লিষ্ট। অতএব, প্রথমে ৫ নং পর্যন্ত মোয়ায্যিনের সুন্নত বর্ণনা করিব, তারপর আযানের সুন্নত বর্ণনা করিব।

১। মাসআলা ঃ মোয়ায্যিন পুরুষ হওয়া চাই, স্ত্রীলোকের আযান মকরূহ্ তাহ্‌রীমী। মেয়েলোক আযান দিলে তাহা দোহ্‌রাইতে হইবে, কিন্তু এক্বামত দোহ্‌রাইবে না, কারণ শরীঅতে এক্বামত দোহ্‌রাইবার হুকুম নাই। তবে আযান দোহ্‌রাইবার হুকুম আছে।

২। মাসআলা ঃ মোয়ায্যিন সজ্ঞান পুরুষ হইতে হইবে। পাগল, মাথা খারাপ বা অবুঝ ছেলের আযান মকরূহ্। তাহাদের আযান দোহ্‌রাইতে হইবে, এক্বামত দোহ্‌রাইবে না।

৩। মাসআলা ঃ মোয়ায্যিনের জরুরী মাসআলা-মাসায়েল এবং নামাযের ওয়াক্তগুলি জানা থাকা চাই। অন্যথায় সে আযানের পূর্ণ ছওয়াব পাইবে না।

৪। মাসআলা ঃ মোয়ায্যিনকে দ্বীনদার পরহেযগার হইতে হইবে এবং কে জামা'আতে আসিল কে না আসিল, সে বিষয়ে তাহার তদন্ত ও তাম্বীহ্ রাখা চাই—যদি ফেৎনার আশংকা না থাকে।

৫। মাসআলা ঃ যাহার আওয়ায বড় তাহাকেই মোয়ায্যিন নিযুক্ত করা উচিত।

৬। মাসআলা ঃ মসজিদের বাহিরে উঁচু জায়গায় দাঁড়াইয়া আযান দিবে, এক্বামত মসজিদের ভিতরে দিবে। মসজিদের ভিতরে আযান দেওয়া মকরূহ্ তান্‌যিহী। কিন্তু জুমু'আর ছানী আযান

মসজিদের ভিতরে মিম্বরের সামনে দেওয়া মকরূহ্ নহে। ছাহাবা ও তাবেয়ীনদের যমানা হইতে বরাবর সমস্ত ইসলামী শহরে মসজিদের ভিতর মিম্বরের সামনে দাঁড়াইয়া জুমু'আর ছানী আযান হইয়া আসিতেছে। (অধুনা এল্‌মে-দীন কমিয়া যাওয়ায় কোন কোন লোক না বুঝিয়া বলিতেছে যে, জুমু'আর ছানী আযান মসজিদের ভিতরে দেওয়া বেদ'আত। তাহাদের কথার দিকে ভ্রুক্ষেপও করার প্রয়োজন নাই।)

৭। **মাসআলা ঃ** আযান দাঁড়াইয়া দিতে হইবে। বসিয়া আযান দেওয়া মকরূহ্। বসিয়া আযান দেওয়া হইলে পুনরায় আযান দিতে হইবে। (তবে যদি কোন মাযূর, বিমার লোক শুধু নিজের নামাযের জন্য বসিয়া বসিয়া আযান দেয়, তাহাতে দোষ নাই।) অবশ্য যদি কোন মোসাফির, আরোহী কিম্বা মুক্বীম ব্যক্তি শুধু নিজের নামাযের জন্য বসিয়া আযান দেয়, তবে পুনরায় আযান দেওয়ার প্রয়োজন নাই।

৮। **মাসআলা ঃ** আযান যথাসম্ভব উচ্চৈঃস্বরে দেওয়া দরকার। যদি কেহ শুধু নিজের নামাযের জন্য আযান দেয়, তবে সে আস্তে আস্তে আযান দিতে পারে, কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে আযান দিলে বেশী ছওয়াব হইবে।

৯। **মাসআলা ঃ** আযান দেওয়ার সময় দুই শাহাদত আঙ্গুলের দ্বারা দুই কানের ছিদ্র বন্ধ করা মোস্তাহাব। (যেহেতু কানের ছিদ্র বন্ধ করিলে আওয়ায বড় করা সহজ হয়।)

১০। **মাসআলা ঃ** আযানের শব্দগুলি টানিয়া ও থামিয়া থামিয়া বলা এবং এক্বামতের শব্দগুলি জল্‌দী জল্‌দী বলা সুন্নত অর্থাৎ আযানের তকবীরের মধ্যে প্রত্যেক দুই তকবীরের পর এতটুকু সময় চুপ করিয়া থাকিবে যেন শ্রোতা তাহার জওয়াব দিতে পারে। তকবীর ব্যতীত অন্যান্য শব্দের প্রত্যেক শব্দের পর এই পরিমাণ চুপ থাকিয়া পরে অপর শব্দ বলিবে, যদি কোন কারণ বশতঃ আযানের শব্দগুলি থামিয়া থামিয়া না বলে, তবে পুনরায় আযান দেওয়া মোস্তাহাব, আর যদি এক্বামতের শব্দগুলি জল্‌দী না বলিয়া থামিয়া থামিয়া বলে, তবে পুনরায় এক্বামত বলা মোস্তাহাব নহে।

১১। **মাসআলা ঃ** আযানের মধ্যে 'হাইয়্যা আলাছ্‌ছালাহ্' বলিবার সময় ডান দিকে এবং 'হাইয়্যাআলাল ফালাহ্' বলিবার সময় বাম দিকে মুখ ফিরান সুন্নত তাহা নামাযের আযান হউক বা অন্য আযান হউক, কিন্তু বুক এবং পা ঘুরাইবে না।

১২। **মাসআলা ঃ** (যদি আরোহী না হয়, তবে) আযান এবং এক্বামত বলিবার সময় ক্বেবলার দিকে মুখ রাখা সুন্নত; অন্য দিকে মুখ করা মকরূহ্ তান্‌যিহী।

১৩। **মাসআলা ঃ** আযান দিবার সময় হদসে আক্‌বর হইতে পাক হওয়া সুন্নত। উভয় হদস হইতে পাক হওয়া মোস্তাহাব, বে-গোসল অবস্থায় আযান দেওয়া মক্‌রূহ্ তাহ্‌রীমী। যদি কেহ বে-গোসল অবস্থায় আযান দেয়, তবে আযান দোহ্‌রাইয়া দেওয়া উচিত। কিন্তু বে-ওযূ অবস্থায় আযান দিলে তাহা দোহ্‌রাইতে হইবে না। বে-গোসল ও বে-ওযূ অবস্থায় এক্বামত বলা মকরূহ তাহ্‌রীমী।

১৪। **মাসআলা ঃ** আযান বা এক্বামতের শব্দগুলির মধ্যে যে তরতীব লেখা হইয়াছে, সেই তরতীব ঠিক রাখা সুন্নত। যদি কেহ পরের শব্দ আগে বলিয়া ফেলে, তবে সম্পূর্ণ আযান দোহ্‌রাইতে হইবে না শুধু যে শব্দটি ছাড়িয়া দিয়াছে সেইটি বলিয়া তারপর তরতীব অনুসারে আযান দিবে। যেমন, যদি কেহ اشهد ان لا اله الا الله ছাড়িয়া اشهد ان محمدا رسول الله

বলিয়া ফেলে, তবে স্মরণ আসা মাত্র اشهد ان لا اله الا الله বলিবে এবং তারপর আবার حى على الفلاح না বলিয়া اشهد ان محمدا رسول الله বলিবে, বা যদি কেহ حى على الصلوة বলিয়া ফেলে, স্মরণ আসা মাত্র حى على الصلوة বলিবে এবং পরে حى على الفلاح আবার বলিবে, বা যদি কেহ الصلوة خير من النوم না বলিয়া الله اكبر বলিয়া ফেলে, তবে স্মরণ আসা মাত্র الصلوة خير من النوم বলিয়া আবার الله اكبر বলিবে। কিন্তু যদি আযান শেষ হওয়ার অনেকক্ষণ পরে ভুল মনে আসে বা কেহ স্মরণ করাইয়া দেয়, তবে আর আযান দোহ্‌রাইবার দরকার নাই।

১৫। মাসআলা ঃ আযান বা এক্বামত বলিবার সময় মোয়ায্‌যিন ত কথা বলিবেই না, (যাহারা আযান এক্বামত শুনে তাহাদেরও সব কাজ-কর্ম পরিত্যাগ করিয়া আযান এক্বামত শ্রবণ এবং আযান ও এক্বামতের জওয়াব দেওয়া উচিত,) এমন কি ছালাম দেওয়া লওয়াও অনুচিত।

যদি মুয়ায্‌যিন আযান ও এক্বামতের মাঝখানে অধিক কথা বলে, তবে পুনরায় আযান দিবে, পুনরায় এক্বামত বলিবে না।

বিভিন্ন মাসআলা

১। মাসআলা ঃ যদি কেহ আযানের জওয়াব ভুলবশতঃ কিংবা স্বেচ্ছায় সঙ্গে সঙ্গে না দিয়া থাকে, তবে স্মরণ হইলে কিংবা ইচ্ছা করিলে আযান শেষ হইয়া যাওয়ার পর অনেক সময় চলিয়া না গিয়া থাকিলে জওয়াব দিতে পারে, নতুবা নহে।

২। মাসআলা ঃ এক্বামত বলার পর যদি অনেক সময় চলিয়া যায় অথচ জমা'আত শুরু না হয়, তবে পুনরায় এক্বামত বলিতে হইবে; কিন্তু অল্প সময় দেরী করিলে কোন ক্ষতি নাই; যদি ফজরের এক্বামত হইয়া যায় এবং ইমাম সুন্নত পড়া শুরু করে, তবে এই ব্যবধান ধরা হইবে না এবং এক্বামত দোহ্‌রাইতে হইবে না; কিন্তু যদি নামায ব্যতীত খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি অন্য কোন কাজ করে, তবে তাহাকে বেশী ব্যবধান ধরা হইবে এবং এক্বামত দোহ্‌রাইতে হইবে।

৩। মাসআলা ঃ আযান দিবার সময় আযান পূর্ণ হইবার পূর্বে যদি মোয়ায্‌যিন মরিয়া যায়, বা বেহুশ হইয়া যায়, বা আওয়ায বন্ধ হইয়া যায়, বা এমনভাবে ভুলিয়া যায় যে, নিজেরও মনে না আসে এবং অন্য কেহও বলিয়া না দেয়, বা পেশাব-পায়খানার চাপে বা গোসলের হাজতে আযান মাঝখানে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যায়, তবে এইসব অবস্থায় পুনঃ আযান দেওয়া সুন্নতে মোয়াক্কাদা।

৪। মাসআলা ঃ আযান বা এক্বামত বলিবার সময় ঘটনাক্রমে যদি ওযূ টুটিয়া যায়, তবে আযান এক্বামত পূর্ণ করিয়াই ওযূ করিতে যাওয়া উত্তম।

৫। মাসআলা ঃ এক মোয়ায্‌যিনের দুই মসজিদে আযান দেওয়া মক্‌রূহ্‌, যে মসজিদে ফরয নামায পড়িবে সেই মসজিদেই আযান দিবে।

৬। মাসআলা ঃ যে আযান দিবে এক্বামত বলার (ছওয়াব হাছিল করা)-ও তাহারই হক (প্রাপ্য)। অবশ্য সে যদি উপস্থিত না থাকে বা অন্য কাহাকেও এক্বামত বলার এজাযত দিয়া দেয়, তবে অন্য লোকেও বলিতে পারে।

৭। মাসআলা ঃ এক মসজিদে এক সময়ে কয়েক জনে মিলিয়া আযান দেওয়াও জায়েয আছে।

৮। মাসআলা ঃ এক্বামত যে জাগায় দাঁড়াইয়া শুরু করিবে সেইখানেই শেষ করিবে।

৯। **মাসআলা ঃ** আযান বা এক্বামত ছহীহ্ হওয়ার জন্য নিয়্যত শর্ত নহে বটে, কিন্তু নিয়্যত ব্যতিরেকে ছওয়াব পাইবে না। নিয়্যত এই ঃ—দেলে দেলে চিন্তা করিবে যে, আমি এই আযান বা এক্বামত শুধু ছওয়াবের নিয়্যতে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বলিতেছি, এতদ্ব্যতীত আমার অন্য কোন মকছুদ নাই। —গওহার

(মাসআলা ঃ ইমাম এবং মোয়ায্‌যিন যদি বেতন বা পারিশ্রমিক না লয়, তবে ইহা অতি উত্তম। কিন্তু যদি বিনা বেতনে না পাওয়া যায়, তবে বেতন দিয়া ভরণ-পোষণ দিয়া ইমাম মোয়ায্‌যিন মোকার্‌রার করা মহল্লাবাসী সকলের কর্তব্য।) —অনুবাদক

নামাযের আহ্‌কাম বা শর্ত

(নামায ছহীহ্ হইবার জন্য সাতটি শর্ত। যথা ঃ ১। শরীর পাক হওয়া, ২। কাপড় পাক হওয়া, ৩। নামাযের জায়গা পাক হওয়া, ৪। সতর ঢাকা, ৫। ক্বেবলামুখী হওয়া, ৬। ওয়াক্ত অনুসারে নামায পড়া, ৭। নামাযের নিয়্যত করা।) —অনুবাদক

১। **মাসআলা ঃ** নামায শুরু করিবার পূর্বে কতকগুলি কাজ ওয়াজিব ১। ওযূ না থাকিলে ওযূ করিয়া লইবে, গোছলের হাজত থাকিলে গোছল করিয়া লইবে, ২। শরীরে বা কাপড়ে যদি কোন নাজাছাত থাকে, তবে তাহা পাক করিয়া লইবে, ৩। যে জায়গায় (বিছানায়, মাটিতে বা কাপড়ের উপর) নামায পড়িবে তাহাও পাক হওয়া চাই, ৪। সতর ঢাকা, (পুরুষের ফরয সতর নাভী হইতে হাঁটু পর্যন্ত; কিন্তু কাপড় থাকিলে পায়জামা, লুঙ্গী, কোর্তা ইত্যাদি পরিয়া নামায পড়া সুন্নত। স্ত্রীলোকের সতর হাতের কব্জি এবং পায়ের পাতা ব্যতিরেকে মাথা হইতে পা পর্যন্ত সমস্ত শরীর,) ৫। যে নামায পড়িবে, সে মনে মনে চিন্তা করিয়া খেয়াল করিয়া লইবে যে, অমুক নামায, যেমন, 'ফজরের দুই রাকা'আত নামায আল্লাহ্‌র হুকুম পালনের জন্য, আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করিবার জন্য পড়িতেছি'। ৬। ওয়াক্ত হইলে নামায পড়িবে। (ওয়াক্ত হইবার পূর্বে নামায পড়িলে নামায হইবে না।) এই ছয়টি বিষয় নামাযের জন্য শর্ত নির্ধারিত করা হইয়াছে। ইহার মধ্য হইতে যদি একটিও ছুটিয়া যায়, তবে নামায হইবে না। —নূরুল ঈযাহ্

২। **মাসআলা ঃ** যে পাতলা কাপড়ে শরীর দেখা যায়, সেইরূপ পাতলা কাপড় পরিয়া নামায পড়িলে নামায হইবে না। যেমন, ফিনফিনে পাতলা এবং জালিদার কাপড়ের তৈরী উড়না পরিয়া নামায পড়া (দুরুস্ত নহে)। —বাহরুর রায়েক

৩। **মাসআলা ঃ** নামায শুরু করিবার সময় যদি সতরের মধ্যে যতগুলি অঙ্গ আছে, তাহার কোন এক অঙ্গে এক চতুর্থাংশ খোলা থাকে, তবে নামাযের শুরুই দুরুস্ত হইবে না। ঐ জায়গা ঢাকিয়া পুনরায় শুরু করিতে হইবে। যদি শুরু করিবার সময় ঢাকা থাকে, কিন্তু পরে নামাযের মধ্যে খুলিয়া গিয়া এতটুকু সময় খোলা থাকে যে, তাহাতে তিনবার 'ছোব্‌হানাল্লাহ্' বলা যায়, তবে নামায নষ্ট হইয়া যাইবে; পুনঃ নামায পড়িতে হইবে; কিন্তু যদি খোলামাত্রই তৎক্ষণাৎ ঢাকিয়া লওয়া হয়, তবে নামায হইয়া যাইবে। এই হইল নিয়ম। এই নিয়মানুসারে স্ত্রীলোকের পায়ের নলার এক চতুর্থাংশ, হাতের বাজুর এক চতুর্থাংশ, এক কানের চারি ভাগের এক ভাগ, মাথার চারি ভাগের এক ভাগ, চুলের এক চতুর্থাংশ, পেট, পিঠ, ঘাড়, বুক বা স্তনের এক চতুর্থাংশ খোলা থাকিলে নামায হইবে না। (আর গুপ্ত অঙ্গসমূহের কোন একটির যেমন রানের এক চতুর্থাংশ খোলা থাকিলে স্ত্রী বা পুরুষ কাহারও নামায আদায় হইবে না।) —বাহরুর রায়েক

৪। **মাসআলা ঃ** নাবালেগা মেয়ে নামায পড়িবার সময় যদি তাহার মাথার ঘোমটা সরিয়া মাথা খুলিয়া যায়, তবে ইহাতে তাহার নামায নষ্ট হইবে না।
(কিন্তু বালেগা মেয়ে হইলে নামায নষ্ট হইবে।) —বাহ্‌র

৫। **মাসআলা ঃ** যদি শরীরের বা কাপড়ের কিছু অংশ নাপাক থাকে এবং ঘটনাক্রমে তাহা ধুইবার জন্য পানি কোথাও পাওয়া না যায়, তবে ঐ নাপাক শরীর বা নাপাক কাপড় লইয়াই নামায পড়িবে, তবুও নামায ছাড়িবে না। —কানযুদ্দাকায়েক

৬। **মাসআলা ঃ** কাহারও যদি সমস্ত কাপড় নাপাক থাকে বা চারি ভাগের এক ভাগের চেয়ে কম পাক থাকে (এবং ধুইবার জন্য পানি কোথাও পাওয়া না যায়,) তবে তাহার জন্য ঐ নাপাক কাপড় লইয়া নামায পড়া দুরুস্ত আছে। যদিও ঐ কাপড় খুলিয়া রাখিয়া তখন উলঙ্গ অবস্থায় নামায পড়া দুরুস্ত আছে কিন্তু নাপাক কাপড় পরিয়াই নামায পড়া উত্তম; (কেননা, তাহাতে ওযরবশতঃ সতর ঢাকার ফরয আদায় হইল।) যদি এক চতুর্থাংশ বা বেশী পাক থাকে, তবে কাপড় খুলিয়া রাখা জায়েয হইবে না, ঐ কাপড়েই নামায পড়া ওয়াজিব।

৭। **মাসআলা ঃ** যদি কাহারও নিকট মোটেই কাপড় না থাকে, তবে বিবস্ত্র অবস্থায়ই নামায পড়িবে, কিন্তু এমন স্থানে নামায পড়িবে যেন কেহ দেখিতে না পায় এবং দাঁড়াইয়া নামায পড়িবে না, বসিয়া পড়িবে এবং ইশারায় রুকূ সজ্‌দা করিবে, আর যদি দাঁড়াইয়া নামায পড়ে এবং রুকূ সজ্‌দা করে, তবে তাহাও দুরুস্ত আছে। নামায হইয়া যাইবে, তবে বসিয়া পড়া ভাল।

৮। **মাসআলা ঃ** অন্য কোথাও পানি পাওয়া যায় না, সামান্য কতটুকু পানি কাছে আছে যে, ওযূ করিলে নাপাকী ধোয়া যায় না, আর নাপাকী ধুইলে ওযূ করা যায় না। এমতাবস্থায় ঐ পানি দ্বারা নাপাকী ধুইবে এবং পরে ওযূর পরিবর্তে তায়াম্মুম করিবে।

(**মাসআলা ঃ** নাপাক কাপড় ধুইয়া পাক করিলে যখন তখন সেই ভিজা কাপড়ে নামায দুরুস্ত আছে।)

বেহেশ্‌তী গওহর হইতে

১। **মাসআলা ঃ** যদি একখানা কাপড়ের এক কোণ নাপাক হয় এবং অন্য কোণ পরিয়া নামায পড়িতে চায়, তবে দেখিতে হইবে যে, নামায পড়িবার সময় নাপাক কোণ টান লাগিয়া নড়েচড়ে কি না? যদি নাপাক কোণ নড়েচড়ে, তবে নামায হইবে না, না নড়িলে আদায় হইয়া যাইবে। নামায পড়িবার কালে নামাযীর হাতে, জেবে বা কাঁধে কোন নাপাক জিনিস থাকিলে তাহার নামায হইবে না। কিন্তু যদি কোন নাপাক জীব নিজে আসিয়া তাহার শরীরে লাগে বা বসে অথচ তাহার শরীরে বা কাপড়ে কোন নাপাকী না লাগে, তবে তাহাতে তাহার নামায নষ্ট হইবে না। অবশ্য নাপাকী লাগিলে নামায বিষ্ট হইয়া যাইবে। যেমন, কেহ নামায পড়িতেছে হঠাৎ একটি কুকুর তাহার গায়ে লাগিয়া গেল, অথবা তাহার শিশু-সন্তান কোলে বা কাঁধে চড়িয়া বসিল। এমতাবস্থায় যদি কুকুর বা শিশুর গায়ে শুষ্ক নাপাকী (প্রস্রাবাদি) থাকে, তবে তাহাতে নামায নষ্ট হইবে না, কিন্তু যদি ভিজা নাপাকী থাকে এবং তাহা নামাযীর গায়ে বা কাপড়ে লাগে, তবে নামায নষ্ট হইবে। যদি শিশুর গায়ে প্রস্রাব লাগিয়া বা বমি লাগিয়া তাহা ধুইবার পূর্বে শুকাইয়া যায়, সেই শিশুকে কোলে বা কাঁধে লইয়া নামায পড়িলে নামায হইবে না। এইরূপ যদি কোন নাপাক বস্তু শিশিতে বা তা'বিযে মুখ বন্ধ করিয়া সঙ্গে লইয়া নামায পড়ে, তবুও নামায হইবে না; কিন্তু

নাপাক বস্তু স্বীয় জন্মস্থানে থাকিলে তাহা (যেমন, একটি অভগ্ন পচা ডিম) সঙ্গে লইয়া নামায পড়িলে নামায হইয়া যাইবে; কেননা, এই নাপাকী ঐরূপ যেমন মানুষের পেটেও নাপাকী থাকে।

২। **মাসআলা ঃ** নামায পড়িবার জায়গাও নাজাছাত হইতে পাক হইতে হইবে (তাহা মাটিই হউক, বা বিছানাই হউক)। কিন্তু নামাযের জায়গার অর্থ দুই পা সজ্‌দার সময় দুই হাঁটু, দুই হাতের তালু, কপাল এবং নাক রাখিবার জায়গা।

৩। **মাসআলা ঃ** যদি শুধু এক পা রাখিবার জায়গা পাক থাকে, নামাযের সময় অপর পা উঠাইয়া রাখে, তবুও নামায হইয়া যাইবে।

৪। **মাসআলা ঃ** কোন কাপড় বা বিছানার উপর নামায পড়িলে যদি ঐ কাপড় বা বিছানার সব জায়গা নাপাক থাকে শুধু উপরোক্ত পরিমাণ পাক থাকে, তবুও নামায হইবে।

৫। **মাসআলা ঃ** কোন নাপাক মাটি বা বিছানার উপর পাক কাপড় বিছাইয়া তাহার উপর নামায পড়িতে হইলে ঐ কাপড় পাক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও শর্ত আছে যে, উহা (মোটা হওয়া চাই) এত চিকন না হয়, যাহাতে নীচের জিনিস দেখা যায়।

৬। **মাসআলা ঃ** যদি নামায পড়ার সময় নামাযীর কাপড় কোন নাপাক স্থানে গিয়া পড়ে, তবে কোন ক্ষতি নাই (যদি নাপাকী না লাগে।)

৭। **মাসআলা ঃ** নামায পড়িবার সময় যদি কোন অন্য লোকের কারণে ওযরবশতঃ সতর ঢাকিতে না পারে, তবে না ঢাকা অবস্থাতেই নামায পড়িবে। (যেমন, জেলের ভিতর পুলিশ সতর ঢাকা পরিমাণ কাপড় না দেয় কিংবা কোন যালেম কাপড় পরিলে হত্যার ভয় দেখায়, তবে ঐ অবস্থাতেও নামায ছাড়া যাইবে না; নামায পড়িতেই হইবে; কিন্তু এই কারণ চলিয়া গেলে পরে ঐ নামায দোহ্‌রাইয়া পড়িতে হইবে। আর যদি সতর ঢাকিতে না পারার কারণের উৎপত্তি কোন লোকের পক্ষ হইতে না হয় যেমন; তাহার কাছে কাপড় মাত্রও নাই, তবুও উলঙ্গ অবস্থাতেই নামায পড়িতে হইবে, পরে কাপড় পাইলে ঐ নামায পুনরায় পড়ার আবশ্যক নাই। —বাহর

৮। **মাসআলা ঃ** কাহারও নিকট শুধু এতটুকু কাপড় আছে যে, তাহার দ্বারা সতর ঢাকিতে পারে, অথবা সম্পূর্ণ নাপাক জায়গার উপর বিছাইয়া তাহার উপর নামায পড়িতে পারে, এমতাবস্থায় তাহার কাপড়-টুক্‌রা দ্বারা সতর ঢাকিতে হইবে এবং একান্ত যদি পাক জায়গা না পায়, তবে সেই নাপাক জায়গায়ই পড়িবে। নামায ছাড়িতে পারিবে না বা সতর খুলিতে পারিবে না।

৯, ১০। **মাসআলা ঃ** কেহ হয়ত যোহরের নামায পড়িয়া পরে জানিতে পাড়িল, যে সময় নামায পড়িয়াছে সে সময় যোহরের ওয়াক্ত ছিল না, আছরের ওয়াক্ত হইয়া গিয়াছিল, তবে তাহার আর দ্বিতীয়বার ক্বাযা পড়িতে হইবে না। যে নামায পড়িয়াছে উহাই ক্বাযার মধ্যে গণ্য হইয়া যাইবে। কিন্তু যদি কেহ নামায পড়িয়া পরে জানিতে পারে যে, ওয়াক্ত হইবার পূর্বেই নামায পড়িয়াছে, তবে সেই নামায আদৌ হইবে না, পুনরায় পড়িতে হইবে। আর যদি কেহ জ্ঞাতসারে ওয়াক্ত হইবার পূর্বেই নামায পড়িয়া থাকে, তাহাতে তো নামায হইবেই না।

১১। **মাসআলা ঃ** নামাযের নিয়্যত ফরয এবং শর্ত বটে, কিন্তু মৌখিক বলার আবশ্যক নাই। মনে মনে এতটুকু খেয়াল রাখিবে যে, আমি আজিকার যোহরের ফরয নামায পড়িতেছি। সুন্নত হইলে খেয়াল করিবে যে, যোহরের সুন্নত পড়িতেছি। এতটুকু খেয়াল করিয়া আল্লাহু আকবর বলিয়া হাত বাঁধিবে। ইহাতেই নামায হইয়া যাইবে। সাধারণের মধ্যে যে লম্বা চওড়া নিয়্যত মশহুর আছে, উহা বলার কোন প্রয়োজন নাই। (তবে বুযুর্গানে দ্বীন আরবী নিয়্যত পছন্দ

করিয়াছেন; তাই আরবীতে নিয়্যত করিতে পারিলে ভাল। নিম্নে আরবী নিয়্যত লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে। মূল কিতাবে নিয়্যত লিখা নাই। মুখে বলিলে মন ঠিক রাখা যায়, তাই আরবী ও বাংলা উভয় নিয়্যত লিখা হইল। ইচ্ছামত শিখিয়া লইবে।) —অনুবাদক

ফজরের সুন্নতের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ — اَللّٰهُ اَكْبَرُ ○

"আমি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ফজরের দুই রাকা'আত সুন্নত নামাযের নিয়্যত করিলাম।"

ফজরের ফরয নামাযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ — اَللّٰهُ اَكْبَرُ ○

"আমি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ফজরের দুই রাকা'আত ফরয নামাযের নিয়্যত করিলাম।"

যোহরের চারি রাকা'আত সুন্নতের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتِ صَلٰوةِ الظُّهْرِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ — اَللّٰهُ اَكْبَرُ ○

"আমি আল্লাহ্‌র জন্য যোহরের চারি রাকা'আত সুন্নত নামায পড়িবার নিয়্যত করিলাম।"

যোহরের ফরযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتِ صَلٰوةِ الظُّهْرِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ — اَللّٰهُ اَكْبَرُ ○

"আমি যোহরের চারি রাকা'আত ফরয নামাযের নিয়্যত করিলাম।"

কছর নামাযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ فَرْضِ الْمُسَافِرِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ — اَللّٰهُ اَكْبَرُ ○

"আমি যোহরের দুই রাকা'আত ফরয কছর নামাযের নিয়্যত করিলাম।"

যোহরের পর দুই রাকা'আত সুন্নতের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ — اَللّٰهُ اَكْبَرُ ○

"আমি যোহরের দুই রাকা'আত সুন্নত নামায পড়িবার নিয়্যত করিলাম।"

টিকা

১ 'আল্লাহু আকবর' নিয়্যতের অংশ নহে ইহা নামাযের অংশ।

তাহিয়্যাতুল ওযূ, তাহিয়্যাতুল মসজিদ এবং অন্যান্য যাবতীয় নফল (অতিরিক্ত) নামাযের নিয়্যত ঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ تَحِيَّةِ الْوُضُوْءِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ — اَللّٰهُ اَكْبَرُ ○

"আমি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে দুই রাকা'আত নামায পড়িতেছি।"

জুমু'আর প্রথম চারি রাকা'আত সুন্নতের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتِ صَلٰوةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ — اَللّٰهُ اَكْبَرُ ○

"আমি ক্বাবলাল জুমু'আর চারি রাকা'আত সুন্নত নামাযের নিয়্যত করিতেছি।"

জুমু'আর ফরযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُسْقِطَ عَنْ ذِمَّتِىْ فَرْضَ الظُّهْرِ بِاَدَاءِ رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ — اَللّٰهُ اَكْبَرُ ○

যখন ইমামের সঙ্গে জমা'আতের নামায পড়িবে তখন সব জায়গায় اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْاِمَامِ 'এই ইমামের পিছনে এক্‌তেদা করিলাম' শব্দটি বাড়াইয়া বলিবে; যেমন 'আমি এই ইমামের পিছে জুমু'আর দুই রাকা'আত ফরয নামাযের নিয়্যত করিলাম।

জুমু'আর পরে চারি রাকা'আত সুন্নতের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتِ صَلٰوةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ — اَللّٰهُ اَكْبَرُ ○

"আমি বা'দাল জুমু'আর চারি রাকা'আত সুন্নতের নিয়্যত করিলাম।"

জুমু'আর পরে দুই রাকা'আত সুন্নতের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْوَقْتِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ — اَللّٰهُ اَكْبَرُ ○

"আমি জুমু'আর দুই রাকা'আত সুন্নত নামায পড়িতেছি।"

আছরের সুন্নতের নিয়্যত নফলেরই মত।

আছরের ফরযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتِ صَلٰوةِ الْعَصْرِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ — اَللّٰهُ اَكْبَرُ ○

"আমি আছরের চারি রাকা'আত ফরয নামাযের নিয়্যত করিলাম।"

মাগরিবের ফরযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى ثَلٰثَ رَكَعَاتِ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ — اَللّٰهُ اَكْبَرُ ○

"আমি মাগরিবের তিন রাকা'আত ফরয নামাযের নিয়্যত করিলাম।"

মাগরিবের সুন্নতের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ — اَللّٰهُ اَكْبَرُ ○

"মাগরিবের দুই রাকা'আত সুন্নত নামায পড়িবার নিয়্যত করিলাম।"

আউয়াবীনের নিয়্যত নফলেরই মত এবং এ'শার পূর্ববর্তী সুন্নতের নিয়্যতও নফলেরই মত।

এশার চারি রাকা'আত ফরযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ — اَللّٰهُ اَكْبَرُ ○

"এশার চারি রাকা'আত ফরয নামায পড়িবার নিয়্যত করিলাম।"

এশার পরে দুই রাকা'আত সুন্নতের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ — اَللّٰهُ اَكْبَرُ ○

"এশার দুই রাকা'আত সুন্নত নামায পড়িবার নিয়্যত করিলাম।"

বেৎরের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى ثَلٰثَ رَكَعَاتِ صَلٰوةِ الْوِتْرِ وَاجِبُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ — اَللّٰهُ اَكْبَرُ ○

"বেৎরের তিন রাকা'আত ওয়াজিব নামায পড়িবার নিয়্যত করিলাম।"

তাহাজ্জুদ, এশ্‌রাক, চাশ্‌ত প্রভৃতির নিয়্যত নফলেরই মত; অর্থাৎ—'আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে দুই রাকা'আত নামায পড়িতেছি।'

তারাবীহ্‌র নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ التَّرَاوِيْحِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ — اَللّٰهُ اَكْبَرُ ○

"তারাবীহ্‌র দুই রাকা'আত সুন্নত নামায পড়িবার নিয়্যত করিলাম।"

ঈদুল ফেৎর নামাযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ عِيْدِ الْفِطْرِ مَعَ سِتِّ تَكْبِيْرَاتٍ وَّاجِبَاتٍ وَّاجِبُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ — اَللّٰهُ اَكْبَرُ ○

"ওয়াজিব ছয় তকবীরসহ দুই রাকা'আত ঈদুল ফেৎর নামাযের নিয়্যত করিলাম।

ঈদুল আয্‌হার নামাযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ عِيْدِ الْاَضْحٰى مَعَ سِتِّ تَكْبِيْرَاتٍ وَّاجِبَاتٍ وَّاجِبُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ — اَللّٰهُ اَكْبَرُ ○

"ওয়াজিব ছয় তকবীরসহ দুই রাকা'আত ঈদুল আযহার নামাযের নিয়্যত করিলাম।"

ক্বাযা নামাযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُؤَدِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْفَوْتِ الْفَجْرِ الْفَائِتَةِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ — اَللّٰهُ اَكْبَرُ ○

"ফজরের দুই রাকা'আত ফউত নামাযের নিয়্যত করিলাম।"

কেহ কেহ আরবী নিয়্যত মুখস্থ করিতে পারে না বলিয়া নামাযই পড়ে না। ইহা তাহাদের মস্ত বড় ভুল। কেননা, পূর্বেই বলিয়াছি যে, নিয়্যত গদ-বাঁধা আরবী এবারত পড়া ফরয বা ওয়াজিব কিছুই নহে। ফরয হইয়াছে মনের নিয়্যত।

১২। মাসআলা ঃ যদি নিয়্যতের লফ্‌যগুলি মুখে বলিতে চায়, তবে দেল ঠিক করিয়া মুখে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, ' আজকার যোহরের চারি রাকা'আত ফরয পড়িতেছি' "আল্লাহু আকবার" বা ' যোহরের চারি রাকা'আত সুন্নত পড়িতেছি' 'আল্লাহু আকবার' ইত্যাদি। 'কাবা শরীফের দিকে মুখ করিয়া' এই কথাটি বলিতেও পারে, না বলিলেও দোষ নাই। (তবে যে সময় ক্বেবলা মালুম না হয় এবং তাহারই [চিন্তা] করিয়া ক্বেবলা ঠিক করিতে হয়, তখন দেল ঠিক করার সঙ্গে সঙ্গে মুখেও বলিয়া লওয়া ভাল।)

১৩। মাসআলা ঃ কেহ হয়ত দেলে দেলে চিন্তা করিয়া এরাদা করিয়াছে যে, 'যোহরের নামায' পড়িবে, কিন্তু মুখে বলার সময় ভুলে মুখ দিয়া 'আছরের নামায' বলিয়া ফেলিয়াছে, তবুও নামায হইয়া যাইবে।

১৪। মাসআলা ঃ এইরূপে হয়ত কেহ দেলে ঠিক করিয়াছে যে, চারি রাকা'আত বলিবে, কিন্তু ভুলে মুখে তিন বা ছয় বলিয়া ফেলিয়াছে, তবুও তাহার নামায হইয়া যাইবে, দেলের নিয়্যতকেই ঠিক ধরা হইবে।

১৫। মাসআলা ঃ যদি কাহারও কয়েক ওয়াক্ত নামায ক্বাযা হইয়া থাকে, তবে ক্বাযা পড়িবার সময় নির্দিষ্ট ওয়াক্তের নাম লইয়া নিয়্যত করিতে হইবে, যেমন হয়ত বলিবে, অমুক ওয়াক্তের ফজর বা যোহরের ফরযের ক্বাযা পড়িতেছি ইত্যাদি। নির্দিষ্ট ওয়াক্তের নিয়্যত না করিয়া শুধু ক্বাযা পড়িতেছি বলিলে ক্বাযা দুরুস্ত হইবে না, আবার পড়িতে হইবে।

১৬। মাসআলা ঃ যদি কয়েক দিনের নামায ক্বাযা হইয়া থাকে, তবে দিন তারিখ নির্দিষ্ট করিয়া নিয়্যত করিতে হইবে, (নতুবা ক্বাযা আদায় হইবে না;) যেমন হয়ত কাহারও শনি, রবি, সোম

এবং মঙ্গল এই চারি দিনের নামায ক্বাযা হইয়াছে। এখন সে নিয়্যত এইরূপ করিবে; যথা—'শনিবারের ফজরের ফরযের ক্বাযা পড়িতেছি' যোহরের ক্বাযা পড়িবার সময় বলিলে, 'শনিবারের যোহরের ফরযের ক্বাযা পড়িতেছি' এইরূপে শনিবারের সব নামায ক্বাযা পড়া শেষ হইলে তারপর বলিবে, 'রবিবারের ফজরের ক্বাযা পড়িতেছি।' এইরূপে দিন এবং ওয়াক্তের তারিখ ঠিক করিয়া নিয়্যত করিলে নামায হইবে, নতুবা হইবে না। যদি কয়েক মাসের বা কয়েক বৎসরের নামায ক্বাযা হইয়া থাকে, তবে সন, মাস এবং তারিখ নির্দিষ্ট করিয়া নিয়্যত করিতে হইবে; যেমন হয়ত বলিল, 'অমুক সনের অমুক মাসের অমুক তারিখের ফজরের ফরযের ক্বাযা পড়িতেছি' এইরূপে নির্দিষ্ট না করিয়া নিয়্যত করিলে ক্বাযা দুরুস্ত হইবে না।

১৭। মাসআলা ঃ যদি কাহারও দিন তারিখ ইয়াদ না থাকে, তবে এইরূপ নিয়্যত করিবে ঃ 'আমার যিম্মায় যত ফজরের ফরয রহিয়া গিয়াছে, তাহার প্রথম দিনের ফজরের ফরযের ক্বাযা পড়িতেছি' বা 'আমার যিম্মায় যত যোহরের ফরয রহিয়া গিয়াছে, তাহার প্রথম দিনের যোহরের ক্বাযা পড়িতেছি' ইত্যাদি। এইরূপে নিয়্যত করিয়া বহুদিন যাবৎ ক্বাযা পড়িতে থাকিবে। যখন দেলে গাওয়াহী (সাক্ষ্য) দিবে যে, এখন খুব সম্ভব আমার যত নামায ছুটিয়া গিয়াছিল সবের ক্বাযা পড়া হইয়া গিয়াছে, তখন ক্বাযা পড়া ছাড়িবে। কিন্তু দেলে গাওয়াহী দিবার পূর্বে ছাড়িবে না এবং সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর কাছে মা'ফও চাহিবে।

১৮। মাসআলা ঃ সুন্নত, নফল, তারাবীহ্ (এশ্‌রাক, চাশ্‌ত, আউয়াবীন, তাহাজ্জুদ) ইত্যাদি নামায পড়িবার কালে শুধু এতটুকু নিয়্যত করাই যথেষ্ট যে, 'আমি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে দুই রাকা'আত (বা চারি রাকা'আত) নামায পড়িতেছি।' সুন্নত বা নফল বা ওয়াক্তের নির্দিষ্ট করার কোনই আবশ্যক নাই। যদি কেহ ওয়াক্তিয়া সুন্নতের মধ্যে ওয়াক্তের নামও লয় তাহা ভাল। কিন্তু তারাবীহ্‌র সুন্নতের মধ্যে 'সুন্নত তারাবীহ্' বলিয়াই নিয়্যত করা অধিক উত্তম।

বেহেশ্‌তী গওহার হইতে

১। মাসআলা ঃ মোক্তাদীকে ইমামের এক্তেদারও নিয়্যত করিতে হইবে (নতুবা নামায হইবে না। অর্থাৎ, 'এই ইমামের পিছনে নামায পড়িতেছি' এইরূপ নিয়্যত করিবে।)

২। মাসআলা ঃ ইমামের শুধু নিজের নামাযের নিয়্যত করিতে হইবে, ইমামতের নিয়্যত করা শর্ত নহে। অবশ্য যদি কোন স্ত্রীলোক জমা'আতে শরীক হয় এবং সে পুরুষদের কাতারে দাঁড়ায়, আর যদি ঐ নামায জানাযা, জুমু'আ অথবা ঈদের নামায না হয়, তবে ইমাম ঐ স্ত্রীলোকটির নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য তাহার ইমামতের নিয়্যত করা শর্ত। আর যদি সে পুরুষদের কাতারে না দাঁড়ায় কিংবা জানাযার নামায, জুমু'আর নামায অথবা ঈদের নামায হয়, তবে তাহার ইমামতের নিয়্যত করা শর্ত নহে।

৩। মাসআলা ঃ মুক্তাদী যখন ইমামের সঙ্গে এক্তেদা করার নিয়্যত করিবে, তখন ইমামের নাম লইয়া নির্দিষ্ট করার দরকার নাই, শুধু এতটুকু বলিলেই চলিবে যে, এই ইমামের পিছে নামায পড়িতেছি। অবশ্য যদি নাম লইয়া নির্দিষ্ট করে তাহাও করিতে পারে, কিন্তু যাহার নাম লইয়াছে সে যদি ইমাম না হয় যেমন; যদি কেহ বলে, 'যায়েদের পিছে নামায পড়িতেছি' অথচ ইমাম হইয়াছে, খালেদ তবে ঐ মুক্তাদীর নামায হইবে না।

৪। **মাসআলা ঃ** জানাযার নামাযের নিয়্যত এইরূপ করিবেঃ 'জানাযার নামায পড়িতেছি আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করিবার জন্য এবং মুর্দার জন্য দো'আ করিতে'। মুর্দা পুরুষ বা স্ত্রী জানা না গেলে এইরূপ বলিবে, 'আমার ইমাম যাহার জন্য জানাযার নামায পড়িতেছেন আমিও তাহারই জন্য (এই ইমামের পিছে চারি তক্‌বীর বিশিষ্ট) জানাযার নামায পড়িতেছি।'

কোন কোন ইমামের ছহীহ্‌ অভিমত এই যে, ফরয ও ওয়াজিব ব্যতীত অন্যান্য সুন্নত এবং নফল নামাযের নিয়্যত সুন্নত, নফল বা কোন্‌ ওয়াক্তের সুন্নত এবং এশ্‌রাক, চাশ্‌ত, তাহাজ্জুদ, তারাবীহ্‌, কুছুফ বা খুছুফ বলিয়া নির্দিষ্ট করার আদৌ কোন দরকার নাই। শুধু নামাযের নিয়্যত করিলেই চলিবে। ওয়াক্তের নামকরণ বা নফল সুন্নত ইত্যাদি শ্রেণী বিভাগ করিতে হইবে না (অবশ্য নির্দিষ্ট করিয়া নিয়্যত করাই উত্তম। কিন্তু ফরয ও ওয়াজিব নামায নির্দিষ্ট করিয়া নিয়্যত করা ব্যতীত শুদ্ধ হইবে না।)

ক্বেব্‌লার মাসায়েল

১। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ এমন জায়গায় গিয়া পড়ে যে, তথায় ক্বেব্‌লা কোন্‌ দিকে তাহা ঠিক করিতে পারে না এবং এমন লোকও পায় না যে, তাহার কাছে জিজ্ঞাসা করিতে পারে, তবে সে তাহার্‌রি করিয়া ক্বেব্‌লার দিক ঠিক করিবে। তাহাররি অর্থ চিন্তা করা অর্থাৎ, মনে মনে চিন্তা করিবে ক্বেব্‌লা কোন্‌ দিকে। চিন্তার পর মন যে দিকে সাক্ষ্য দিবে সেই দিকে মুখ করিয়া নামায পড়িবে। এইরূপ অবস্থায় যদি তাহাররি না করিয়া নামায পড়ে তবে নামায হইবে না। এমন কি যদি পরে জানিতে পারে যে, ঠিক ক্বেবলার দিক হইয়াই নামায পড়িয়াছে, তবুও নামায হইবে না। যদি সেখানে কোন লোক থাকে, তবে তাহার্‌রি করা চলিবে না। সেই লোকের নিকট জিজ্ঞাসা না করিয়া নামায পড়িলে নামায হইবে না, স্ত্রীলোক লজ্জায় জিজ্ঞাসা ব্যতীত আন্দায করিয়া একদিকে নামায পড়িলে তাহারও নামায হইবে না। খোদার হুকুম পালন করার বেলায় লজ্জা করিবে না, সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া লইতে হইবে।

২। **মাসআলা ঃ** যদি কোন লোক না থাকায় জিজ্ঞাসা করিতে না পারিয়া তাহাররি করিয়া নামায পড়িয়া থাকে এবং পরে নামায শেষ হইলে জানিতে পারে যে, ক্বেবলা ঠিক হয় নাই, তবুও নামায হইয়া যাইবে। (নামায দোহ্‌রাইতে হইবে না। কেননা, এইরূপ অবস্থায় তাহার 'জেহাতে তাহাররি' অর্থাৎ, যে দিকে তাহার মন সাক্ষ্য দেয় সেই দিক হইয়া নামায পড়াই তাহার জন্য ফরয ছিল, তাহা সে আদায় করিয়াছে কাজেই তাহার নামায হইয়া যাইবে।)

৩। **মাসআলা ঃ** উপরোক্ত অবস্থায় তাহাররি করিয়া এক দিক ক্বেব্‌লা ঠিক করিয়া নামায শুরু করিয়াছে, নামাযের মাঝখানে হয়ত নিজেই জানিতে পারিয়াছে যে, পূর্বের মত ভুল হইয়াছে, বা কেহ বলিয়া দিয়াছে যে, ওদিকে ক্বেব্‌লা নয়, তবে ছহীহ্‌ ক্বেব্‌লা জানার পর তৎক্ষণাৎ সেই দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াতে হইবে, জানার পর যদি ছহীহ্‌ ক্বেবলার দিকে ঘুরিয়া না দাঁড়ায়, তবে নামায হইবে না।

মাসআলা ঃ যদি একদল লোক এরূপ অবস্থায় পতিত হয় যে, ক্বেবলা কোন্‌ দিকে তাহা কেহই জানে না (এবং জিজ্ঞাসা করিবার জন্য লোকও পায় না,) অথচ জামা'আতে নামায পড়িতে চায়, তবে প্রত্যেকেই নিজ নিজ তাহাররি পৃথক (স্বাধীন) ভাবে করিবে এবং তদনুযায়ী নামায পড়িবে। (তাহাররি করিয়া দেল ঠিক করার পর যদি কয়েক জনের মত একদিকে হয়, তবে সেই কয়জন

এক সঙ্গে জামা'আত করিয়া নামায পড়িতে পারিবে,) কিন্তু যাহার মত ইমামের মতের সঙ্গে মিশিবে না, সে ঐ ইমামের পিছে এক্তেদা করিতে পারিবে না। সে পৃথক নামায পড়িবে। কেননা, তাহার মতে ঐ ইমাম ভুল মত পোষণ করিয়া ক্বেব্‌লা ভিন্ন অন্য দিক হইয়া নামায পড়িতেছে এবং ফরয তরক করিয়াছে। কারণ, কাহাকেও খোদার বিরুদ্ধে ভুল মত পোষণকারী মনে করিয়া তাহার পিছে এক্তেদা করা জায়েয নহে; সুতরাং ঐ ইমামের পিছে এক্তেদা করিলে তাহার নামায হইবে না। —গওহার

৪। **মাসআলা ঃ** কা'বা শরীফের ঘরের ভিতরও নামায পড়া দুরুস্ত আছে—নফলই হইক, আর ফরযই হউক।

৫। **মাসআলা ঃ** কা'বা শরীফের ঘরের ভিতরে নামায পড়িলে যে দিক ইচ্ছা সেই দিক হইয়া নামায পড়িবে, সেখানে ক্বেবলা সব দিকেই।

৬। **মাসআলা ঃ** যাহারা এমন জায়গায় আছে যেখান থেকে কা'বা শরীফের ঘর দেখা যায়, তাহাদের ঠিক ঘরের দিকে মুখ করিয়া নামায পড়িতে হইবে। তাহাদের জন্য পূর্ব পশ্চিম বা উত্তর দক্ষিণের কোন কথাই নাই। কিন্তু যাহারা দূরবর্তী স্থানে আছে তাহারা কা'বা শরীফের ঘর যে দিকে আছে সেই দিকে মুখ করিয়া নামায পড়িবে। কা'বা শরীফের ঘরে পূর্ব দিকের লোক পশ্চিম দিকে, পশ্চিম দিকের লোক পূর্ব দিকে, উত্তর দিকের লোক দক্ষিণ দিকে এবং দক্ষিণ দিকের লোক উত্তর দিকে মুখ করিয়া নামায পড়িবে। ফলকথা, পৃথিবীর যে কোন স্থানে যে কেহ থাকুক না কেন, তাহাকে কা'বা শরীফের দিকে মুখ করিয়া নামায পড়িতে হইবে।

৭। **মাসআলা ঃ** কেহ যদি নৌকায়, ষ্টীমারে বা রেলগাড়ীতে ক্বেব্‌লা ঠিক করিয়া ক্বেব্‌লার দিকে মুখ করিয়া নামায পড়িতে দাঁড়ায় এবং পরে নৌকা, গাড়ী ইত্যাদি ঘুরিয়া যায়, তবে তাহাকে তৎক্ষণাৎ ঘুরিয়া ক্বেব্‌লার দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইতে হইবে; ঘুরিয়া ক্বেব্‌লার দিকে মুখ না করিলে নামায হইবে না।

ফরয নামায পড়িবার নিয়ম ঃ

৮। **মাসআলা ঃ** (নামাযের সময় হইলে পূর্ববর্ণিত নিয়মানুসারে সর্বশরীর পাক করিয়া পাক কাপড় পরিধান করিবে, গোছলের হাজত হইলে গোছল করিবে, নতুবা ওযূ করিয়া পাক জায়গায় ক্বেব্‌লার দিকে মুখ করিয়া আল্লাহ্‌র সম্মুখে নম্রভাবে কায়মনোবাক্যে নত শিরে সোজা হইয়া দাঁড়াইবে। তৎপর সর্বপ্রথমে নামাযের নিয়ত করিয়া মুখে 'আল্লাহু আকবর' বলিবে। সঙ্গে সঙ্গে (পুরুষগণ দুই হাত দুই কান বরাবর এবং) স্ত্রীলোকগণ দুই হাত কাঁধ বরাবর উঠাইবে। স্ত্রীলোকগণ দুই হাত কাপড় হইতে বাহির করিবে না, (পুরুষগণ বাহির করিবে। হাতের আঙ্গুলগুলি স্বাভাবিক ভাবে খোলা রাখিবে।)

এইরূপে তক্‌বীরে তাহ্‌রীমা বলিয়া পুরুষগণ নাভীর নীচে এবং স্ত্রীলোকগণ বুকের উপর হাত বাঁধিয়া দাঁড়াইবে। হাত বাঁধিবার নিয়ম এই যে, পুরুষগণ বাম হাতের তালু নাভীর নীচে (নাভীর বরাবর) রাখিবে এবং ডান হাতের তালু বাম হাতের তালুর পিঠের উপর রাখিয়া কনিষ্ঠা এবং বৃদ্ধা অঙ্গুলির দ্বারা বাম হাতের কব্জি ধরিবে, অনামিকা, মধ্যমা ও শাহাদত অঙ্গুলি লম্বাভাবে বাম হাতের কব্জির উপরিভাগে বিছান থাকিবে। স্ত্রীলোকগণ শুধু স্তনদ্বয়ের উপরিভাগে বাম হাত নীচে রাখিয়া তাহার উপর ডান হাত রাখিবে। তারপর এই ছানা পড়িবে ঃ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ ○

অর্থ—আল্লাহ্! তুমি পাক, তোমারই জন্য সমস্ত প্রশংসা, তোমার নাম পবিত্র এবং বরকতময়, তুমি মহান হইতে মহান, তুমি ব্যতীত অন্য কেহ উপাস্য নাই।

তারপর 'আউযু বিল্লাহ্' 'বিস্‌মিল্লাহ্' পড়িয়া 'আলহাম্‌দু' সূরা পড়িবে; وَلَا الضَّآلِّيْنَ পড়ার পর 'আমীন' বলিবে। তারপর আবার বিস্‌মিল্লাহ্ পড়িয়া কোন একটি 'সূরা' পড়িবে। তারপর আবার 'আল্লাহু আকবর' বলিয়া রুকূতে যাইবে। রুকূতে তিন, পাঁচ বা সাতবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ বলিবে।

স্ত্রীলোকগণের রুকূ করিবার নিয়ম এই যে, বাম পায়ের টাখ্‌না ডান পায়ের টাখ্‌নার সঙ্গে মিলাইয়া মাথা ঝুকাইয়া দুই হাতের অঙ্গুলিসমূহ যুক্ত অবস্থায় দুই হাঁটুর উপর রাখিবে এবং হাতের বাজু ও কনুই শরীরের সঙ্গে মিলাইয়া রাখিবে।[১]

(পুরুষের রুকূর নিয়ম এই যে, দুই পা স্বাভাবিকভাবে খাড়া রাখিবে, মাথা এত পরিমাণ ঝুকাইবে যাহাতে মাথা, পিঠ এবং চোতড় এক বরাবর হয়। দুই হাতের আঙ্গুলগুলি ফাঁক ফাঁক করিয়া দুই হাঁটু শক্ত করিয়া ধরিবে। হাতের বাজু এবং কনুই শরীরের সঙ্গে মিলাইবে না।)

এইরূপে রুকূ শেষ করিয়া তারপর سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه (সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ) অর্থ—যে কেহ আল্লাহ্‌র প্রশংসা করিবে আল্লাহ্ তাহা শ্রবণ করিবেন, (অর্থাৎ, গ্রহণ করিবেন।) বলিতে বলিতে মাথা উঠাইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইবে। দাঁড়াইয়া رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ (রাব্বানা লাকালহাম্‌দ) 'হে আল্লাহ্! আমরা তোমারই প্রশংসা করিতেছি, বলিবে এবং ঠিক সোজাভাবে দাঁড়াইয়া তারপর اَللهُ اَكْبَرُ বলিতে বলিতে সজ্‌দায় যাইবে।

সজ্‌দা করিবার নিয়মঃ

সজ্‌দা করিবার নিয়ম এই যে, মাটিতে প্রথমে দুই হাঁটু রাখিবে, তারপর দুই হাতের পাতা মাটিতে রাখিয়া তাহার মাঝখানে মাথা রাখিয়া নাক এবং কপাল উভয়ই মাটিতে ভালমত লাগাইয়া রাখিবে। সেজদার সময় দুই হাতের অঙ্গুলিগুলি মিলিত অবস্থায় ক্বেব্‌লা-দিক করিয়া রাখিবে ও দুই পায়ের অঙ্গুলিও ক্বেব্‌লার দিকে রোখ করিয়া মাটিতে লাগাইয়া রাখিবে। (কিন্তু পুরুষ উভয় পা মিলাইয়া পায়ের অঙ্গুলিগুলিকে ক্বেব্‌লা রোখ করিয়া মাটিতে রাখিবে এবং পায়ের পাতা খাড়া রাখিবে। কিন্তু স্ত্রীলোক পায়ের পাতা খাড়া রাখিবে না উভয় পায়ের পাতা ডান দিকে বাহির করিয়া দিয়া মাটিতে শোয়াইয়া রাখিবে এবং যথাসম্ভব পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া রাখিবে। পুরুষ সজ্‌দা করিতে দুই পা মিলিত রাখিয়া অন্যান্য সব অঙ্গুলিকে পৃথক পৃথক রাখিবে; মাথা হাঁটু হইতে যথেষ্ট দূরে রাখিবে, হাতের কলাই (কব্জার উপরিভাগ) মাটিতে লাগাইবে না। পায়ের নলা উরু হইতে পৃথক রাখিবে। পক্ষান্তরে স্ত্রীলোকগণ সর্বাঙ্গ মিলিত অবস্থায় সজ্‌দা করিবে; মাথা হাঁটুর নিকটবর্তী রাখিবে এবং উরু পায়ের নলার সঙ্গে ও হাতের বাজু শরীরের পার্শ্বের সঙ্গে মিলিত রাখিবে। সজ্‌দায় অন্ততঃ তিন, পাঁচ কিংবা সর্বোপরি সাতবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى (ছোব্‌হানা রাব্বিয়াল আ'লা, অর্থাৎ আমার সর্বোপরি প্রভু আল্লাহ্ তিনি পবিত্র) বলিবে। এইরূপে এক সজ্‌দা, করিয়া আল্লাহু আকবর বলিয়া মাথা উঠাইয়া ঠিক সোজা হইয়া বসিবে। ঠিক হইয়া বসিবার পর দ্বিতীয়বার 'আল্লাহু আকবর' বলিয়া পূর্বের মত সজ্‌দা করিবে। দ্বিতীয় সজ্‌দায় উপরোক্তরূপে অন্ততঃ তিনবার (কিংবা ৫ বার কিংবা ৭ বার) 'ছোবহানা রাব্বিয়াল আ'লা'

টিকা

১ পুরুষ ও স্ত্রীলোকের নামাযের পার্থক্য (১২১ পৃষ্ঠা) দ্রষ্টব্য।

বলিবে। এইরূপে সজ্‌দা শেষ করিয়া 'আল্লাহু আকবর' বলিয়া মাথা উঠাইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইবার সময় বসিবে না বা হাতের দ্বারা টেক লাগাইবে না।

(দ্বিতীয় সজ্‌দা হইতে মাথা উঠাইয়া সোজা দাঁড়াইয়া) যখন দ্বিতীয় রাকা'আত শুরু করিবে তখন আবার বিস্‌মিল্লাহ্‌ পড়িবে। তারপর আল্‌হামদু পড়িবে। তারপর অন্য কোন একটি সূরা পড়িবে। তারপর প্রথম রাকা'আতের মত রুকূ, সজ্‌দা করিয়া দ্বিতীয় রাকা'আত পূর্ণ করিবে। যখন দ্বিতীয় রাকা'আতের দ্বিতীয় সজ্‌দা হইতে মাথা উঠাইবে, তখন (পুরুষগণ বাম পায়ের পাতা বিছাইয়া তাহার উপর চোতড় রাখিয়া বসিবে এবং ডান পায়ের পাতার অঙ্গুলিগুলি ক্বেবলার দিকে মুখ করিয়া খাড়া রাখিবে।) স্ত্রীলোকগণ পায়ের পাতা ডান দিকে বাহির করিয়া দিয়া চোতড় মাটিতে লাগাইয়া বসিবে। এইরূপে বসিয়া হাতের দুই পাতা উরু দেশের উপর হাঁটু পর্যন্ত অঙ্গুলিগুলি মিলিতাবস্থায় বিছাইয়া রাখিবে। এইরূপে বসিয়া খুব মনোযোগের সহিত আত্তাহিয়্যাতু পড়িবেঃ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهٗ ـ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ ـ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ ○

'আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াচ্ছালাওয়াতু ওয়াত্তায়্যেবাতু আস্‌সালামু আলাইকা আইয়্যেহান্নাবিয়্যু ওয়ারাহ্‌মাতুল্লাহি ওবারাকতুহু আস্‌সালামু আলাইনা ওয়াআলা ইবাদিল্লাহিচ্ছালিহীন। আশ্‌হাদু আল্‌লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াআশ্‌হাদু আন্না মোহাম্মাদান 'আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।'

অর্থঃ সমস্ত তা'যীম, সমস্ত ভক্তি, নামায, সমস্ত পবিত্র এবাদত-বন্দেগী আল্লাহ্‌র জন্য, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে। হে নবী! আপনাকে সালাম এবং আপনার উপর আল্লাহ্‌র অসীম রহ্‌মত ও বরকত। আমাদের জন্য এবং আল্লাহ্‌র অন্যান্য সমস্ত নেক বন্দার জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে শান্তি অবতীর্ণ হউক। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, এক আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই এবং ইহাও সাক্ষ্য দিতেছি যে, মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহ্‌র বন্দা এবং তাঁহার (সত্য) রাসূল।

আত্তাহিয়্যাতু পড়িবার সময় যখন (শাহাদত) কলেমায় পৌঁছিবে, তখন 'লা' বলিবার সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতের শাহাদত অঙ্গুলিকে উপরের দিকে উঠাইবে এবং বৃদ্ধা ও মধ্যমার দ্বারা গোল হাল্‌কা বানাইয়া রাখিবে এবং কনিষ্ঠা ও অনামিকাকে আক্‌দ করিয়া (অর্থাৎ গুটাইয়া) রাখিবে; যখন "ইল্লাল্লাহু" বলিবে, তখন শাহাদত অঙ্গুলিকে কিছু নোয়াইয়া নামাযের শেষ পর্যন্ত রাখিয়া দিবে। বৃদ্ধা ও মধ্যমার হাল্‌কা এবং অনামিকা ও কনিষ্ঠার আক্‌দও নামাযের শেষ পর্যন্ত তেমনই থাকিবে।

যদি (তিন বা) চারি রাকা'আতী নামায হয়, তবে 'আব্‌দুহু ওয়ারাসূলুহু' পর্যন্ত পড়িয়া আর বসিবে না, তৎক্ষণাৎ আল্লাহু আকবর' বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবে এবং পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকা'আত পুরা করিবে, (কিন্তু নফল, সুন্নত বা ওয়াজিব নামায হইলে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকা'আতে সূরা-ফাতেহার সঙ্গে অন্য সূরা মিলাইবে,) আর ফরয নামায হইলে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকা'আতে সূরা মিলাইবে না।

এইরূপে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকা'আত শেষ করিয়া পুনঃ বসিবে এবং আবার আত্তাহিয়্যাতু পড়িয়া পরে এই দুরূদ পড়িবেঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ○

"আল্লাহুম্মা ছল্লে আ'লা, মোহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলি মোহাম্মাদিন কামা ছাল্লাইতা আ'লা ইব্‌রাহীমা ও'আ'লা আলি ইব্‌রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আ'লা মোহাম্মাদিওঁ ও'আ'লা আলি মোহাম্মাদিন কামা বারাকতা আ'লা ইব্‌রাহীমা ও'আ'লা আলি ইব্‌রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ।"

অর্থ—হে আল্লাহ্! হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এবং মোহাম্মদ (দঃ)-এর আওলাদগণের উপর তোমার খাছ রহ্‌মত নাযিল কর, যেমন ইব্‌রাহীম (আঃ) এবং ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর আওলাদগণের উপর তোমার খাছ রহ্‌মত নাযিল করিয়াছ, নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসার যোগ্য এবং সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী। হে আল্লাহ্! মোহাম্মদ (দঃ) এবং মোহাম্মদ (দঃ)-এর আওলাদগণের উপর তোমার খাছ বরকত চিরবর্ধনশীল নেয়ামত নাযিল কর, যেমন ইব্‌রাহীম (আঃ) এবং ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর আওলাদের উপর তোমার খাছ বরকত নাযিল করিয়াছ; নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসার যোগ্য এবং সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী।

এই দরূদ পড়িয়া তারপর নিম্নের দো'আ পড়িবেঃ

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○

১। রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুন্‌ইয়া হাছানাতাওঁ ওয়াফিল আখিরাতে হাছানাতাওঁ ওয়াক্বিনা আযাবান্নার।

অর্থ—হে আমাদের প্রতিপালক খোদা! আমাদের দুনিয়ায় এবং আখেরাতে উভয় জাহানে ভাল অবস্থায় রাখ এবং দোযখের শাস্তি হইতে আমাদের নিস্তার দাও।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ اَلْاَحْيَآءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ ○

২। হে আল্লাহ্। আমার গোনাহ মাফ করিয়া দাও, আমার মা-বাপের গোনাহ্ মা'ফ করিয়া দাও এবং অন্যান্য যত জীবিত বা মৃত মোমিন মোছলিম ভাই-ভগ্নী আছে সকলের গোনাহ্ মা'ফ করিয়া দাও।

অথবা অন্য কোন দো'আ পড়িবে। যথা—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَاءِ وَالْمَمَاتِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَاْثَمِ وَالْمَغْرَمِ ○

৩। অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! আমাকে কবরের আযাব হইতে বাঁচাইয়া নিও, কানা দজ্জালের কঠোর পরীক্ষায় তরাইয়া দিও, গোনাহ্‌র কাজ হইতে আমাকে দূরে রাখিও, ঋণের দায় হইতে আমাকে বাঁচাইয়া লইও।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّآ اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ○

৪। হে আল্লাহ্! আমি অনেক গোনাহ্ করিয়াছি এবং তুমি ব্যতীত গোনাহ্ মা'ফকারী অন্য কেহই নাই। অতএব, নিজ দয়াগুণে আমার সব গোনাহ্ মা'ফ করিয়া দাও এবং আমার উপর তোমার রহ্মত নাযিল কর। নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল এবং দয়াশীল।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ كُلَّهٗ دَقَّهٗ وَ جَلَّهٗ وَ اَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ وَعَلَانِيَتَهٗ وَ سِرَّهٗ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَاقَدَّمْتُ وَمَآ اَخَّرْتُ وَمَآ اَسْرَرْتُ وَمَآ اَعْلَنْتُ وَمَآ اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ اَنْتَ اِلٰهِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ ○

৫। হে আল্লাহ্! আমার ছোট, বড়, আউয়াল, আখের, যাহের, বাতেন, সব গোনাহ্ মা'ফ করিয়া দাও। হে আল্লাহ্! আমি আগে যে সব গোনাহ্ করিয়াছি, প্রকাশ্যভাবে যে সব গোনাহ্ করিয়াছি, গুপ্তভাবে যে সব গোনাহ্ করিয়াছি এবং যে সব গোনাহ্ হয়ত আমার জানা নাই, কিন্তু তুমি জান, সে সব গোনাহ্ আমাকে মা'ফ করিয়া দাও। আমার আগেও তুমি, পরেও তুমি, তুমিই মা'বুদ, এক তুমি ব্যতীত আমার আর কোন মা'বূদ নাই।

এইরূপে দো'আ মাছুরা পড়িয়া প্রথম ডান দিকে তারপর বাম দিকে সালাম ফিরাইবে। সালাম ফিরাইবার সময় মুখে, 'আস্সালামু আলাইকুম ওয়ারাহ্মাতুল্লাহ্ এবং দেলে দেলে ফেরেশ্তাদের সালাম করিবার নিয়্যত করিবে। (পুরুষগণ যখন জমা'আতে নামায পড়িবে, তখন সঙ্গের মুছল্লীদের সালাম করিবার নিয়্যত করিবে।)

এই পর্যন্ত নামায পড়িবার নিয়ম বর্ণনা করা হইল। কিন্তু ইহার মধ্যে কতকগুলি কাজ ফরয, কতকগুলি ওয়াজিব এবং কতকগুলি সুন্নত ও মোস্তাহাব আছে। কোন একটি ফরয যদি কেহ তরক করে— জানিয়াই করুক বা ভুলিয়াই করুক, তাহার নামায আদৌ হইবে না, নামায পুনরায় পড়িতে হইবে। যদি কেহ স্বেচ্ছায় একটি ওয়াজিব তরক করে, তবে সে অতি বড় গোনাহ্গার হইবে এবং নামায দোহ্রাইয়া পড়িতে হইবে। ভুলে একটি ওয়াজিব তরক করিলে 'ছহো-সজ্দা' করিতে হইবে। সুন্নত বা মোস্তাহাব তরক করিলে নামায হইয়া যায়, কিন্তু ছওয়াব কম হয়।

নামাযের ফরয ঃ

১। মাসআলা ঃ নামাযের মধ্যে ছয়টি কাজ ফরয। (১) তাহ্রীমা অর্থাৎ, নামাযের নিয়্যতের সঙ্গে সঙ্গে 'আল্লাহু আকবর' বলা। (২) ক্বেয়াম—দাঁড়াইয়া নামায পড়া। (৩) 'কেরাআত'—কোরআন শরীফ হইতে একটি পূর্ণ লম্বা আয়াত অথবা ছোট তিন আয়াত বা সূরা পাঠ করা। (৪) রুকূ-করা (মস্তক অবনত করিয়া খোদার সামনে মাথা ঝুঁকাইয়া দেওয়া।) (৫) দুই সজ্দা করা—দুইবার আল্লাহ্র সামনে মস্তক মাটিতে রাখা। (৬) ক্বা'দায়ে আখীরা—নামাযের শেষ ভাগে (খোদার সামনে) আত্তাহিয়্যাতু পড়িবার পরিমাণ সময় বসা।

নামাযের ওয়াজিব ঃ

২। মাসআলা ঃ নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি নামাযের মধ্যে ওয়াজিব; (১) (ফরয নামাযে প্রথম দুই রাকা'আতে এবং বেৎর, নফল ও সুন্নতের সব রাকা'আতে) সূরা-ফাতেহা পড়া এবং

(২) ফাতেহার সঙ্গে অন্য একটি সূরা মিলান (৩) নামাযের প্রত্যেক ফরযগুলি নিজ নিজ স্থানে আদায় করা, (৪) প্রথমে ফাতেহা পড়া, তারপর সূরা পড়া, তারপর রুকু করা, তারপর সজ্‌দা করা, (৫) দুই রাকা'আত পূর্ণ করিয়া বসা (৬) প্রথম বৈঠক হউক বা দ্বিতীয় বৈঠক হউক) উভয় বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়া, (৭) বেৎর নামাযে দো'আ কুনূত পড়া, (৮) আস্‌সালামুআলাইকুম ওয়রাহ্‌মাতুল্লাহ্‌' বলিয়া সালাম ফিরান, (৯) তা'দীলে আরকান অর্থাৎ, নামাযের সব কাজগুলি ধীরে সুস্থে আদায় করা, তাড়াতাড়ি না করা, (রুকূ হইতে মাথা উঠাইয়া সোজা হইয়া দাঁড়ান এবং সজ্‌দা হইতে মাথা উঠাইয়া সোজা হইয়া বসা ইত্যাদি। (১০) জেহ্‌রী নামাযে প্রথম দুই রাকা'আতের মধ্যে ইমামের জোরে কেরাআত পড়া এবং ছির্‌রী নামাযের মধ্যে ইমাম এবং একা নামাযীর চুপে চুপে পড়া। (১১) সজ্‌দার মধ্যে উভয় হাত এবং হাঁটু মাটিতে রাখা, (ফজর, মাগরিব ও এশা এবং জুমুআ, ঈদ ও তারাবীহ্‌ হইল জেহ্‌রী নামায; এতদ্ব্যতীত দিবাভাগের সব নামায ছির্‌রী নামায।)

৩। **মাসআলা ঃ** এই ফরয ওয়াজিবগুলি ছাড়া অন্য যে কাজগুলি নামাযে আছে তাহার কোনটি সুন্নত এবং কোনটি মোস্তাহাব।

৪। **মাসআলা ঃ** যদি কোন (নাদান) লোক, (১) নামাযের মধ্যে সূরা-ফাতেহা না পড়িয়া অন্য কোন আয়াত বা সূরা পড়ে, বা (২) প্রথমে দুই রাকা'আতে শুধু সূরা ফাতেহা পড়ে অন্য সূরা বা আয়াত না মিলায়, বা (৩) দুই রাকা'আত পড়িয়া না বসে বা (৪) আত্তাহিয়্যাতু না পড়ে ও তৃতীয় রাকা'আতের জন্য দাঁড়ায় কিংবা বসিয়াছে কিন্তু আত্তাহিয়্যাতু পড়ে নাই, তবে এই সব ছুরতে ওয়াজিব তরক হইবে। ফরয অবশ্য যিম্মায় থাকিবে না, কিন্তু নামায একেবারে অকেজো এবং নিকৃষ্ট হইবে। সুতরাং নামায দোহ্‌রাইয়া পড়া ওয়াজিব, না দোহ্‌রাইলে ভারী গোনাহ্‌ হইবে।

কিন্তু যদি কেহ ভুলবশতঃ এরূপ করে, তবে 'ছহো'-সজ্‌দা করিলে নামায শুদ্ধ হইবে— (ওয়াজিব ভুলবশতঃ তরক হইলে তাহার তদারক (সংশোধন) ছহো-সজ্‌দার দ্বারা হইতে পারে, কিন্তু ফরয তরক হইলে বা ওয়াজিব ইচ্ছাপূর্বক তরক করিলে তাহার তদারক ছহো-সজ্‌দার দ্বারা হইতে পারে না নামায দোহ্‌রাইয়া পড়িতে হয়।)

৫। **মাসআলা ঃ** 'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহ্‌মাতুল্লাহ্‌' বলিবার স্থানে যদি কেহ এই লফযের দ্বারা সালাম না ফিরাইয়া দুনিয়ার কোন কথা বলিয়া উঠে, বা উঠিয়া চলিয়া যায়, বা অন্য কোন এমন কাজ করে যাহাতে নামায টুটিয়া যায়, তবে তাহার ওয়াজিব তরক হইবে এবং গোনাহ্‌গার হইবে। অবশ্য ফরয আদায় হইবে, কিন্তু ঐ নামায দোহ্‌রাইয়া পড়া ওয়াজিব। অন্যথায় গোনাহ্‌গার হইবে।

৬। **মাসআলা ঃ** পূর্বে সূরা পড়িয়া শেষে আলহামদু পড়িলে ওয়াজিব তরক হইবে এবং নামায দোহ্‌রাইতে হইবে। যদি ভুলে এরূপ করে ছহো-সজ্‌দা করিলে নামায দুরুস্ত হইবে।

৭। **মাসআলা ঃ** আল্‌হামদুর পর অন্ততঃ তিনটি আয়াত পড়িতে হইবে। যদি কেহ তৎপরিবর্তে এক আয়াত বা দুই আয়াত পড়ে, যদি ঐ এক আয়াত বা দুই আয়াত ছোট ছোট তিনটি আয়াতের সমপরিমাণ হয়, তবে নামায দুরুস্ত হইয়া যাইবে।

৮। **মাসআলা ঃ** যদি রুকূ হইতে উঠিবার সময় তসমীয়া (সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ্‌) এবং রুকূ হইতে উঠিয়া তাহ্‌মীদ (রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ) না পড়ে বা রুকূতে রুকূর তসবীহ না পড়ে, বা সজ্‌দায় তসবীহ না পড়ে বা শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়িয়া দুরূদ শরীফ না পড়ে, তবে

নামায হইয়া যাইবে, কিন্তু সুন্নতের খেলাফ হইবে। এইরূপে যদি কেহ দুরূদ শরীফ পড়িয়াই সালাম ফিরায়, কোন দো'আ (মাছূরাহ্) না পড়ে, তবুও নামায হইয়া যাইবে, কিন্তু সুন্নতের খেলাফ হইবে।

৯। **মাসআলা ঃ** নামাযের নিয়ত (তাহ্রীমা) বাঁধিবার সময় হাত উঠান সুন্নত। হাত না উঠাইলে নামায হইয়া যাইবে কিন্তু সুন্নতের খেলাফ হইবে।

১০। **মাসআলা ঃ** প্রত্যেক রাকা'আত শুরু করিবার সময় বিস্‌মিল্লাহ্ পড়িয়া আলহাম্‌দু শুরু করিবে। অন্য সূরা শুরু করার সময়ও বিস্‌মিল্লাহ্ পড়িয়া শুরু করা উত্তম। (নামাযের মধ্যে সূরা আলহামদু চুপে চুপে পড়ুক বা জোরে পড়ুক বিস্‌মিল্লাহ্ সব সময়ই চুপে চুপে পড়িতে হইবে।)

১১। **মাসআলা ঃ** সজ্‌দায় নাক মাটিতে না রাখিয়া শুধু কপাল মাটিতে রাখিলেও নামায আদায় হইবে, যদি কপাল মাটিতে না রাখিয়া শুধু নাক মাটিতে রাখে, তবে নামায হইবে না। অবশ্য যদি কোন ওযরবশতঃ কপাল মাটিতে না রাখিতে পারে এবং শুধু নাক মাটিতে রাখে, তবে নামায হইয়া যাইবে।

১২। **মাসআলা ঃ** রুকূর পর সোজা হইয়া দাঁড়াইল না, বরং মাথা সামান্য উঠাইয়া সজ্‌দায় চলিয়া গেল, নামায হইবে না, পুনঃ পড়িতে হইবে।

১৩। **মাসআলা ঃ** দুই সজ্‌দার মাঝখানে মাথা উঠাইয়া সোজা হইয়া বসা ওয়াজিব! সোজা হইয়া না বসিয়া অল্প একটু মাথা উঠাইয়া দ্বিতীয় সজ্‌দায় গেলে নামায হইবে না, পুনরায় পড়িতে হইবে। আর যদি এতটুকু উঠায় যে বসার কাছাকাছি হইয়া যায়, তবে নামাযের যিম্মা আদায় হইয়া গেল; কিন্তু অতি বড় অকেজো এবং নিকৃষ্ট নামায হইল। কাজেই পুনরায় নামায পড়া কর্তব্য। অন্যথায় কঠিন গোনাহ্ হইবে।

১৪। **মাসআলা ঃ** তোষক বা খড় ইত্যাদি কোন নরম জিনিসের উপর সজ্‌দা করিতে হইলে মাথা খুব চাপিয়া রাখিয়া সজ্‌দা করিবে। যতদূর নীচে চাপান যায় যদি ততদূর চাপিয়া সজ্‌দা না করা হয়, শুধু উপরে উপরে মাথা রাখিয়া সজ্‌দা করে, তবে সজ্‌দা হইবে না। সজ্‌দা না হইলে নামাযও হইবে না।

১৫। **মাসআলা ঃ** ফরয নামাযের শেষের দুই রাকআতে শুধু আল্‌হামদু পড়িবে, সূরা মিলাইবে না। সূরা মিলাইলেও নামায হইয়া যাইবে। নামাযে কোন দোষ আসিবে না।

১৬। **মাসআলা ঃ** ফরয নামাযের শেষের দুই রাকা'আতে আল্‌হামদু পড়া সুন্নত। যদি কেহ আল্‌হামদু না পড়িয়া তিনবার ছোবহানাল্লাহ্ পড়ে, বা কিছু না পড়িয়া (তিনবার ছোবহানাল্লাহ্ পড়ার পরিমাণ সময়) চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া রুকূ করে, তবুও নামায হইয়া যাইবে; (কিন্তু এইরূপ করা ভাল নয়, আল্‌হামদু পড়া উচিত।)

১৭। **মাসআলা ঃ** ফরয নামাযে প্রথম দুই রাকা'আতে আল্‌হামদুর সঙ্গে অন্য সূরা মিলান ওয়াজিব। যদি কেহ প্রথম দুই রাকা'আতে আল্‌হামদুর সঙ্গে সূরা না মিলায় বা আল্‌হামদুও না পড়ে, শুধু ছোবহানাল্লাহ্ ছোবহানাল্লাহ্ বলিতে থাকে তবে শেষের দুই রাকা'আতে আল্‌হামদুর সঙ্গে সূরা মিলাইতে হইবে। কিন্তু ইচ্ছাপূর্বক এইরূপ করিয়া থাকিলে নামায দোহ্‌রাইতে হইবে, অবশ্য ভুলে এরূপ করিলে ছহো সজ্‌দা দ্বারা নামায হইয়া যাইবে।

১৮। **মাসআলা ঃ** স্ত্রীলোকগণ সব নামাযের মধ্যে ছানা, তাআওওয, তছমিয়াহ্, ফাতেহা, সূরা ইত্যাদি সব কিছু চুপে চুপে পড়িবে; কিন্তু এরূপভাবে যেন নিজের কানে নিজের পড়ার আওয়ায

পৌঁছে। যদি নিজের আওয়ায নিজের কানে না পৌঁছে, তবে স্ত্রী বা পুরুষ কাহারও নামায হইবে না। (পুরুষগণ যোহর ও আছর সম্পূর্ণ এবং মাগরিবের তৃতীয় রাকা'আত এবং এশার তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাআতে সকলেই সবকিছু চুপে চুপে পড়িবে। অবশ্য ইমাম শুধু তকবীরগুলি জোরে বলিবে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য নামাযে ফজর, মাগরিব ও এশার প্রথম দুই রাকা'আত ও জুমু'আয় ইমামের জন্য জোরে কেরাআত পড়া অর্থাৎ, সূরা উচ্চ স্বরে পড়া ওয়াজিব। জুমু'আর নামায ত একা একা হয়ই না, এতদ্ব্যতীত ফজর, মাগরিব এবং এশা একা একা পড়িলে জোরেও পড়িতে পারে বা চুপে চুপেও পড়িতে পারে।)

১৯। মাসআলা ঃ কোন নামাযের জন্য কোন সূরা নির্দিষ্ট নাই; যে কোন সূরা ইচ্ছা হয় তাহাই পড়িতে পারে। কোন নামাযের জন্য কোন সূরা নির্দিষ্ট করিয়া লওয়া মকরূহ। (তবে হযরত রসূলুল্লাহ্ [দঃ] যে নামাযে যে সূরা পড়িয়াছেন তাহা যদি জানা থাকে, তবে নামাযে সেই সূরা পড়া মোস্তাহাব; কিন্তু সব সময় সেই সূরা পড়া—যাহাতে মনে হয় যেন অন্য সূরা পড়া জায়েযই নহে ভাল নহে।)

২০। মাসআলা ঃ প্রথম রাকা'আত অপেক্ষা দ্বিতীয় রাকা'আতে লম্বা সূরা পড়িবে না।

২১। মাসআলা ঃ স্ত্রীলোকদের জন্য জুমু'আ, জমা'আত বা ঈদের নামাযের হুকুম নাই। অতএব, যদি এক জায়গায় কতকগুলি স্ত্রীলোক একত্র থাকে, তবে প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক নামায পড়িবে, জমা'আত করিয়া পড়িবে না। স্ত্রীলোকগণ পুরুষদের সঙ্গে জমা'আতে নামায পড়িবার জন্য মসজিদে বা ঈদের মাঠে যাইবে না। অবশ্য যদি ঘরে নিজের স্বামী বা বাপ-ভাইয়ের সঙ্গে কোন সময় নফল, তরাবীহ্ বা ফরয নামায জমা'আতে পড়িবার সুযোগ হয়, তবে স্ত্রীলোক পুরুষের সহিত এক কাতারে দাঁড়াইবে না। একা একজন স্ত্রীলোক হইলেও এবং স্বামী বা বাপের সঙ্গে নামায পড়িলেও পিছনের কাতারে দাঁড়াইবে। এক কাতারে সমান হইয়া দাঁড়াইলে উভয়ের নামায নষ্ট হইবে।

২২। মাসআলা ঃ নামাযের মধ্যে যদি ঘটনাক্রমে ওযূ টুটিয়া যায়, তবে তৎক্ষণাৎ নামায ছাড়িয়া দিবে এবং পুনরায় ওযূ করিয়া নামায প্রথম হইতে শুরু করিবে।

২৩। মাসআলা ঃ নামাযে দাঁড়ান অবস্থায় সজ্‌দার জায়গায়, রুকূর সময় পায়ের দিকে, সজ্‌দার সময় নাকের দিকে, (বসার সময় কোলের দিকে) এবং সালামের সময় নিজের কাঁধের দিকে দৃষ্টি রাখা মোস্তাহাব। (ইহা ছাড়া দূরে দৃষ্টি করা অন্যায়।)

নামাযের মধ্যে হাই আসিলে যথাসম্ভব দাঁতের দ্বারা নীচের ঠোঁট চাপিয়া ধরিয়া বন্ধ রাখিবে; একান্ত মুখের দ্বারা চাপিয়া রাখিতে না পারিলে (দণ্ডায়মান অবস্থায় ডান হাতের পাতার পিঠ দ্বারা এবং বসা অবস্থায় বাম) হাতের পাতার পিঠ দ্বারা বন্ধ রাখিবে। নামাযের মধ্যে যদি গলা খুসখুসায় বা বন্ধ হইয়া আসে, তবে যাহাতে না কাশিয়া পারা যায়, তাহার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করিবে। একান্ত সহ্য করিতে না পারিলে অতি আস্তে ভীত সংকোচিত অবস্থায়—খোদা আহ্‌কামুল হাকেমীনের দরবারে দণ্ডায়মান ভাবিয়া কাশিবে; (জোরে লা-পরোয়া অবস্থায় কাশিবে না, গলা ঝাড়া দিবে না।)

নামাযের কতিপয় সুন্নত

১। **মাসআলা ঃ** তকবীরে তাহ্‌রীমা বলার পূর্বে পুরুষের উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠান এবং স্ত্রীলোকের কাঁধ পর্যন্ত উঠান সুন্নত। ওযরবশতঃ পুরুষ কাঁধ পর্যন্ত উঠাইলেও কোন দোষ নাই।

২। **মাসআলা ঃ** তকবীরে তাহ্‌রীমা বলার সাথে সাথে পুরুষের নাভির নীচে এবং স্ত্রীলোকের সিনার উপর হাত বাঁধা সুন্নত।

৩। **মাসআলা ঃ** পুরুষের হাত বাঁধার সময় ডান হাতের পাতা বাম হাতের পাতার উপর রাখিয়া ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলী দ্বারা বাম হাতের কব্জি চাপিয়া ধরা এবং বাকী তিন আঙ্গুল বাম হাতের কব্জির উপর বিছাইয়া রাখা সুন্নত।

৪। **মাসআলা ঃ** ইমাম এবং মোন্‌ফারেদের (একা নামাযীর) সূরা-ফাতেহা শেষে নীরবে "আমীন" বলা; আর ইমাম কেরাআত উচ্চ শব্দে পড়িলে সকল মুক্‌তাদীরই নীরবে "আমীন" বলা সুন্নত।

৫। **মাসআলা ঃ** পুরুষগণ রুকূর সময় এমনভাবে ঝুঁকিবে যেন পিঠ, মাথা ও নিতম্ব এক বরাবর হইয়া যায়।

৬। **মাসআলা ঃ** রুকূতে পুরুষের উভয় হাত বগল হইতে পৃথক বাখা, রুকূ হইতে দাঁড়াইবার সময় ইমামের "সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ্" বলা, মুক্তাদীর "রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ" বলা এবং একা নামাযীর উভয়টি বলা সুন্নত।

৭। **মাসআলা ঃ** সজ্‌দা অবস্থায় পুরুষের পেট রান হইতে, কনুই বগল হইতে এবং উভয় হাত মাটি হইতে উঠাইয়া রাখা সুন্নত।

৮। **মাসআলা ঃ** প্রথম ও শেষ বৈঠকে পুরুষের ডান পায়ের আঙ্গুলসমূহের উপর ভর দিয়া পা খাড়া রাখিয়া আঙ্গুলগুলি ক্বেবলামুখী করিয়া বাম পা মাটির উপর বিছাইয়া উহার উপর বসা এবং উভয় হাত জানুর উপর এবং আঙ্গুলগুলির অগ্রভাগ হাঁটুর নিকটবর্তী রাখা সুন্নত।

৯। **মাসআলা ঃ** ইমামের উচ্চ আওয়াযে 'সালাম' বলা সুন্নত।

১০। **মাসআলা ঃ** ইমামের সালাম ফিরাইবার সময় সঙ্গে অবস্থানকারী সকল মুক্তাদী পুরুষ, স্ত্রী ও বালক এবং ফেরেশ্‌তাদের প্রতি নিয়্যত করা, আর মুক্তাদী সঙ্গের নামায আদায়কারী, সঙ্গীয় ফেরেশ্‌তা ইমাম ডান দিকে থাকিলে ডান সালামে, বাম দিকে থাকিলে বাম সালামে, আর সোজা থাকিলে উভয় সালামে ইমামের প্রতি নিয়্যত করা সুন্নত।

১১। **মাসআলা ঃ** তকবীরে তাহ্‌রীমা বলার সময় পুরুষের উভয় হাতকে জামার আস্তিন কিংবা চাদর ইত্যাদির ভিতর হইতে বাহির করা সুন্নত, যদি অত্যধিক শীত ইত্যাদির ন্যায় ওযর না থাকে।

নামযের কতিপয় সুন্নত ঃ

[নামাযের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সুন্নত। (১) তকবীরে তাহ্‌ররীমার সময় আঙ্গুলগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় খোলা রাখিয়া উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠান। (স্ত্রীলোকের জন্য কাঁধ পর্যন্ত), (২) তকবীরে তাহ্‌রীমার সময় মাথা না ঝুঁকান, (৩) ইমামের জন্য তকবীর, তাসমী'য় এবং সালাম

আবশ্যক পরিমাণে জোরে বলা, (মোন্‌ফারেদ ও মুক্তাদী শুধু নিজে শুনিতে পারে পরিমাণে চুপে চুপে বলিবে,) (৪) ছানা, (৫) তাআওওয, (৬) তাসমিয়া এবং (৭) আমীন চুপে চুপে বলিবে, (৮) নাভির নীচে হাত বাঁধা, স্ত্রীলোকের জন্য বুকের উপর বাম হাত নীচে রাখিয়া ডান হাত উপরে রাখা, (৯) রুকূতে যাইবার সময় আল্লাহু আকবর এবং (১০) রুকূ হইতে মাথা উঠাইবার সময় 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ্' বলা, (১১) রুকূর মধ্যে তিনবার তাস্‌বীহ্ পড়া অর্থাৎ 'সোবহানা রাব্বিয়াল আযীম বলা, (১২) রুকূর মধ্যে আঙ্গুলগুলি ফাঁক করিয়া উভয় হাত দ্বারা উভয় হাঁটুকে ধরা স্ত্রীলোকগণ হাঁটুর উপর কেবল হাত রাখিবে। (১৩) সজ্‌দায় যাইবার সময় 'আল্লাহু আকবর' বলা (আল্লাহু আকবর এমনভাবে টানিয়া বলিবে যাহাতে সজ্‌দায় পৌঁছিয়া আকবরের রে' [ছাকেন] বলা যায়।) (১৪) সজ্‌দা হইতে মাথা উঠাইবার সময় 'আল্লাহু আকবর' বলা (উপরোক্তরূপে লাম টানিয়া বলিবে যাহাতে দাঁড়াইয়া আকবর বলা যায়)। (১৫) সজ্‌দায় তিনবার তসবীহ পড়া অর্থাৎ 'ছোবহানারাব্বিয়াল আ'লা বলা, (১৬) সজ্‌দার সময় দুই হাত, দুই পা এবং দুই হাঁটু মাটিতে রাখা, (১৭) আত্তাহিয়্যাতু পড়িবার 'সময় পুরুষের জন্য বাম পা বিছাইয়া তাহার উপর বসা, (১৮) দুই সজ্‌দার মাঝখানে কিছু বসা এবং তদবস্থায় দুই হাত উরুর উপর হাঁটুর সংলগ্ন রাখা (১৯) শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়ার পর দুরূদ শরীফ পড়া, (২০) দুরূদের পর দো'আ মাছুরাহ্ পড়িয়া দো'আ করা, (২১) রুকূতে যাইবার সময়, সজ্‌দায় যাইবার সময়, সজ্‌দা হইতে উঠিবার সময় (২২) এবং দো'আয়ে কুনূত আরম্ভ করিবার সময় "আল্লাহু আকবর" বলা (২৩) রুকূ হইতে মাথা উঠাইবার সময় 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ বলা এবং তারপর, (২৪) "রাব্বানা লাকাল হামদ" বলা, (২৫) সালাম ফিরাইবার সময় ডানে বামে মুখ ফিরাইয়া পার্শ্বস্থ নামাযী এবং ফেরেশ্‌তার প্রতি নিয়্যত করিয়া সালাম করা।

মাসআলা ঃ ইমাম নিজে যদি এক্বামত বলে তাহাও জায়েয আছে। এক্বামত বলা শুরু করা মাত্রই সমস্ত মুছল্লী দাঁড়াইয়া যাইবে এবং পায়ের গোড়ালী বরাবর এবং কাঁধ বরাবর কাতার সোজা করিয়া দাঁড়াইবে। অবশ্য ইমামের আসিতে যদি কিছু দেরী থাকে, তবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ইমামের অপেক্ষা করিবে না, ইমাম বাহির হইতে আসিবার সময় যখন যে কাতার অতিক্রম করিবে, তখন সেই কাতার দাঁড়াইবে। ইমাম যদি মেহ্‌রাবের নিকট বসিয়া থাকে, তবে 'হাইয়্যাআলাল ফালাহ্' বলা মাত্র সকলে দাঁড়াইবে আর বসিয়া থাকিবে না। এক্বামত বলা শেষ হওয়া মাত্রই ইমাম নামায শুরু করিবে। শেষ হওয়ার পূর্বে শুরু করিবে না বা শেষ হওয়ার পরও অনর্থক দেরী করিবে না।] —অনুবাদক

কেরাআতের মাসায়েল

[কোরআন পাঠ করাকে কেরাআত বলে]

১। মাসআলা ঃ কোরআন শরীফ ছহীহ্ (শুদ্ধ) করিয়া পড়া ওয়াজিব। অতএব, প্রত্যেক অক্ষর ঠিক ঠিক মত পড়িবে।

হামযা (আলিফ) এবং ع আইনের মধ্যে যে পার্থক্য, ح (বড় হে) এবং ه (ছোট হের) মধ্যে যে পার্থক্য, ذ 'যাল' ز 'যে' ظ যোয়া এবং ض দোয়াদের মধ্যে যে পার্থক্য; د দাল এবং ض দোয়াদের মধ্যে যে পার্থক্য, ج এবং ز যের মধ্যে যে পার্থক্য س সিন ص ছোয়াদ এবং ث ছের মধ্যে যে পার্থক্য, غ গাইয়েন এবং گ গাফের মধ্যে যে পার্থক্য এবং

ق (বড় ক্বাফ) এবং ك (ছোট ক্বাফ)-এর মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা উত্তমরূপে বুঝিয়া শিখিয়া লইবে (এবং তদনুযায়ী হামেশা পাঠ করিবে।) এক অক্ষরের স্থলে অন্য অক্ষর পড়িবে না।

২। **মাসআলা ঃ** যদি কাহারো ظ,ض,ج,ث,ح,غ,ق ইত্যাদি হরফগুলির উচ্চারণ শুদ্ধ না হয়, তবে কোন উপযুক্ত ওস্তাদের নিকট মশ্‌ক্ করিয়া শুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষা করা তাহার উপর ওয়াজিব; সে পুরুষ হউক বা স্ত্রী হউক। যদি শুদ্ধ উচ্চারণ শিখিবার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম না করে, তবে গোনাহ্‌গার হইবে এবং তাহার নামায ছহীহ্ হইবে না। অবশ্য যথেষ্ট পরিশ্রম ও চেষ্টা করা সত্ত্বেও যদি কাহারো জিহ্বায় কোন হরফ ঠিক উচ্চারিত না হয়, তবে আল্লাহ্‌র রহমতে তাহার মা'ফির আশা করা যায়।

৩। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ ع,غ,ق,ض,ث ইত্যাদি হরফগুলি ছহীহ্ করিয়া আদায় করিতে পারে, কিন্তু অলসতা বা অবহেলা বশতঃ ছহীহ্ করিয়া না পড়ে, বরং ح কেও ه এর মত, ع কে-এর মত বা ض কে د এর মত বা ظ এর মত, ث কে س এর মত, غ কে گ এর মত বা ج কে ز এর মত ইত্যাদি পড়ে, তবে তাহার নামায হইবে না এবং সে ভীষণ পাপী হইবে।

৪। **মাসআলা ঃ** প্রথম রাকা'আতে যে সূরা পড়িয়াছে, দ্বিতীয় রাকা'আতে যদি সেই সূরাই পড়ে, তবুও নামায হইয়া যাইবে; কিন্তু অকারণে এরূপ করা ভাল নহে, (মকরূহ তান্‌যীহী।)

৫। **মাসআলা ঃ** কোরআন শরীফে সূরাগুলি যে তরতীব অনুযায়ী লেখা আছে নামাযের মধ্যে সেই তরতীব অনুযায়ী পড়া উচিত। আমপারায় যে তরতীব অনুযায়ী লিখিয়াছে সে তরতীব অনুযায়ী পড়িবে না। সেখানে যে সূরা পরে লিখিয়াছে সেই সূরা আগে পড়িবে এবং যে সূরা আগে লিখিয়াছে সেই সূরা পরে পড়িবে। যথা যদি কেহ প্রথম রাকা'আতে 'কুল্‌ইয়া' পড়ে, তবে দ্বিতীয় রাকা'আতে সূরা-'ইযাজা' সূরা-'কুলহুআল্লাহু' 'সূরা-ফালাক' বা 'সূরা-নাস' পড়িবে, 'আলামতারা বা 'লিঈলাফি' পড়িবে না। কোরআন শরীফ উল্টা তরতীবে পড়া মকরূহ; অবশ্য কদাচিৎ ভুলবশতঃ উল্টা তরতীবে যদি কেহ পড়িয়া ফেলে, তবে মকরূহ হইবে না।

৬। **মাসআলা ঃ** যে সূরা শুরু করা হইয়াছে সেই সূরাই পড়িয়া শেষ করিবে। অকারণে অন্য সূরা শুরু করা (বা কয়েক জায়গা হইতে কয়েক আয়াত এক রাকা'আতে পড়া) মকরূহ।

৭। **মাসআলা ঃ** যে ব্যক্তি নামায জানে না, বা কেবল নূতন মুসলমান হইয়াছে, সে নামাযের মধ্যে সব জায়গায় 'সোবহানাল্লাহ্' ('আল্লাহু আকবর' বা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ') ইত্যাদি পড়িতে থাকিবে। ইহাতেই তাহার ফরয আদায় হইয়া যাইবে এবং নামাযের সূরা, কালাম, দো'আ, দুরূদ, তসবীহ ইত্যাদি শিক্ষা করিতে থাকিবে। যদি এই সব শিখিতে আলস্য বা অবহেলা করে, তবে শক্ত গোনাহ্‌গার হইবে। —বেহেশ্‌তী গওহর ৩১ পৃঃ।

ফরয নামাযের বিভিন্ন মাসায়েল

১। **মাসআলা ঃ** সূরা ফাতেহা যখন পড়া শেষ হয় অর্থাৎ, যখন ولاالضالين পড়া হয়, তখন পাঠক এবং শ্রোতা সকলেই নীরবে (آمين-এর আলিফ টানিয়া।) "আমীন" বলিবে। তারপর ইমাম (বা মোন্‌ফারেদ) অন্য সূরা শুরু করিবে। —মারাকী

২। **মাসআলা ঃ** সফর বা যরূরতের অবস্থায় আলহামদুর পর যে কোন সূরা পড়া যাইতে পারে তাহাতে বাধা নাই। কিন্তু সফর বা যরূরতের হালাত যদি না হয়, তবে ফজরে এবং যোহরে

তেওয়ালে মোফাছ্ছাল, আছরে ও এশায় আওছাতে মোফাছ্ছাল এবং মাগরিবে ক্বেছারে মোফাছ্ছাল পরিমাণ সূরা পড়া সুন্নত। সূরা হুজুরাত হইতে সূরা বুরূজ পর্যন্ত সূরাগুলিকে তেওয়ালে মোফাছ্ছাল, 'সূরা-ত্বারেক' হইতে 'লামইয়াকুন' পর্যন্ত আওছাতে মোফাছ্ছাল এবং 'সূরা-যিলযাল' হইতে 'সূরা-নাস' পর্যন্ত সূরাগুলিকে ক্বেছারে মোফাছ্ছাল বলে। ফজরের প্রথম রাকা'আতে দ্বিতীয় রাকা'আত অপেক্ষা অধিক লম্বা সূরা পাঠ করা উচিত। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য নামাযে প্রথম এবং দ্বিতীয় উভয় রাকা'আত সমান হওয়া উচিত। দুই এক আয়াত বেশী-কম হইলে ধর্তব্য নহে। —আলমগীরী

৩। মাসআলা ঃ রুকূ হইতে মাথা উঠাইয়া পূর্ণরূপে সোজা হইয়া দাঁড়াইবে এবং ইমাম সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ্ বলিলে (তৎপর ইমাম রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ বলিতে পারে) মুক্তাদীগণ শুধু 'রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ' বলিবে কিন্তু মোন্‌ফারেদ উভয় বাক্য বলিবে। তারপর উভয় হাঁটুর উপর হাত রাখিয়া সজ্‌দায় যাইবে। সজ্‌দায় যাইবার সময় তকবীর বলিবে। কিন্তু তকবীর এমনভাবে বলিবে যেন মাথা মাটিতে রাখা মাত্রই তকবীর (اكبر-এর 'রে' বলা) শেষ হইয়া যায়। —আলমগীরী

৪। মাসআলা ঃ সজ্‌দায় প্রথম দুই হাঁটু, তারপর দুই হাত মাটিতে রাখিবে, তারপর নাক, তারপর কপাল রাখিবে, মুখ দুই হাতের মধ্যে রাখা চাই। হাতের অঙ্গুলিগুলি ক্বেবলা রোখ করিয়া মিলাইয়া রাখিবে। উভয় পায়ের অঙ্গুলিগুলি ক্বেবলার দিকে ফিরাইয়া (চাপিয়া মাটির সহিত লাগাইয়া রখিবে,) তাহার উপর ভর করিয়া পায়ের পাতা খাড়া রাখিবে, পেট হাঁটু হইতে এবং বাজু বগল হইতে পৃথক রাখিবে, পেট মাটি হইতে এত পরিমাণ উঁচু (এক হাত পরিমাণ ফাঁক) রাখিবে, যেন একটি ছোট বকরীর বাচ্চা পেটের নীচে দিয়া চলিয়া যাইতে পারে, (ইহা পুরুষদের সজ্‌দার নিয়ম। —আলমগীরী

৫। মাসআলা ঃ ফজর, মাগরিব ও এশার প্রথম দুই রাকা'আতে (এবং তারাবীহ্, ঈদ ও জুমু'আর নামাযে) আলহামদু এবং অন্য সূরা 'ইমাম উচ্চস্বরে পড়িবে এবং সমস্ত নামাযের সমস্ত রাকা'আতে সামিআল্লাহু লিমানহামিদাহ্ এবং সমস্ত তকবীর ইমাম উচ্চ স্বরে বলিবে। মোন্‌ফারেদ ফজর, মাগরিব এবং এশার কেরাআত উচ্চস্বরে বা চুপে চুপে যেরূপ ইচ্ছা পড়িতে পারে, কিন্তু সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্ এবং তকবীরগুলি চুপে চুপে বলিবে। যোহর ও আছরের নামায (এবং মাগরিবের তৃতীয় রাকা'আতে এবং এশার শেষের দুই রাকা'আতে) ইমাম চুপে চুপে কেরাআত পড়িবে, শুধু সামিআল্লাহু লিমান হমিদাহ্ ও তকবীরগুলি ইমাম উচ্চৈঃস্বরে পড়িবে এবং একা নামাযী সবকিছু চুপে চুপে বলিবে। মুক্তাদী কেরাআত পড়িবে না, কিন্তু তকবীর ইত্যাদি চুপে চুপে বলিবে। —দুর্‌রে মুখতার

৬। মাসআলা ঃ সালাম ফিরান হইলে নামায শেষ হইয়া গেল। তারপর উভয় হাত মিলিতভাবে সিনা বরাবর উঠাইয়া আল্লাহ্‌র নিকট নিজের দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গলের জন্য দো'আ করিবে। ইমাম নিজের জন্যও দো'আ করিবে এবং মুক্তাদীর জন্যও করিবে। মুক্তাদীগণ ইমামের সঙ্গে দুই হাত উঠাইয়া নিজ নিজ দো'আ পৃথক পৃথক করিতে থাকিবে। দো'আ শেষ হইলে উভয় হাত চেহরার উপর ফিরাইবে। —তাহ্‌তাবী পৃঃ ১৮৪, ১৮৫

৭। মাসআলা ঃ যে সব নামাযের পর সুন্নত নামায আছে, যথা—যোহর, মাগরিব ও এশা, ইহাদের পর অনেক লম্বা দো'আ পড়িবে না।

কয়েকটি দো'আ মাছুরাহ্ঃ ○ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ حَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَاَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ دَارَ السَّلَامِ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ـ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ ○

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ ○

এই (জাতীয়) ছোট দো'আ করিয়া সুন্নত পড়া শুরু করিবে এবং যে সব নামাযের পর সুন্নত নাই, অর্থাৎ, ফজর এবং আছরের নামাযের সালাম ফিরাইয়া যদি পিছনে কোন মছবুক নামায পড়িতে না থাকে, তবে ইমাম ডান বা বাম দিকে ঘুরিয়া মুক্তাদীর দিকে হইয়া বসিবে এবং নামাযীদের অবস্থা বুঝিয়া দীর্ঘ দো'আও করিতে পারে।

৮। **মাসআলাঃ** প্রত্যেক ফরয নামাযের পর তিনবার—

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ ○

আয়াতুলকুরসী, সূরা এখলাছ, ফালাক ও নাস এক একবার এবং ৩৩ বার سُبْحَانَ اللّٰهِ ৩৩ বার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ৩৪ বার اَللّٰهُ اَكْبَرُ পড়া মোস্তাহাব। যে নামাযের পর সুন্নত আছে, ইহা সুন্নতের পর পড়াই উত্তম। —মারাকী

পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের নামাযের পার্থক্য

পুরুষের এবং স্ত্রীলোকের নামায প্রায় এক রকম, মাত্র কয়েকটি বিষয়ে পার্থক্য আছে। যথাঃ

১। তকবীরে তাহ্রীমার সময় পুরুষ চাদর ইত্যাদি হইতে হাত বাহির করিয়া কান পর্যন্ত উঠাইবে, যদি শীত ইত্যাদির কারণে হাত ভিতরে রাখার প্রয়োজন না হয়। স্ত্রীলোক হাত বাহির করিবে না , কাপড়ের ভিতর রাখিয়াই কাঁধ পর্যন্ত উঠাইবে। —তাহ্তাবী,

২। তকবীরে তাহ্রীমা বলিয়া পুরুষ নাভির নীচে হাত বাঁধিবে। স্ত্রীলোক বুকের উপর (স্তনের উপর) হাত বাঁধিবে। —তাহ্তাবী

৩। পুরুষ হাত বাঁধিবার সময় ডান হাতের বৃদ্ধা ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলী দ্বারা হাল্কা বানাইয়া বাম হাতের কব্জি ধরিবে এবং ডান হাতের অনামিকা, মধ্যমা এবং শাহাদাত অঙ্গুলী বাম হাতের কলাইর উপর বিছাইয়া রাখিবে। আর স্ত্রীলোক শুধু ডান হাতের পাতা বাম হাতের পাতার পিঠের উপর রাখিয়া দিবে, কব্জি বা কলাই ধরিবে না। —দুররুল মুখতার

৪। রুকূ করিবার সময় পুরুষ এমনভাবে ঝুঁকিবে যেন মাথা, পিঠ এবং চুতড় এক বরাবর হয়। স্ত্রীলোক এই পরিমাণ ঝুঁকিবে যাহাতে হাত হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে।

৫। রুকূর সময় পুরুষ হাতের আঙ্গুলগুলি ফাঁক ফাঁক করিয়া হাঁটু ধরিবে। আর স্ত্রীলোক আঙ্গুল বিস্তার করিবে না বরং মিলাইয়া হাত হাঁটুর উপর রাখিবে।

৬। রুকূর অবস্থায় পুরুষ কনুই পাঁজর হইতে ফাঁক রাখিবে। আর স্ত্রীলোক কনুই পাঁজরের সঙ্গে মিলাইয়া রাখিবে। —মারাকী

৭। সজ্দায় পুরুষ পেট উরু হইতে এবং বাজু বগল হইতে পৃথক রাখিবে। পক্ষান্তরে স্ত্রীলোক পেট রানের সঙ্গে এবং বাজু বগলের সঙ্গে মিলাইয়া রাখিবে।

৮। সজ্‌দায় পুরুষ কনুই মাটি হইতে উপরে রাখিবে। পক্ষান্তরে স্ত্রীলোক মাটির সঙ্গে মিলাইয়া রাখিবে। —মারাকী

৯। সজ্‌দার মধ্যে পুরুষ পায়ের আঙ্গুলগুলি ক্বেব্‌লার দিকে মোড়াইয়া রখিয়া তাহার উপর ভর দিয়া পায়ের পাতা দুইখানা খাড়া রাখিবে; পক্ষান্তরে স্ত্রীলোক উভয় পায়ের পাতা ডান দিকে বাহির করিয়া মাটিতে বিছাইয়া রাখিবে। —মারাকী

১০। বসার সময় পুরুষ ডান পায়ের আঙ্গুলগুলি ক্বেব্‌লার দিকে মোড়াইয়া রাখিয়া তাহার উপর ভর দিয়া ডান পায়ের পাতাটি খাড়া রাখিবে এবং বাম পায়ের পাতা বিছাইয়া তাহার উপর বসিবে। আর স্ত্রীলোক পায়ের উপর বসিবে না, বরং চুতড় (নিতম্ব) মাটিতে লাগাইয়া বসিবে এবং উভয় পায়ের পাতা ডান দিকে বাহির করিয়া দিবে; এবং ডান রান বাম রানের উপর এবং ডান নলা বাম নলার উপর রাখিবে। —মারাকী

১১। স্ত্রীলোকের জন্য উচ্চ শব্দে কেরাআত পড়িবার বা তকবীর বলিবারও এজাযত নাই। তাহারা সব সময় সব নামাযের কেরাআত (তকবীর, তাস্‌মী' ও তাহ্‌মীদ —চুপে চুপে পড়িবে।) —শামী

নামায টুটিবার কারণ

১। মাসআলা ঃ নামাযের মধ্যে কথা বলিলে নামায টুটিয়া যায়, ভুলে বলুক বা ইচ্ছা-পূর্বক বলুক।

২। মাসআলা ঃ নামাযের মধ্যে আহ্‌, উহ্‌, হায়! কিংবা ইস্‌! ইত্যাদি বলিলে অথবা উচ্চ স্বরে কাঁদিলে নামায টুটিয়া যায়। অবশ্য যদি কাহারও বেহেশ্‌ত দোযখের কথা মনে উঠিয়া প্রাণ কাঁদিয়া উঠে এবং বে-এখ্‌তিয়ার আওয়ায বাহির হয়, তবে তাহাতে নামায টুটিবে না। —হেদায়া

৩। মাসআলা ঃ কঠিন প্রয়োজন ব্যতীত গলা খাকারিলে এবং গলা ছাফ করিলে যাহাতে এক আধ হরফ সৃষ্টি হয়, নামায টুটিয়া যায়। অবশ্য গলা একেবারে বন্ধ হইয়া আসিলে আওয়ায চাপিয়া আস্তে খাকারিয়া গলা ছাফ করা দুরুস্ত আছে, ইহাতে নামায নষ্ট হইবে না।

৪। মাসআলা ঃ নামাযের মধ্যে হাঁচি দিয়া " আলহাম্‌দু লিল্লাহ্‌" বলিলে নামায টুটিবে না, কিন্তু বলা উচিত নহে। যদি অন্যের হাঁচি শুনিয়া নামাযের মধ্যে "ইয়ারহামুকাল্লাহ্‌" বলে, তবে নামায টুটিয়া যাইবে। —শরহে বেদায়া

৫। মাসআলা ঃ নামাযে কোরআন শরীফ দেখিয়া পড়িলে নামায টুটিয়া যায়।

৬। মাসআলা ঃ নামাযের মধ্যে (মুখ বা চোখ এদিক ওদিক ঘুরান মকরূহ্‌, কিন্তু যদি সীনা ক্বেবলা দিক হইতে ঘুরিয়া যায়, তবে নামায টুটিয়া যাইবে। —তান্‌বীর

৭। মাসআলা ঃ নামাযের মধ্যে অন্যের সালামের জওয়াব দিলে নামায টুটিয়া যাইবে।

৮। মাসআলা ঃ নামাযে থাকিয়া চুল বাঁধিলে নামায টুটিয়া যাইবে। —তান্‌বীর

৯। মাসআলা ঃ নামাযের মধ্যে কিছু খাইলে বা পান করিলে নামায টুটিয়া যাইবে। এমন কি, যদি একটি তিলও বাহির হইতে মুখে লইয়া চিবাইয়া খায়, তবুও নামায টুটিয়া যাইবে। অবশ্য যদি দাঁতের ফাঁকে কোন চিজ আটকাইয়া থাকে এবং তাহা গিলিয়া ফেলে, তবে ঐ জিনিস যদি আকারে (বুটের চেয়ে ছোট) তিল, সরিষা, মুগ, মসুরীর মত হয়, তবে নামায হইয়া যাইবে (কিন্তু এরূপ করিবে না)। যদি ছোলা (বুট) পরিমাণ বা বড় হয়, তবে নামায টুটিয়া যাইবে। —শরহে তান্‌বীর

১০। মাসআলা ঃ নামাযের মধ্যে পান মুখে চাপিয়া রাখিয়াছে, যাহার পিক গলার মধ্যে যাইতেছে, এরূপ অবস্থায় নামায হইবে না। —রদ্দে মোহ্তার

১১। মাসআলা ঃ নামাযের পূর্বে হয়তো কোন মিঠা জিনিস খাইয়া তারপর ভালমত কুল্লি করিয়া নামায শুরু করিয়াছে; নামাযের মধ্যে কিছু মিঠা মিঠা লাগিতেছে এবং থুথুর সহিত গলার মধ্যে যাইতেছে, ইহাতে নামায নষ্ট হইবে না; ছহীহ্ হইবে।

১২। মাসআলা ঃ নামাযের মধ্যে কোন খোশ-খব্রী শুনিয়া যদি 'আল্হামদু লিল্লাহ্' বলে, বা কাহারও মৃত্যুর সংবাদ শুনিয়া 'ইন্না লিল্লাহ' বলে, তবে নামায টুটিয়া যাইবে।

১৩। মাসআলা ঃ নামায পড়িতে শুরু করিয়াছে, এমন সময় একটি ছেলে হয়ত পড়িয়া গেল, তখন 'বিস্মিল্লাহ' বলিল; ইহাতে নামায টুটিয়া যাইবে। —তানবীর

১৪। মাসআলা ঃ কোন একটি স্ত্রীলোক নামায পড়িতেছিল, এমন সময় তাহার শিশু ছেলে আসিয়া স্তন হইতে দুধ পান করা আরম্ভ করিল (বা তাহার স্বামী তাহাকে চুম্বন করিল) এইরূপ হইলে ঐ স্ত্রীলোকের নামায টুটিয়া যাইবে। অবশ্য যদি ছেলে মাত্র দুই এক টান চুষিয়া থাকে এবং দুধ বাহির না হয়, তবে নামায টুটিবে না।

১৫। মাসআলা ঃ আল্লাহু আকবর বলার সময় বদি কেহ 'আল্লাহ্র' 'আলিফ' বা 'আকবরের' আলিফ টানিয়া বলে বা 'আকবরের' বে টানিয়া বলে, তবে নামায হইবে না। —দুররুল মুখতার

১৬। মাসআলা ঃ নামায পড়িবার সময় যদি কোন চিঠির দিকে কিংবা কোন কিতাবের দিকে হঠাৎ নযর পড়ে এবং মনে মনে লিখার মর্ম বুঝে আসে, তবে তাহাতে নামায টুটিবে না। কিন্তু যদি কোন একটি কথা পড়ে, তবে নামায টুটিয়া যাইবে।

১৭। মাসআলা ঃ নামাযীর সম্মুখ দিয়া যদি কেহ হাঁটিয়া যায় কিংবা কুকুব, বিড়াল ইত্যাদি চলিয়া যায়, তবে নামায টুটিবে না। কিন্তু নামাযীর সম্মুখ দিয়া গমনকারী শক্ত গোনহ্গার হইবে। কাজেই এমন স্থানে নামায পড়া উচিত, যেন সম্মুখ দিয়া কেহ যাইতে না পারে, বা চলাচলে কাহারও কষ্ট না হয়। যদি এধরনের কোন জায়গা না থাকে, তবে সম্মুখে একহাত লম্বা ও এক আঙ্গুল পরিমাণ মোটা একটি লাঠি বা কাঠি পুতিয়া রাখিবে এবং ঐ কাঠি সামনে রাখিয়া নামায পড়িবে। কাঠি একেবারে নাক বরাবর পুতিবে না; বরং ডাইন বা বাম চোখ বরাবর পুতিবে। যদি লাঠি বা কাঠি না পুতিয়া ঐ পরিমাণ উচা কোন জিনিস সামনে রাখিয়া নামায পড়ে, তবে উভয় অবস্থায় উহার বাহির দিয়া যাওয়া দুরুস্ত আছে। কোন গোনাহ্ হইবে না। —শরহে তান্বীর

১৮। মাসআলা ঃ প্রয়োজনবশতঃ যদি নামাযের মধ্যেই এক আধ কদম আগে বা পিছে সরিয়া দাঁড়ায়, কিন্তু বুক ক্বেব্লা হইতে না ফিরে, তবে তাহাতে নামায দুরুস্ত হইবে (কিন্তু যদি ছিনা ক্বেব্লা হইতে ঝুঁকিয়া যায় বা সজ্দার জায়গা হইতে বেশী সামনে সরিয়া দাঁড়ায়, তবে নামায হইবে না।) —রদ্দুল মোহ্তার

১৯। মাসআলা ঃ মূর্খতাবশতঃ কোন কোন মেয়েলোকের এরূপ ধারণা আছে যে, মেয়েলোকদের জন্য দাঁড়াইয়া নামায পড়া ফরয নহে। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। ফরয নামায দাঁড়াইয়া পড়া স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের জন্য সমান ফরয।

নামাযে মকরূহ্ এবং নিষিদ্ধ কাজ

১। **মাসআলা ঃ** যাহা করিলে গোনাহ্ হয় এবং নামাযের ছওয়াব কম হয় কিন্তু নামায নষ্ট হয় না, এরূপ কাজকে মকরূহ্ বলে। —রদ্দুল মোহ্তার

২। **মাসআলা ঃ** নামাযের মধ্যে শরীর, কাপড় কিংবা অলংকারাদি নাড়াচাড়া করা (দাড়িতে অনর্থক হাত বুলান বা ধুলা-বালি ঝাড়া) কংকর সরান মকরূহ্। অবশ্য যদি সজ্দার জায়গায় কোন কংকর (বা কাঁটা) থাকে যাহার কারণে সজ্দা করা যায় না, তবে একবার কি দুইবার হাত দিয়া তাহা সরাইয়া দেওয়া জায়েয আছে।

৩। **মাসআলা ঃ** নামাযের মধ্যে আঙ্গুল মটকান, কোমরের উপর হাত রাখিয়া দাঁড়ান, ডানে বামে এদিক-ওদিক মুখ ফিরাইয়া দেখা মকরূহ্। অবশ্য ঘাড় বা মুখ না ফিরাইয়া শুধু চোখের কোণ দিয়া ইমামের বা কাতারের উঠা-বসা দেখিয়া লওয়া দুরুস্ত আছে। কিন্তু নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত এরূপ করাও অনুচিত। —বেদায়া

৪। **মাসআলা ঃ** নামাযের মধ্যে চারজানু হইয়া (আসন গাড়িয়া) বসা, কুকুরের মত বসা, হাঁটু খাড়া করিয়া চুতড় ও হাত মাটিতে রাখিয়া বসা, মেয়েদের উভয় পা খাড়া রাখিয়া বসা (এবং পুরুষদের সজ্দার মধ্যে উভয় হাত বা পা বিছাইয়া রাখা) মকরূহ্। অবশ্য রোগ ব্যাধির কারণে যেভাবে বসার হুকুম আছে, যদি সেইভাবে বসিতে না পারে, তবে যেভাবে পারে সেভাবেই বসিবে, ঐ সময় কোন প্রকার মকরূহ্ হইবে না। —বেদায়া, তানবীর

৫। **মাসআলা ঃ** নামাযের মধ্যে হাত উঠাইয়া ইশারা করিয়া কাহারও সালামের জওয়াব দেওয়া মকরূহ্। মুখে সালামের জওয়াব দিলে নামায টুটিয়া যাইবে।

৬। **মাসআলাঃ** নামাযের মধ্যে ধুলা-বালির ভয়ে কাপড় গুটান বা সামলান মকরূহ্।

৭। **মাসআলা ঃ** যে স্থানে এরূপ আশঙ্কা হয় যে, হয়ত কেহ নামাযের মধ্যে হাসাইয়া দিবে, বা মন এদিক-ওদিক চলিয়া যাইবে, বা লোকের কথা-বার্তায় নামাযে ভুল হইয়া যাইবে, সেরূপ স্থানে নামায পড়া মকরূহ্। —রদ্দুল মোহ্তার

৮। **মাসআলা ঃ** কেহ কথাবার্তা বলিতেছে বা কোন কাজ করিতেছে, তাহার পিঠের দিকে মুখ করিয়া নামায পড়া মকরূহ্ নহে, কিন্তু আশেপাশে অন্য জায়গা থাকিলে এরূপ স্থানে নামায শুরু করা উচিত নহে। কারণ, হয়ত তাহার উঠিয়া যাওয়ার প্রয়োজন হইতে পারে এবং নামাযের কারণে যাইতে না পারায় বিরক্তি বা কষ্ট অনুভব করিতে পারে বা তাহার কোন ক্ষতি হইয়া যাইতে পারে বা হয়ত সে জোরে কথাবার্তা শুরু করিয়া দিতে পারে এবং সে কারণে নামাযে ভুল হইতে পারে। কাহারও মুখের দিকে মুখ করিয়া নামায পড়া মকরূহ্। —আলমগীরী

৯। **মাসআলা ঃ** সামনে কোরআন শরীফ, (বাতি, লণ্ঠন) বা তলওয়ার লটকান থাকিলে তাহাতে নামায পড়া মকরূহ হয় না (অন্ধকার ঘরে নামায পড়া মকরূহ্ নহে।)

১০। **মাসআলা ঃ** তছবীরদার (ছবিওয়ালা) জায়নামায রাখা মকরূহ্ এবং ঘরে তছবীর বা ফটো রাখা কঠিন গোনাহ্ (অবশ্য যদি কোনখানে পাক বিছানায় ছবি থাকে এবং তাহার উপর

নামায পড়ে, তবে নামায হইয়া যাইবে, কিন্তু ছবির উপর সজ্‌দা করিবে না, (পা রাখিবে।) ছবির উপর সজ্‌দা করিলে নামায মকরূহ্ হইবে।

১১। মাসআলা ঃ নামাযীর সামনে বা উপরে অর্থাৎ ছাদ বা বারেন্দায় বা ডানে কি বামে যদি ছবি থাকে, তবে নামায মকরূহ্ হইবে। (পিছনের দিকে ছবি থাকিলেও মকরূহ্ হইবে। কিন্তু কম দরজার মকরূহ্)। পায়ের নীচে ছবি থাকিলে মকরূহ্ হইবে না। ছবি যদি এত ছোট হয় যে, দাঁড়াইলে দেখা যায় না, কিংবা ছবি পূর্ণাঙ্গ নহে বরং মাথা কাটা এবং অস্পষ্ট তবে উহাতে কোন দোষ নাই। উহা যেদিকেই থাকুক নামায মকরূহ্ হইবে না। —শরহে তান্‌বীর

১২। মাসআলা ঃ প্রাণীর ছবিওয়ালা কাপড় পরিয়া নামায পড়া মকরূহ্। —শরহে তান্‌বীর

১৩। মাসআলা ঃ বৃক্ষ-লতা, দালান কোঠা ইত্যাদি অচেতন পদার্থের ছবি হইলে মকরূহ্ নহে। —তান্‌বীর

১৪। মাসআলা ঃ নামাযের মধ্যে আয়াত, সূরা বা তসবীহ্ আঙ্গুলে গণনা করা মকরূহ্। যদি হিসাব শুধু আঙ্গুল টিপিয়া ঠিক রাখে, তবে মকরূহ্ হইবে না। —তান্‌বীর

১৫। মাসআলা ঃ প্রথম রাকা'আত অপেক্ষা দ্বিতীয় রাকা'আত (তিন আয়াত বা ততোধিক পরিমাণ) লম্বা করা মকরূহ্। —তান্‌বীর

১৬। মাসআলা ঃ কোন নামাযের কোন সূরা এমনভাবে নির্দিষ্ট করিয়া লওয়া যে, কখনও সেই সূরা ছাড়া অন্য সূরা পড়িবে না, ইহা মকরূহ্। —তান্‌বীর

১৭। মাসআলা ঃ কাঁধের উপর রুমাল (বা অন্য কোন কাপড়) ঝুলাইয়া রাখিয়া নামায পড়া মকরূহ্। —হেদায়া, তান্‌বীর

১৮। মাসআলা ঃ (ভাল লোকের সমাজে যাইতে লজ্জা বোধ হয় এমন) অত্যন্ত খারাপ ও ময়লা কাপড় পড়িয়া নামায পড়া মকরূহ্। অবশ্য যদি অন্য কাপড় না থাকে, তবে মকরূহ্ হইবে না। (কনুইর উপর আস্তিন গুটাইয়া নামায পড়া মকরূহ্।) —তান্‌বীর

১৯। মাসআলা ঃ টাকা, পয়সা, সিকি, দুয়ানি ইত্যাদি বা অন্য কোন জিনিস মুখের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়া নামায পড়া মকরূহ্। যদি এমন কোন জিনিস হয়, যাহাতে কোরআন পড়া যায় না, তবে নামাযই হইবে না। —তান্‌বীর

২০। মাসআলা ঃ পেশাব পায়খানা (বা বায়ু) চাপিয়া রাখিয়া নামায পড়া মকরূহ্।

—রদ্দুল মোহ্‌তার

২১। মাসআলা ঃ বেশী ক্ষুধার সময় খানা তৈয়ার থাকিলে খানা খাইয়া তারপর নামায পড়িবে, নতুবা (খাইবার চিন্তায়) নামায মকরূহ্ হইয়া যাইবে। অবশ্য যদি নামাযের ওয়াক্ত চলিয়া যাইবার মত হয় বা জমা'আত ছুটিয়া যাইবার ভয় হয়, তবে নামায আগে পড়িয়া লইবে।

—শরহে তান্‌বীর

২২। মাসআলা ঃ চক্ষু বন্ধ করিয়া নামায পড়া ভাল নহে। কিন্তু যদি চক্ষু বন্ধ করিয়া লইলে দিল ঠিক হয়, তবে চক্ষু বন্ধ করিয়া পড়ায় কোন দোষ নাই। —তানবীর

২৩। মাসআলা ঃ (নামাযের মধ্যে মুখ খুলিয়া হাই ছাড়া মকরূহ্।) বিনা যরূরতে থুথু ফেলা বা নাক ঝাড়া মকরূহ্। যদি ঠেকা পড়ে, তবে থুথু বা সিকনি কাপড়ের কোণে লইয়া মুছিয়া ফেলিবে, নামায টুটিবে না। কিন্তু ডান দিকে বা ক্বেব্‌লার দিকে জায়গা থাকিলেও সে দিকে থুথু ফেলিবে না। বাম দিকে থুথু ফেলিয়া দিবে।

২৪। **মাসআলা ঃ** নামাযের মধ্যে (মশা, পিঁপড়া, উকুন বা) ছারপোকায় কামড়াইলে উহাদিগকে মারা ভাল নয়, আস্তে হাত দিয়া তাড়াইয়া দিবে এবং না কামড়াইলে হাত দিয়া তাড়ানও মকরূহ্। (এইসব মারিয়া মসজিদে ফেলা মকরূহ্। যদি কষ্ট দেয়, তবে মারিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিবে।)

২৫। **মাসআলা ঃ** ফরয নামাযে বিনা যরূরতে দেওয়াল, খুঁটি বা অন্য কোন জিনিসের উপর ভর দিয়া দাঁড়ান মকরূহ্। —মুনিয়া

২৬। **মাসআলা ঃ** (কোন কোন লোক এত তাড়াতাড়ি নামায পড়ে যে,) সূরা খতম হইবার দুই এক লফয বাকী থাকিতেই রুকূতে চলিয়া যায় এবং ঐ অবস্থায় সূরা খতম হয়, এইরূপ করা মকরূহ্। —মুনিয়া

২৭। **মাসআলা ঃ** পায়ের জায়গা হইতে সজ্‌দার জায়গা যদি আধ হাত অপেক্ষা উঁচু হয়, তবে নামায দুরুস্ত হইবে না, যদি আধ হাত বা আধ হাতের চেয়ে কম উঁচু হয়, তবে নামায হইয়া যাইবে, কিন্তু বিনা যরূরতে এরূপ করা মকরূহ্। —মুনিয়া

বেহেশ্‌তী গওহার হইতে

১। **মাসআলা ঃ** যে কাপড় যেরূপে পরিধান করার নিয়ম আছে নামাযের মধ্যে তাহার বিপরীতরূপে ব্যবহার করা মকরূহ্। যেমন,—যদি কেহ চাদর বা কম্বল এমনভাবে গায়ে দেয় যে, দুই কাঁধের উপর দিয়া দুই কোণা ঝুলাইয়া দেয়, কোণ ফিরাইয়া কাঁধের উপর ছড়াইয়া না দেয়, তবে তাহা মকরূহ্ হইবে। অবশ্য যদি ডান কোণ বাম কাঁধের উপর উঠাইয়া দেয় এবং বাম কোণ ঝুলান থাকে, তবে মাকরূহ্ হইবে না। যদি কেহ পিরহানের আস্তিনের মধ্যে হাত না ভরিয়া কাঁধের উপর দিয়া ঝুলাইয়া ব্যবহার করে, তবে তাহা মকরূহ্ হইবে। —শামী

২। **মাসআলা ঃ** টুপি বা পাগড়ী ছাড়া খোলা মাথায় নামায পড়া মকরূহ্। অবশ্য যদি কেহ খোদার সামনে আজেযী দেখাইবার উদ্দেশ্যে টুপি বা পাগড়ী ছাড়া খোলা মাথায় নামায পড়ে, তবে তাহা মকরূহ্ হইবে না। —দুর্‌রে মোখ্‌তার

৩। **মাসআলা ঃ** নামাযের মধ্যে টুপি বা পাগড়ী মাথা হইতে পড়িয়া গেলে তৎক্ষণাৎ এক হাত দিয়া তাহা উঠাইয়া মাথায় পরিয়া লওয়াই ভাল। কিন্তু যদি একবারে বা এক হাত দিয়া উঠাইয়া পরিতে না পারে, তবে উঠাইবে না। —দুর্‌রে মোখ্‌তার

৪। **মাসআলা ঃ** পুরুষদের কনুই পর্যন্ত বিছাইয়া দিয়া সজ্‌দা করা মকরূহ্ তাহ্‌রীমী।

৫। **মাসআলা ঃ** সম্পূর্ণ মেহ্‌রাবের ভিতর দাঁড়াইয়া ইমামের নামায পড়ান মকরূহ্ (তান্‌যীহী) অবশ্য পা (মেহ্‌রাবের বাহিরে) রাখিয়া সজ্‌দা মেহ্‌রাবের ভিতরে করিলে মকরূহ্ হইবে না। —শামী

৬। **মাসআলা ঃ** অকারণে শুধু ইমাম এক হাত বা ততোধিক পরিমাণ উঁচু জায়গায় দাঁড়ান মকরূহ্ তান্‌যীহী। যদি ইমামের সঙ্গে আরও দুই তিনজন লোক দাঁড়ায়, তবে মকরূহ্ হইবে না, কিন্তু শুধু একজন হইলে মকরূহ্ হইবে। কেহ কেহ বলেন, এক হাতের চেয়ে কম উঁচু হইলেও যদি সাধারণ দৃষ্টিতে উঁচু দেখা যায়, তবে তাহাও মকরূহ্ হইবে। —দু র্‌রে মোখ্‌তার

৭। **মাসআলা ঃ** যদি সমস্ত মুক্তাদী উপরে এবং ইমাম একা নীচে দাঁড়ায়, তবে তাহা মকরূহ্ হইবে; অবশ্য যদি জায়গার অভাবে এরূপ করে বা ইমামের সঙ্গে কিছু সংখ্যক মুক্তাদীও নীচে দাঁড়ায়, তবে মকরূহ্ হইবে না। —দুর্‌রে মোখ্‌তার

৮। **মাসআলা ঃ** রুকূ, সজ্‌দা ইত্যাদি কোন কাজ ইমামের আগে আগে করা মুক্তাদীদের জন্য মকরূহ্ তাহ্‌রীমী। —আলমগীরী

৯। **মাসআলা ঃ** ইমামের কেরাআত পড়ার সময় মোক্তাদীর দো'আ-কালাম, সূরা-ফাতেহা বা অন্য কোন সূরা পড়া মকরূহ্ তাহ্‌রীমী; (নীরবে ইমামের কেরাআতের দিকে কান রাখা ওয়াজিব।) —দুর্‌রে মোখ্‌তার

১০। **মাসআলা ঃ** আগের কাতারে জায়গা থাকিতে পিছনের কাতারে দাঁড়ান বা একা একা এক কাতারে দাঁড়ান মকরূহ্। অবশ্য যদি আগের কাতারে জায়গা না থাকে তবে একা পিছনের কাতারে দাঁড়াইলে মকরূহ্ হইবে না।

১১। **মাসআলা ঃ** পাগড়ী ছাড়া শুধু টুপি পরিয়া নামায পড়া (বা ইমামত করা) মকরূহ্ নহে, বা টুপী ছাড়া পাগড়ী পরিয়াও নামায পড়া মকরূহ্ নহে। (অবশ্য টুপী ছাড়া পাগড়ী বাঁধিলে যদি মাথার তালু খোলা থাকিয়া যায়, তবে মকরূহ্ হইবে।) —অনুবাদক

জমা'আতের কথা (গওহার)

হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায জমা'আতে পড়া—সুন্নতে মুয়াক্কাদা বা ওয়াজিবের সমপর্যায়ভুক্ত।

১। **মাসআলা ঃ** একজন ইমাম হইয়া এবং অন্যান্য লোক তাঁহার মুক্তাদী হইয়া (অনুসরণ করিয়া) নামায পড়াকে জমা'আতে নামায বলে। লোক অভাবে ইমাম ছাড়া একজন মুক্তাদী হইলেও জমা'আত হইয়া যাইবে।

২। **মাসআলা ঃ** জমা'আত হওয়ার জন্য ফরয নামায হওয়া যরূরী নহে; বরং নফলও যদি দুইজনের একে অপরের অনুসরণ করিয়া পড়ে, তবে জমা'আত হইয়া যাইবে, ইমাম মুক্তাদী উভয়ে নফল পড়ুক বা মুক্তাদী নফল পড়ুক। অবশ্য নফল নামায জমা'আতে পড়ার অভ্যস্ত হওয়া বা তিনজন মুক্তাদীর বেশী হওয়া মকরূহ্।

জমা'আতের ফযীলত ও তাকীদ

জমা'আতের তাকীদ ও ফযীলত সম্বন্ধে বহুসংখ্যক হাদীস আছে। এখানে আমরা মাত্র দুই একটি আয়াত এবং কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করিতেছি। রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা জীবনে কখনও জমা'আত তরক করেন নাই। এমন কি রুগ্ন অবস্থায় যখন নিজে হাঁটিয়া মসজিদে যাইতে অক্ষম হন, তখনও দুইজন লোকের কাঁধে ভর দিয়া মসজিদে গিয়াছেন, তবুও জমা'আত ছাড়েন নাই। জমা'আত তরককারীদের উপর হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভীষণ ক্রোধ হইত। তিনি জমা'আত তরককারীদের অতি কঠোর শাস্তি দিতে চাহিতেন। নিঃসন্দেহে শরীঅতে মুহাম্মাদীতে জমা'আতের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে এবং দেওয়াও সঙ্গত ছিল। নামাযের ন্যায় এবাদতের শান বা মর্যাদা ইহাই চায় যে, যে সব জিনিস দ্বারা উহার পূর্ণতা লাভ হয় তৎপ্রতিও এরূপ উন্নত ধরনের তাকীদ হওয়া উচিত। আমি এখানে

মুফাস্‌সিরীন ও ফোকাহাগণ যে আয়াত দ্বারা জমা'আতে নামায পড়া প্রমাণ করিয়াছেন, উহা লিখিয়া কতিপয় হাদীস বর্ণনা করিতেছি।

আয়াতঃ وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ কোরআনের বহু টীকাকার এই আয়াতের অর্থ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেনঃ "নামায আদায়কারীদের সহিত মিলিয়া নামায আদায় কর।" কেহ কেহ আয়াতের তফ্‌সীর করিয়াছেন, 'মস্তক অবনতকারীদের সহিত মিলিয়া মস্তক অবনত কর' কাজেই জমা'আত ফরয না হইয়া ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

১। **হাদীসঃ** ইব্‌নে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, একাকী নামায পড়ার চেয়ে জমা'আতে নামায পড়িলে সাতাইশ গুণ অধিক ছওয়াব পাওয়া যায়। —বোখারী, মোস্‌লিম।

২। **হাদীসঃ** রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ একাকী নামায পড়া অপেক্ষা দুইজন মিলিয়া নামায পড়া অনেক ভাল। দুইজনের চেয়ে তিনজন মিলিয়া নামায পড়া আরও বেশী ভাল। এইরূপে যতই অধিকসংখ্যক লোক একত্র হইয়া জমা'আত করিয়া নামায পড়িবে, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তত অধিক পছন্দনীয় হইবে। —আবু দাউদ

৩। **হাদীসঃ** আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন, বনী সালমার লোকগণ তাঁহাদের পুরাতন বাড়ী (মসজিদে নববী হইতে দূরে ছিল বলিয়া উহা) পরিত্যাগ করিয়া মসজিদে নববীর নিকটে বাড়ী তৈয়ার করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সংবাদ জানিতে পারিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, "আপনারা যে আপনাদের দূরবর্তী বাড়ী হইতে অধিকসংখ্যক কদম ফেলিয়া (অধিক কষ্ট করিয়া) মসজিদে আসেন ইহার প্রত্যেক কদমে যে ছওয়াব পাওয়া যায়, তাহা কি আপনারা জানেন না? (অতঃপর তাঁহারা তাঁহাদের পুরাতন বাড়ী পরিত্যাগ করিলেন না।) এই হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, মসজিদে যতদূর হইতে (যত কষ্ট করিয়া) আসিবে, ততই অধিক ছওয়াব হইবে। (অবশ্য নিজের মহল্লার মসজিদ থাকিলে সেই মসজিদের হক বেশী। কাজেই যদিও সেখানে জমা'আত না হয়, তবুও সেখানেই আযান এক্বামত বলিয়া নামায পড়িবে। —শামী

৪। **হাদীসঃ** (দশজন মিলিয়া একত্রিত হইয়া কোন কাজ করিতে গেলে অবশ্যই কেহ আগে এবং কেহ কিছু পরে আসে। বিশেষতঃ ঘড়ি, ঘণ্টা না থাকিলে এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। অতএব, যে কেহ আগে আসে তাহার বিরক্ত হওয়া উচিত নহে, ধৈর্য ধারণ করিয়া অন্যান্য সঙ্গী ভাইদের জন্য কিছু অপেক্ষা করা উচিত। নেক কাজে যে যত আগে আসিবে যদিও কাজ শুরু না হয়, তবুও সে অধিক ছওয়াবের অধিকারী হইবে। ধনী মুছল্লীর জন্য হয়ত সকলেই কিছু অপেক্ষা করে, কিন্তু নিয়মিত মুছল্লী হইলে গরীব হইলেও ক্বচিৎ কোন সময় দেরী হইয়া গেলে তাহার জন্য কিছু অপেক্ষা করা এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত। এই সব ছুরতে কেহ আগে আসিয়া বসিয়া থাকিলে সময়টা অপব্যয় হয় না, ইহা শিক্ষা দিবার জন্যই) রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেনঃ 'নামাযের অপেক্ষায় যতটুকু সময় ব্যয় হয়, তাহাও নামাযের হিসাবের মধ্যে গণ্য হয়।'

৫। **হাদীসঃ** একদা এশার জমা'আতে হুযূর (দঃ)-এর আসিতে কিছু দেরী হইয়াছিল। যে সব ছাহাবী জমা'আতের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেনঃ 'অন্যান্য লোক তো নামায পড়িয়া ঘুমাইতেছে, কিন্তু আপনারা

যে জমা'আতের অপেক্ষায় বসিয়া রহিয়াছেন, (আপনাদের সময়টা বেকার যায় নাই,) যতটুকু সময় এই নামাযের অপেক্ষায় আপনাদের ব্যয় হইয়াছে তাহা সবই নামাযের মধ্যে হিসাব হইয়াছে। (অর্থাৎ, এই সময়ে নামায পড়িলে যতখানি ছওয়াব পাওয়া যাইত নামাযের অপেক্ষায় বসিয়া থাকাতেও সেই ছওয়াবই পাইবে।)

৬। হাদীস ঃ রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ যাহারা অন্ধকার রাত্রে জমা'আতে নামায পড়িবার জন্য মসজিদে আসিবে, তাহাদিগকে সুসংবাদ দেওয়া হইতেছে যে, (কিয়ামতের দিন তাহাদিগকে) পূর্ণ আলো প্রদান করা হইবে।' —তিরমিযী

৭। হাদীস ঃ রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি এশার নামায জমা'আতে পড়িবে তাহাকে অর্ধ রাত্রের এবাদতের ছওয়াব দেওয়া হইবে এবং যে এশা ও ফজর দুই ওয়াক্তের নামায জমা'আতে পড়িবে, তাহাকে সম্পূর্ণ রাত্রের এবাদতের ছওয়াব দেওয়া হইবে। —তিরমিযী

৮। হাদীস ঃ একদিন রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহারা জমা'আতে হাযির হয় না তাহাদিকে (তিরস্কারার্থে) বলিয়াছেন ঃ 'আমার ইচ্ছা হয় যে কতকগুলি কাঠ জমা করার হুকুম দেই, তারপর আযান দেওয়ার হুকুম দেই এবং অন্য একজনকে ইমাম বানাইয়া নামায পড়াইবার হুকুম দিয়া আমি মহল্লায় গিয়া দেখি, যাহারা জমা'আতে হাযির হয় নাই, তাহাদের বাড়ী ঘর জ্বালাইয়া দেই।'

৯। হাদীস ঃ অন্য এক দিন ফরমাইয়াছেন ঃ যদি ছোট শিশু ও স্ত্রী লোকদের খেয়াল না হইত, তবে আমি এশার নামাযে মশ্‌গুল হইয়া যাইতাম এবং খাদেমদের হুকুম দিতাম যে, যাহারা জমা'আতে না আসে, যেন তাহাদের মাল-আসবাব এবং তাহাদিগকেসহ তাহাদের ঘর-বাড়ী জ্বালাইয়া দেয়।' —মুসলিম

১০। হাদীস ঃ রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন ঃ 'যে কোন বস্তিতে বা ময়দানে তিনজন মুসলমান থাকিবে, সেখানে যদি তাহারা জমা'আত করিয়া নামায না পড়ে, তবে তাহাদের উপর শয়তানের আমল (অধিকার) জন্মাইয়া দেওয়া হইবে। অতএব, হে আবূদ্‌দর্দা! তুমি জমা'আত ছাড়িও না। দেখ, নেকড়ে বাঘ বকরীর দলের মধ্য হইতে সেই বকরীটাকেই ধরে, যে নিজের দল হইতে পৃথক থাকে; তদ্রূপ শয়তানও সেই মুসলমানের উপর আক্রমণ করে এবং প্রভাব বিস্তার করে, যে ব্যক্তি মুসলমানদের দল ও জমা'আত হইতে পৃথক থাকে।'

১১। হাদীস ঃ রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম ফরমাইয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি আযান শুনিয়া জমা'আতে নামায পড়িবার জন্য না আসিয়া বিনা ওযরে একা একা নামায পড়িবে তাহার নামায (আল্লাহ্‌র নিকট পছন্দনীয়) কবূল হইবে না। (অবশ্য একা একা পড়িলেও ফরয আদায় হইয়া যাইবে এবং আইনের শাস্তি হইতে রেহাই পাইবে বটে।), ছাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ 'হুযূর, ওযর কি? বলিলেন ঃ '(শত্রু বা বাঘের আক্রমণের) ভয় বা রোগ।'

১২। হাদীস ঃ মেহ্‌যন রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ এক দিন আমি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম; এমন সময় আযান হইল এবং রসূলুল্লাহ্ (দঃ) নামায পড়িতে লাগিলেন। আমি পৃথক গিয়া বসিয়া রহিলাম। নামায সমাপনান্তে হযরত (দঃ) আমাকে (তিরস্কার করিয়া) বলিতে লাগিলেন ঃ 'হে মেহ্‌যন! তুমি জমা'আতে নামায পড়িলে না কেন? তুম কি মুসলমান নও?' আমি আরয করিলাম, 'হুযূর, আমি ত মুসলমান বটে; কিন্তু আমি একা একা বাড়ীতে নামায

পড়িলাম, (তাই জমা'আতে শরীক হই নাই।') রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ফরমাইলেনঃ '(এরূপ করা উচিত হয় নাই,) যদি কখনও বাড়ীতে (কোন কারণবশতঃ) নামায পড় এবং তারপর মসজিদে আসিয়া দেখ যে, জমা'আত হইতেছে, তবে পুনরায় জমা'আতে শরীক হইয়া নামায পড়িবে (তবুও জমা'আত ছাড়িবে না!)' এই হাদীসে জমা'আতের কত তাকীদ দেখা যায়! জমা'আতে শরীক না হওয়ায় রসূলুল্লাহ্ (দঃ) স্বীয় প্রিয় ছাহাবীকে মুসলমান হইতে খারিজ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। এই কয়েকটি হাদীস নমুনা স্বরূপ উদ্ধৃত করা হইল। এখন রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর প্রিয় ছাহাবীগণের কয়েকটি বাণী উদ্ধৃত করিতেছি। যদ্দ্বারা বুঝা যাইবে যে, ছাহাবিগণ জমা'আতের কতদূর যত্ন লইতেন। কেনই বা লইবেন না? তাঁহারাই ত প্রকৃত প্রস্তাবে রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর ছাঁচে গড়া মানুষ এবং রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সুন্নতের তাবেদারীর জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন।

১। **আছারঃ** (ছাহাবী বা তাবেয়ীর বাণীকে আছার বলে।) আছওয়াদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ আমরা একদিন উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হার দরবারে উপস্থিত ছিলাম। কথায় কথায় নামাযের পাবন্দী, তাকীদ এবং ফযীলত সম্বন্ধে আলোচনা হইতে লাগিল। প্রমাণ স্বরূপ হযরত আয়েশা (রাঃ) রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর অন্তিমকালের পীড়ার ঘটনা বর্ণনা করিলেন যে, একদিন নামাযের ওয়াক্ত হইলে আযান দেওয়া হইল। তখন রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাদের বলিলেনঃ (আমি ত যাইতে অক্ষম) সংবাদ দাও, আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) নামায পড়াইয়া দেউক।' আমরা আরয করিলামঃ হুযূর! অবুবকর (রাঃ) অতি নরম-দেল মানুষ, আপনার স্থানে দাঁড়াইলে (কাঁদিয়া) অস্থির ও অক্ষম হইয়া যাইবেন, নামায পড়াইতে আসিবেন না। কতক্ষণ পর (রোগের কারণে বেহুঁশের মত হইয়া গিয়াছিলেন, হুঁশ আসিলে) তিনি আবার ঐরূপ বলিলেনঃ আমরাও পূর্বের ন্যায়—আরয করিলাম। তখন হযরত (দঃ) বলিতে লাগিলেনঃ তোমরা তো আমার সঙ্গে ঐরূপ (চাতুরীর) কথা বলিতেছ; যে-রূপ ইউসুফ আলাইহিস্‌সালামের সঙ্গে মিশরীয় রমণীরা বলিয়াছিল। বলিয়া দাও, আবুবকর নামায পড়াক। যাহা হউক, অতঃপর আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) (সংবাদ দেওয়ার পর) নামায পড়াইবার জন্য অগ্রসর হইলেন। ইত্যবসরে রসূলুল্লাহ্ (দঃ) কিছু ভাল বোধ করিতে লাগিলেন। তখন তিনি দুইজন লোকের কাঁধের উপর ভর দিয়া জমা'আতের জন্য মস্‌জিদে চলিলেন। আমার চক্ষে এখনও সেই দৃশ্য যেন ভাসিতেছে যে, রসূল (দঃ)-এর কদম মোবারক মাটিতে হেঁচ্‌ড়াইয়া হেঁচ্‌ড়াইয়া যাইতেছিল। শরীর এত দুর্বল ছিল যে, পা উঠাইবার শক্তিও ছিল না। (তবুও জমা'আত তরক করা পছন্দ করেন নাই।) ওদিকে আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) নামায শুরু করিয়াছিলেন, হযরতকে দেখিয়া তিনি পিছে সরিয়া যাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু হযরত নিষেধ করিলেন এবং তাঁহার দ্বারাই নামায পড়াইলেন। —বোখারী

২। **আছারঃ** হযরত ওমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু এক দিন ফজরের নামাযে সোলায়মান-ইবনে আবি হাছমাকে না পাইয়া তাঁহার বাড়ী পর্যন্ত (তদন্তের জন্য) গিয়াছিলেন। তাঁহার মায়ের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—সোলায়মানকে তো নামাযে দেখি নাই। তিনি বলিলেনঃ সোলায়মান আজ সারা রাত নামায পড়িয়াছিল, তাই ঐ সময় তাহার ঘুম আসিয়াছিল। এই উত্তর শ্রবণে হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেনঃ 'সমস্ত রাত জাগিয়া এবাদত করা অপেক্ষা ফজরের নামায জমা'আতে পড়া আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়।' —মোয়াত্তায়ে মালেক

৩। **আছারঃ** হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে-মসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু (তাঁহার সময়কার অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে) বলেন, আমি যথাযথ পরীক্ষার পর জানিতে পারিয়াছি যে, জমা'আত তরক অন্য কেহই

করে না শুধু সেই মোনাফেক ব্যতীত, যাহার মোনাফেকী প্রকাশ্য হইয়া গিয়াছে এবং পীড়িত লোক ব্যতীত; কিন্তু পীড়িত লোকেরাও তো দুই দুইজন লোকের কাঁধের উপর ভর দিয়া জমা'আতে হাযির হইত। নিশ্চয় জানিও, রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের হেদায়ত এবং সত্যের রাস্তাসমূহ বাতাইয়া গিয়াছেন। যতগুলি হেদায়তের রাস্তা তিনি বাতাইয়া গিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে প্রধান একটি এই যে, আযান ও জমা'আতের স্থান মসজিদ, তথায় গিয়া সমস্ত মুসলমানদের পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িতে হইবে। অন্য এক রেওয়ায়তে আছে, কাল কিয়ামতের দিন যে আল্লাহ্র সামনে মুসলমানরূপে হাযির হইতে বাসনা রাখে তাহারা পাঁচ ওয়াক্ত নামায পাবন্দীর সহিত মসজিদে জমা'আতের সঙ্গে পড়া উচিত। নিশ্চয় জানিও, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের নবীর দ্বারা তোমাদিগকে হেদায়তের সমস্ত রাস্তা উত্তমরূপে শিক্ষা দিয়াছেন। এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযও সেই সমস্ত হেদায়তের রাস্তাসমূহের মধ্যে একটি প্রধান রাস্তা। অতএব, যদি তোমরা মোনাফেকদের মত ঘরে বসিয়া নামায পড়, তবে নবীর তরীকা ছুটিয়া যাইবে এবং যদি নবীর তরীকা ছাড়িয়া দাও, তবে নিশ্চয়ই তোমরা পথভ্রষ্ট (এবং ধ্বংস) হইয়া যাইবে। যে ব্যক্তি ভালরূপে ওযূ করিয়া মসজিদে যাইবে তাহার প্রতি কদমে একটি নেকী মিলিবে, একটি মর্তবা বাড়িবে এবং একটি ছগীরা গোনাহ্ মাফ হইবে। আমরা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, যাহারা মোনাফেক শুধু তাহারাই জমা'আতে যায় না। আমাদের লোকদের (ছাহাবাদের) অবস্থা তো এইরূপ ছিল যে, রুগ্ন ব্যক্তিকেও দুইজন লোকে কাঁধে করিয়া আনিয়া জমা'আতে দাঁড় করাইয়া দিত।

৪। **আছারঃ** একবার একজন লোক আযানের পর নামায না পড়িয়াই মসজিদ হইতে বাহির হইয়া গেল। ইহা দেখিয়া হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিলেন, এই ব্যক্তি আবুল কাসেমের (দঃ) নাফরমানী করিল এবং তাঁহার পবিত্র আদেশ অমান্য করিল। (দেখুন হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) জমা'আত তরককারীদের কি বলিলেন। এখনও কি কোন মুসলমানের জমা'আত তরক করার সাহস হইতে পারে? কোন ঈমানদার কি হুযূরের নাফরমানী করিতে পারে?) —মুসলিম

৫। **আছারঃ** হযরত উম্মে দরদা (রাঃ) বলেন, এক দিন আবুদ্দরদা (রাঃ) অত্যন্ত ক্রোধান্বিত অবস্থায় আমার নিকট আসিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার ক্রোধের কারণ কি? তিনি জবাবে বলিলেন, খোদার কসম! রসূলুল্লাহ্র উম্মতের মধ্যে জমা'আতে নামায পড়া ব্যতীত আর কিছুই দেখিতেছি না; কিন্তু লোকেরা উহাও ছাড়িয়া দিতেছে।

৬। **আছারঃ** বহুসংখ্যক ছাহাবী হইতে রেওয়ায়ত আছে, আযান শুনিয়া যে ব্যক্তি জমা'আতে উপস্থিত না হইবে, তাহার নামায হইবে না! অর্থাৎ, বিনা ওযরে জমা'আত তরক করা জায়েয নহে।

৭। **আছারঃ** মোজাহেদ (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এক ব্যক্তি সারাদিন রোযা রাখে এবং সারারাত্রি নামায পড়ে, কিন্তু জুমু'আ এবং জমা'আতে হাযির হয় না। তাহার সম্বন্ধে আপনি কি বলেন? তিনি উত্তর করিলেন, সে দোযখে যাইবে। —তিরমিযী

৮। **আছারঃ** প্রাচীনকালে দস্তুর ছিল—যদি কাহারও জমা'আত ছুটিয়া যাইত, সে এত পেরেশান হইত যে, লোকেরা সাত দিন পর্যন্ত তাহার জন্য সমবেদনা ও আক্ষেপ করিত। —এহ্ইয়াউলউলুম

জমা'আত সম্বন্ধে ইমামগণের ফৎওয়া

১। ইমাম আহ্মদ ইবনে হাম্বলের কোন কোন অনুসারীর মতে নামায ছহীহ্ হওয়ার জন্য জমা'আত শর্ত। জমা'আত ব্যতীত নামায হইবে না।

২। ইমাম আহ্মদ ইবনে হাম্বলের মাযহাবে জমা'আত ফরযে আইন, যদিও নামায ছহীহ্ হওয়ার জন্য শর্ত নহে।

৩। ইমাম শাফেয়ীর মাযহাবে কোন কোন অনুসারীর মতে জমা'আত ফরযে কেফায়া। হানাফী মাযহাবের বড় একজন ফকীহ্ ও মোহাদ্দিস ইমাম তাহাবীরও এই মত।

৪। হানাফী মাযহাবের অধিকাংশ বিজ্ঞ ফকীহ্দের নিকট জমা'আত ওয়াজিব, মোহাক্কেক ইবনে হুমাম, হালাবী ও ছাহেবে বাহরোররায়েক প্রমুখ বড় বড় ফকীহ্গণেরও এই মত।

৫। অনেক হানাফী ফকীহ্দের মতে জমা'আত সুন্নতে মোয়াক্কাদা। প্রকৃত প্রস্তাবে এই দুই মতের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। (কেননা, যে ওয়াজিব রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সুন্নত দ্বারাপ্রমাণিত হইয়াছে, উহাকে কেহ কেহ সুন্নতে মোয়াক্কাদা বলিয়াছেন।)

৬। হানাফী ফোকাহাদের মত এই যে, যদি কোন বস্তির লোক জমা'আত তরক করে, তবে প্রথমে তাহাদিগকে বুঝাইতে হইবে। যদি বুঝাইলেও না মানে, তবে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করা বৈধ।

৭। ক্বিনিয়া প্রভৃতি ফেকাহ্র কিতাবে আছে, যদি কেহ বিনা ওযরে জমা'আত তরক করে, তবে তাহাকে শাস্তি দেওয়া তৎকালীন বাদশাহ্র উপর ওয়াজিব। আর যদি তাহার প্রতিবেশীরা তাহার এই পাপ কাজ হইতে ফিরাইয়া রাখার জন্য কিছু না বলে, তবে তাহারাও গোনাহ্গার হইবে।

৮। আযান শুনিয়া মসজিদে যাইবার জন্য এক্বামত শুনিবার ইন্তেযার করিলে গোনাহ্-গার হইবে।

৯। ইমাম মোহাম্মদ (রঃ) হইতে রেওয়ায়ত আছে, জুমু'আর এবং জমা'আতের জন্য দ্রুতগতিতে হাঁটা জায়েয আছে—যদি বেশী কষ্ট না হয়।

১০। জমা'আত তরককারী নিশ্চয়ই গোনাহ্গার (ফাছেক)। তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে না, যদি বিনা ওযরে আলস্য করিয়া জমা'আত তরক করে।।

১১। যদি কেহ দিবারাত্র দ্বীনি এল্ম শিক্ষায় ও শিক্ষাদানে মশ্গুল থাকে এবং জমা'আতে হাযির না হয়, তবে সেও গোনাহ্ হইতে রেহাই পাইবে না এবং তাহার সাক্ষ্য কবূল হইবে না।

জমা'আত ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ

১। পুরুষ হওয়া; স্ত্রীলোকের উপর জমা'আত ওয়াজিব নহে।

২। বালেগ হওয়া; নাবালেগের উপর জমা'আত ওয়াজিব নহে।

৩। আযাদ হওয়া; ক্রীতদাসের উপর জমা'আত ওয়াজিব নহে।

৪। যাবতীয় ওযর হইতে মুক্ত হওয়া; মা'যূরের উপর জমা'আত ওয়াজিব নহে; কিন্তু ইহাদের জমা'আতে নামায পড়া আফযাল। কারণ, জমা'আতে না পড়িলে জমা'আতের ছওয়াব হইতে মাহ্রূম থাকিবে।

জমা'আত তরক করার ওযর ১৪টি

১। গুপ্তাঙ্গ (নাভি হইতে হাঁটু পর্যন্ত) ঢাকিবার পরিমাণ কাপড় না থাকিলে।

২। মসজিদের পথে যদি এমন কাদা থাকে যে, চলিতে কষ্ট হয়। কিন্তু ইমাম আবু ইউছুফ (রঃ) ইমাম আবূ হানিফা (রঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, রাস্তায় কাদা পানি থাকিলে (জমা'আতে যাওয়া) সম্বন্ধে আপনার কি মত? ইমাম ছাহেব বলিলেন, জমা'আত তরক করা আমার পছন্দ হয় না।

৩। মুষলধারে বৃষ্টি বা প্রচণ্ড ঝড়তুফান হইতে থাকিলে, যদিও এমতাবস্থায় জমা'আতে হাজির না হওয়া জায়েয আছে; কিন্তু ইমাম মোহাম্মদ (রঃ) বলেন, এরূপ অবস্থায়ও জমা'আতে হাযির হওয়া উত্তম।

৪। প্রচণ্ড শীতের কারণে বাহিরে বা মসজিদে গেলে যদি প্রাণের ভয় থাকে কিংবা রোগীর রোগ বৃদ্ধির আশংকা থাকে, তবে জমা'আত তরক করা জায়েয আছে।

৫। মসজিদে গেলে যদি মাল সামান চুরির আশংকা থাকে।

৬। মসজিদের সম্মুখে শত্রুর সম্মুখীন হওয়ার আশংকা থাকিলে।

৭। মসজিদে যাওয়ার পথে করযদাতা কর্তৃক উৎপীড়িত হওয়ার আশংকা থাকিলে। অবশ্য পরিশোধের সামর্থ্য না থাকিলে এই হুকুম। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি ঋণ শোধ না করে, তবে যালিম হইবে। তাহার জমা'আত তরক করা জায়েয নাই।

৮। অন্ধকার রাত্রে পথ দেখা না গেলে। কিন্তু আলোর ব্যবস্থা থাকিলে জমা'আত তরক করা জায়েয নহে।

৯। অন্ধকার রাত্রে প্রচণ্ড ধূলি ঝড় প্রবাহিত হইলে।

১০। পীড়িত ব্যক্তির সেবায় রত ব্যক্তি জমা'আতে গেলে যদি রোগী কষ্ট বা ভয় পায়, তবে জমা'আত তরক করিতে পারে।

১১। খানা প্রস্তুত হইয়াছে কিংবা হইতেছে, আবার ক্ষুধা এত বেশী যে, খানা না খাইয়া নামাযে দাঁড়াইলে কিছুতেই নামাযে মন বসিবে না, এমতাবস্থায় জমা'আত তরক করা জায়েয আছে।

১২। পেশাব পায়খানার খুব বেশী বেগ হইলে।

১৩। সফরে রওয়ানা হইবার সময় হইয়াছে, এখন জমা'আতে নামায পড়িতে গেলে দেরী হইয়া যাইবে এবং কাফেলার সঙ্গীরা চলিয়া যাইবার আশংকা হইলে জমা'আত তরক করা জায়েয আছে। রেল গাড়ীতে ভ্রমণের মাসআলা ইহার সহিত তুলনা করা যায়, তবে পার্থক্য এইটুকু যে, এক কাফেলার পর অন্য কাফেলা পাইতে অনেক দেরী হয়। আর রেলগাড়ী দৈনিক কয়েকবার পাওয়া যায়। অবশ্য ইহাতে ক্ষতির পরিমাণ বেশী হইলে জমা'আত তরকে দোষ নাই। আমাদের শরীঅতে অসুবিধা ভোগ করিতে বলা হয় নাই।

১৪। রোগের কারণে চলাফেরা করিতে পারে না এমন ব্যক্তি কিংবা অন্ধ, খোঁড়া বা পা-কাটা লোকের জমা'আত মা'ফ। অন্ধ ব্যক্তি যদি অনায়াসে মসজিদে পৌঁছিতে পারে, তবে তাহার জমা'আত তরক করা উচিত নহে।

জমা'আতে (নামায পড়ার) হেকমত ও উপকারিতা

জমা'আতে নামায পড়ার হেকমত সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় ওলামাগণ অনেকে অনেক কিছু আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু হযরত শাহ্ ওলিউল্লাহ্ (রঃ) মুহাদ্দিসে দেহ্‌লভীর সার্বিক ও সূক্ষ্ম তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অন্য কোনটি আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। শাহ্ ছাহেবের পবিত্র ভাষায় ঐগুলি শুনিতে পারিলে পাঠকবৃন্দ পূর্ণরূপে স্বাদ গ্রহণ করিতে পারিতেন। সংক্ষেপে আমি এখানে শাহ্ ছাহেবের বর্ণনার সারমর্ম লিখিতেছিঃ

১। ইহাই একমাত্র উত্তম পন্থা যে, কোন এবাদতকে মুসলিম সমাজে এমনভাবে প্রথায় প্রচলিত করিয়া দেওয়া, যেন উহা একটি অত্যাবশ্যকীয় হিতকর এবাদতে পরিগণিত হয় এবং পরে উহা বর্জন করা চিরাচরিত অভ্যাস বর্জন করার ন্যায় দুষ্কর ও দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে।

ইসলামে একমাত্র নামাযই সর্বাধিক শানদার এবং গুরুত্বপূর্ণ এবাদত। কাজেই নামাযকে অত্যধিক গুরুত্ব ও যত্ন সহকারে বিশেষ ব্যবস্থাপনার সহিত আদায় করিতে হইবে। ইহা একমাত্র জমা'আতে নামায পড়ার মাধ্যমেই সম্ভব।

২। সমাজে বিভিন্ন প্রকারের লোক থাকে। জাহেলও থাকে আলেমও থাকে। সুতরাং ইহা খুবই যুক্তিযুক্ত যে, সকলে একস্থানে মিলিত হইয়া পরস্পরের সম্মুখে এই এবাদতকে আদায় করে। কাহারো কোন ভুল ভ্রান্তি হইলে অন্যে তাহা সংশোধন করিয়া দিবে। যেন আল্লাহ্ তা'আলার এবাদত একটি অলংকার বিশেষ। যেমন যাহারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া দেখে, তাহারা উহাতে দোষ থাকিলে বলিয়া দেয়, আর যাহা ভাল হয় তাহা পছন্দ করে। নামাযকে পূর্ণাঙ্গ করিবার ইচ্ছা একটি উত্তম পন্থা।

৩। যাহারা বে-নামাযী তাহাদের অবস্থাও প্রকাশ হইয়া পড়িবে। ইহাতে তাহাদের ওয়ায নছীহতের সুযোগ হইবে।

৪। কতিপয় মুসলমান মিলিতভাবে আল্লাহ্‌র এবাদত করা এবং তাঁহার নিকট দো'আ প্রার্থনা করার মধ্যে আল্লাহ্‌র রহ্‌মত নাযিল হওয়ার ও দো'আ কবূল হওয়ার একটি আশ্চর্য-জনক বিশেষত্ব।

৫। এই উম্মত দ্বারা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য হইল তাঁহার বাণীকে সমুন্নত করা এবং কুফরকে অধঃপাতিত করা—ভূপৃষ্ঠে কোন ধর্ম যেন ইসলামের উপর প্রবল না থাকে। ইহা তখনই সম্ভব হইতে পারে, যখন এই নিয়ম নির্ধারিত হইবে যে, সাধারণ ও বিশিষ্ট মুকীম মুসাফির, ছোট বড় সকল মুসলমান নিজেদের কোন বড় ও প্রসিদ্ধ এবাদতের জন্য এক স্থানে সমবেত (একত্রিত) হইবে এবং ইসলামের শান শওকত প্রকাশ করিবে। এই সমস্ত যুক্তিতে শরীঅতের পূর্ণ দৃষ্টি জমা'আতের দিকে নিবদ্ধ হইয়াছে এবং উহার প্রতি উৎসাহিত করা হইয়াছে এবং জমা'আত ত্যাগ করিতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হইয়াছে।

৬। জমা'আতে এই উপকারিতাও রহিয়াছে যে, সকল মুসলমান একে অপরের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হইতে থাকিবে। একে অপরের ব্যথা বেদনায় শরীক হইতে পারিবে, যদ্দ্বারা ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব

এবং ঈমানী ভালবাসার পূর্ণ বিকাশ ও উহার দৃঢ়তা সাধিত হইবে। ইহা শরীঅতের একটি মহান উদ্দেশ্যও বটে। কোরআন মজীদ ও হাদীস শরীফের বিভিন্ন স্থানে ইহার তাকীদ ও ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে।

অতীব দুঃখের বিষয় যে, আমাদের এযুগে জমা'আত তরক করা একটি সাধারণ অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে। জাহেলদের তো কথাই নাই, অনেক আলেমও এই গর্হিত কাজে লিপ্ত দেখা যায়। পরিতাপের বিষয়, ইহারা হাদীস পড়ে এবং অর্থ বুঝে, অথচ—জমা'আতে নামায পড়ার কঠোর তাকীদগুলি তাহাদের প্রস্তর হইতেও কঠিন হৃদয়ে কোন ক্রিয়া করিতেছে না। কিয়ামতে মহাবিচারকের সামনে যখন নামাযের মোকদ্দমা পেশ করা হইবে এবং উহা অনাদায়কারী বা অপূর্ণ আদায়কারীদিগকে জিজ্ঞাসা শুরু হইবে, তখন ইহারা কি জবাব দিবে?

জমা'আত ছহীহ্ হইবার শর্তসমূহ

ইমামের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অনুসরণ করিয়া নামায পড়ার এরাদা করাকে "এক্তেদা করা" বলে।

১ম শর্তঃ ইমাম মুসলমান হওয়া চাই। ইমামের যদি ঈমান না থাকে, তবে নামায ছহীহ্ হইবে না।

২য় শর্তঃ ইমাম বোধমান হওয়া। নাবালেগ, উন্মাদ বা বেহুঁশ ব্যক্তির পিছনে এক্তেদা ছহীহ্ হইবে না।

৩য় শর্তঃ মুক্তাদী নামাযের নিয়্যতের সঙ্গে সঙ্গে ইমামের এক্তেদার নিয়্যত করা। অর্থাৎ মনে মনে এই নিয়্যত করা যে, আমি এই ইমামের পিছনে অমুক নামায পড়িতেছি।

৪র্থ শর্তঃ ইমাম এবং মুক্তাদী উভয়ের স্থান একই হওয়া। যদি ছোট মসজিদের বা ছোট ঘরে ইমাম হইতে দুই কাতার অপেক্ষাও কিছু দূরে মুক্তাদী দাঁড়ায়, তবুও এক্তেদা ছহীহ্ হইবে, কেননা স্থান একই আছে। কিন্তু অতি প্রকাণ্ড মসজিদ, ঘর বা ময়দানের মধ্যে ইমাম এবং মুক্তাদীর মধ্যে দুই কাতার পরিমাণ ব্যবধান হইলেও এক্তেদা ছহীহ্ হইবে না। যদি ইমাম এবং মুক্তাদীর মধ্যে এমন একটি খাল থাকে যাহাতে নৌকা চলিতে পারে বা এমন একটি রাস্তা থাকে যাহাতে গরুর গাড়ী চলিতে পারে, তবে এক্তেদা ছহীহ্ হইবে না, কিন্তু যদি ঐ খাল বা রাস্তা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং খালের মধ্যে নৌকা রাখিয়া তাহার উপর খাড়া হয় এবং রাস্তার মধ্যেও কাতার দেওয়া হয়, তবে এক্তেদা ছহীহ্ হইবে, কেননা কাতার থাকায় দুই পাড় মিলিয়া একই স্থান ধরা হইবে। যদি খাল ও রাস্তা অতি সরু হয়, তবুও এক্তেদা ছহীহ্ হইবে।

এক্তেদা ছহীহ্ হওয়ার শর্ত

১। মাসআলাঃ যদি মুক্তাদী মসজিদের ছাদের উপর দাঁড়ায় এবং ইমাম মসজিদের ভিতরে থাকে, তবে এক্তেদা দুরুস্ত আছে। কেননা, মসজিদের ছাদ মসজিদের শামিল। কাজেই উভয় স্থানকে একই বুঝিতে হইবে। এরূপ যদি কোন দালানের ছাদ মসজিদের সংলগ্ন হয় এবং মাঝখানে কোন আড় না থাকে, তবে উহা এবং মসজিদ একই স্থান বুঝিতে হইবে। উহার উপর দাঁড়াইয়া মসজিদের ভিতরের ইমামের এক্তেদা করা দুরুস্ত আছে।

২। **মাসআলা ঃ** যদি মসজিদ খুব বড় হয় বা ঘর খুব বড় হয় কিংবা মাঠ হয় এবং ইমাম ও মুক্তাদীর মধ্যে দুই কাতার পরিমাণ জায়গা খালি থাকে, তবে ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ের স্থান পৃথক বুঝিতে হইবে এবং এক্তেদা ছহীহ্ হইবে না।

৩। **মাসআলা ঃ** যদি ইমাম ও মুক্তাদীর মধ্যে কোন খাল থাকে যাহাতে নৌকা ইত্যাদি চলিতে পারে, অথবা এত বড় হাউজ রহিয়াছে, যাহাতে সামান্য নাজাছত পড়িলে শরীঅত মতে উহা পাক, কিংবা সাধারণের চলাচলের পথ আছে, যাহাতে গরুর গাড়ী ইত্যাদি চলিতে পারে এবং মাঝখানে কোন কাতার না থাকে, তবে উভয় স্থানকে এক ধরা যাইবে না; কাজেই এক্তেদা দুরুস্ত হইবে না। অবশ্য যদি খুব ছোট নালা মাঝখানে থাকে যাহা একটি সংকীর্ণ রাস্তার সমান নহে। (যে পথ দিয়া একটি উট চলিতে পারে উহাকে সংকীর্ণ রাস্তা ধরা হয়) উহা এক্তেদার প্রতিবন্ধক নহে; এক্তেদা দুরুস্ত হইবে।

৪। **মাসআলা ঃ** দুই কাতারের মাঝখানে যদি উক্তরূপ কোন খাল কিংবা পথ থাকে, যাহারা খাল বা পথের অপর পাড়ে আছে তাহাদের ঐ কাতারের এক্তেদা দুরুস্ত হইবে না।

৫। **মাসআলা ঃ** একজন ঘোড়ার উপর এবং একজন মাটিতে আছে বা একজন এক ঘোড়ায় আছে অন্য জন অন্য ঘোড়ার উপর আছে, ইহাদের এক্তেদা ছহীহ্ হইবে না; কেননা, ইহাদের স্থান এক নহে। একজন এক নৌকায় এবং অন্যজন অন্য নৌকায় আছে ইহাদের এক্তেদাও ছহীহ্ হইবে না। অবশ্য যদি (দুই নৌকা একত্রে রশি দিয়া বাঁধিয়া লয় বা) একই ঘোড়ার উপর দুইজন হয়, তবে এক্তেদা ছহীহ্ হইবে।

৫ম শর্ত ঃ ইমাম ও মুক্তাদীর নামায এক হওয়া চাই, তবে এক্তেদা ছহীহ্ হইবে নতুবা নয়। যদি ইমাম যোহরের ক্বাযা পড়ে মুক্তাদী তাহার পিছে আছরের বা ইমাম গতকল্যের যোহরের ক্বাযা পড়ে, মুক্তাদী আজকার যোহরের নিয়্যত করিয়া এক্তেদা করে (বা ইমাম উচ্চস্বরে কেরাআত করিয়া নফল পড়া শুরু করিয়াছে তাহার পিছনে যদি কেহ মাগরিবের বা এশার ফরযের বা তারাবীহ্‌র এক্তেদা করে,) তবে এইসব এক্তেদা ছহীহ্ হইবে না। অবশ্য যদি ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ে একই ওয়াক্তের ক্বাযা এক সঙ্গে মিলিয়া পড়ে তাহা জায়েয আছে, বা ইমাম ফরয পড়িতেছে মুক্তাদী তাহার পিছে নফলের এক্তেদা করিতেছে তাহা জায়েয আছে। কেননা, ইমামের নামায সবল।

৬। **মাসআলা ঃ** ইমাম নফল পড়িতেছে মুক্তাদী তারাবীর এক্তেদা করিল, ছহীহ্ হইবে না। কেননা, ইমামের নামায দুর্বল।

৬ষ্ঠ শর্ত ঃ ইমামের নামায ছহীহ্ হওয়া চাই। যদি ইমামের নামায ছহীহ্ না হয়, তবে মুক্তাদীর নামাযও ছহীহ্ হইবে না। ঘটনাক্রমে যদি ইমামের ওযূ না থাকে, বা কাপড়ে নাজাছাত থাকে এবং নামাযের পূর্বে স্মরণ না থাকাবশতঃ নামাযে দাঁড়াইয়া যায়, তারপর নামাযের মধ্যে স্মরণ আসুক বা নামাযের পর স্মরণ আসুক তাহার নামায হইবে না এবং মুক্তাদীদের নামাযও হইবে না।

৭। **মাসআলা ঃ** যদি ঘটনাক্রমে ইমামের নামায না হয় এবং মুক্তাদীদের তাহা জানা না থাকে, তবে তাহাদিগকে জানাইয়া দেওয়া ইমামের উপর ওয়াজিব এবং নামায দোহ্‌রাইয়া পড়া তাহাদের উপর ওয়াজিব।

৭ম শর্ত ঃ ইমাম হইতে মুক্তাদী আগাইয়া দাঁড়ান উচিত নহে। মুক্তাদী ইমাম হইতে এক ইঞ্চিও আগাইয়া দাঁড়াইলে মুক্তাদীর নামায হইবে না। কিন্তু পায়ের গোড়ালী আগে না গিয়া মুক্তাদীর আঙ্গুল লম্বা হওয়ার কারণে আগে গেলে নামায হইয়া যাইবে।

৮ম শর্ত ঃ ইমামের উঠা, বসা, রুকূ, ক্বওমা, সজ্‌দা ও জলসা ইত্যাদি মুক্তাদীর জানা আবশ্যক ; ইমামকে দেখিয়া জানুক বা ইমামের বা মোকাব্বেরের আওয়ায শুনিয়া জানুক বা অন্য মুক্তাদীগণকে দেখিয়া জানুক, মোটের উপর ইমামের উঠা-বসা ইত্যাদি মোক্তাদীর জানা আবশ্যক। যদি কোন কারণবশতঃ ইমামের উঠা-বসা ইত্যাদি মুক্তাদী জানিতে না পারে, যেমন, হয়ত যদি মাঝখানে উঁচু পরদা বা দেওয়াল থাকে এমন কি ইমাম বা মোকাব্বেরের আওয়াযও শুনিতে না পায়, তবে মুক্তাদীর নামায হইবে না। অবশ্য যদি উঁচু দেওয়াল মাঝখানে থাকা সত্ত্বেও ইমাম মোকাব্বেরের আওয়ায শুনিতে পায়, তবে এক্তেদা ছহীহ্ হইবে (কিন্তু পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, ভিন্ন জায়গা হইলে মাঝখানে যেন দুই কাতার পরিমাণ ব্যবধান না থাকে।)

৮। মাসআলা ঃ যদি ইমাম মুসাফির না মুকীম জানা না থাকে কিন্তু লক্ষণে মুকীম বলিয়া মনে হয়, যদি শহর কিংবা গ্রামে হয় এবং মুসাফিরের ন্যায় নামায পড়ায় অর্থাৎ চারি রাকা'আতী নামাযে দুই রাকা'আত পড়িয়া সালাম ফিরায় এবং মুক্তাদীগণ সালামের কারণে ভুল হওয়ার সন্দেহ করে, তবে ঐ মুক্তাদিকে চারি রাকা'আত পুরা করার পর ইমামের অবস্থা অনুসন্ধান করা ওয়াজিব যে, ইমামের ভুল হইয়াছে, না মুসাফির ছিল। যদি সন্ধানে মুসাফির হওয়া জানিতে পারে, তবে নামায ছহীহ্ হইয়াছে। আর যদি ভুল সাব্যস্ত হয়, তবে নামায দোহ্‌রাইয়া পড়িবে। আর যদি অনুসন্ধান না করে বরং মুক্তাদী ঐ সন্দেহের অবস্থায় নামায পড়িয়া চলিয়া যায়, তবে এমতাবস্থায়ও মুক্তাদীর নামায দোহ্‌রাইয়া পড়া ওয়াজিব।

৯। মাসআলা ঃ যদি ইমাম মুকীম বলিয়া মনে হয়, কিন্তু নামায শহরে কিংবা গ্রামে পড়াইতেছে না বরং শহর কিংবা গ্রামের বাহিরে পড়াইতেছে এবং চারি রাকা'আতী নামায মুসাফিরের ন্যায় পড়ায় মুক্তাদীর সন্দেহ হইল যে, ইমামের ভুল হইয়াছে, এমতাবস্থায়ও মুক্তাদী নিজের চারি রাকা'আত পুরা করিবে এবং নামাযের পর ইমামের অবস্থা জানিয়া লওয়া ভাল ; না জানিয়া লইলেও নামায ফাসেদ হইবে না। কেননা, শহর কিংবা গ্রামের বাহিরে ইমামের ব্যাপারে মুক্তাদীদের ভুল হওয়ার ধারণা করা অহেতুক। কাজেই এমতাবস্থায় অনুসন্ধানের প্রয়োজন নাই। এইরূপ ইমাম যদি চারি রাকা'আতী নামায শহর কিংবা গ্রামে বা মাঠে পড়ায় আর যদি কোন মুক্তাদীর ইমাম মুসাফির বলিয়া সন্দেহ হয়, কিন্তু ইমাম পুরা চারি রাকা'আত পড়াইয়াছে, তবুও নামাযের পর ইমামের সন্ধান লওয়া ওয়াজিব নহে। ফজর ও মাগরিবের নামাযে ইমাম মুসাফির কিনা তাহা সন্ধান লওয়ার প্রয়োজন নাই। কারণ, এইসব নামাযে মুকীম মুসাফির সবই সমান। সারকথা এই—সন্ধান ঐ সময় লইতে হইবে যখন ইমাম শহর কিংবা গ্রামে অথবা অন্য কোন স্থানে চারি রাকা'আতী নামাযে দুই রাকা'আত পড়ায় এবং ইমামের ভুল হইয়াছে বলিয়া মুক্তাদীর সন্দেহ হয়।

৯ম শর্ত ঃ কেরাআত ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত রোকনের মধ্যে ইমামের সঙ্গে মুক্তাদীর শরীক থাকা চাই। তাহা ইমামের সঙ্গেই হউক বা তাহার পর কিংবা ইমামের আগে, যদি ঐ রোকনের শেষ পর্যন্ত ইমাম মুক্তাদীর শরীক হইয়া থাকে। প্রথম প্রকারের দৃষ্টান্ত এই যে, ইমামের সঙ্গেই রুকূ সজ্‌দা করা। দ্বিতীয় প্রকারের দৃষ্টান্ত হইল-ইমাম রুকূ হইতে দাঁড়াইবার পর মুক্তাদীর রুকূ

করা। তৃতীয় প্রকারের দৃষ্টান্ত হইল—আগেই রুকূ করিল কিন্তু রুকূতে এত দেরী করিল যে, ইমামের রুকূ তাহার সহিত মিলিত হইলে অর্থাৎ মুক্তাদী রুকূতে থাকিতেই ইমাম রুকূতে গেল।

১০। মাসআলা ঃ যদি কোন রোকনে মুক্তাদী ইমামের সহিত শরীক না হয়, যেমন ইমাম রুকূ করিল কিন্তু মুক্তাদী রুকূ করিল না, অথবা ইমাম দুই সজ্‌দা করিল কিন্তু মুক্তাদী একটি সেজদা করিল কিংবা ইমামের পূর্বে কোন রোকন শুরু করিয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত ইমাম ইহাতে শরীক হয় নাই, যেমন মুক্তাদী ইমামের পূর্বেই রুকূতে গেল, কিন্তু ইমামের রুকূ করার পূর্বেই রুকূ হইতে দাঁড়াইয়া গেল। এই উভয় অবস্থায় এক্তেদা দুরুস্ত হইল না।

১০ম শর্ত ঃ মুক্তাদীর অবস্থা ইমামের চেয়ে কম বা সমান হওয়া চাই।

১। দাঁড়াইতে অক্ষম ব্যক্তির পিছনে দাঁড়াইতে সক্ষম ব্যক্তির এক্তেদা দুরুস্ত আছে।

২। ওযূ বা গোসলের তায়াম্মুমকারীর পিছনে ওযূ গোসলকারীর এক্তেদা দুরুস্ত আছে। কেননা পবিত্রতার ব্যাপারে তায়াম্মুম ও ওযূ-গোসল সমান। কোনটি কোনটি হইতে কম নহে।

৩। চামড়ার মোজা বা পট্টির উপর মছহেকারীর পিছনে ওযূ ও সর্বাঙ্গ ধৌতকারীর এক্তেদা দুরুস্ত আছে। কেননা, মছহে করা এবং ধোয়া একই পর্যায়ের তাহারত। কোনটির উপর কোনটির প্রাধান্য নাই।

৪। মাযূরের পিছনে মাযূরের এক্তেদা দুরুস্ত আছে, যদি উভয়ে একই ওযরে মাযূর হয়। যেমন, উভয়ের বহুমূত্র বা উভয়ের বায়ু নির্গত হওয়ার রোগ হয়।

৫। উম্মীর এক্তেদা উম্মীর পিছনে দুরুস্ত আছে যদি মুক্তাদীর মধ্যে একজনও ক্বারী না থাকে।

৬। স্ত্রীলোক বা নাবালেগের এক্তেদা বালেগ পুরুষের পিছনে দুরুস্ত আছে।

৭। স্ত্রীলোকের এক্তেদা স্ত্রীলোকের পিছনে দুরুস্ত আছে।

৮। নাবালেগা স্ত্রীলোক বা নাবালেগ পুরুষের এক্তেদা নাবালেগ পুরুষের পিছনে দুরুস্ত আছে।

৯। নফল পাঠকারীর এক্তেদা ওয়াজিব পাঠকারীর পিছনে দুরুস্ত আছে। যেমন, কেহ যোহরের নামায পড়িয়াছে, সে অন্য যোহরের নামায পাঠকারীর পিছনে নামায পড়িল অথবা ঈদের নামায পড়িয়াছে সে পুনরায় অন্য জমা'আতের নামাযে শরীক হইল।

১০। নফল পাঠকারীর এক্তেদা নফল পাঠকারীর পিছনে দুরুস্ত আছে।

১১। কসমের নামায পাঠকারীর এক্তেদা নফল পাঠকারীর পিছনে দুরুস্ত আছে। কেননা, কসমের নামাযও মূলতঃ নফলই বটে। অর্থাৎ এক ব্যক্তি কসম খাইল যে, আমি দুই রাকা'আত নামায পড়িব, অতঃপর কোন নফল পাঠকারীর পিছনে দুই রাকা'আত পড়িল। নামায হইয়া যাইবে এবং কসম পুরা হইয়া গেল।

১২। মান্নতের নামায পাঠকারীর এক্তেদা মান্নতের নামায পাঠকারীর পিছনে দুরুস্ত আছে, যদি উভয়ের মান্নত এক হয়। যেমন, এক ব্যক্তির মান্নতের পর অপর ব্যক্তি বলিল, আমিও উহারই মান্নত করিলাম অমুকে যাহার মান্নত করিয়াছে। যদি এরূপ না হয় বরং একজনে দুই রাকা'আতে ভিন্ন মান্নত করিয়াছে এবং অপর ব্যক্তি অন্য মান্নত করিয়াছে, ইহাদের কেহই কাহারও পিছনে এক্তেদা দুরুস্ত হইবে না। সারকথা যখন মুক্তাদী ইমাম হইতে কম কিংবা সমান হইবে, তখন এক্তেদা দুরুস্ত হইবে।

এক্তেদা দুরুস্ত নাইঃ

এখন ঐ প্রকারগুলি বর্ণনা করিতেছি, যাহাতে মুক্তাদী ইমাম হইতে মর্তবায় বেশী হয়, চাই এক্কীনী হউক কিংবা এহ্তেমালী (সম্ভাব্য) হউক, এক্তেদা দুরুস্ত নাই।

১। বালেগ পুরুষ বা স্ত্রীর এক্তেদা নাবালেগের পিছনে দুরুস্ত নাই। ২। বালেগ বা নাবালেগ পুরুষের এক্তেদা স্ত্রীলোকের পিছনে দুরুস্ত নাই। ৩। নপুংসকের এক্তেদা নপুংসকের পিছনে দুরুস্ত নাই। নপুংসক উহাকেই বলে, যাহাকে স্ত্রী বা পুরুষ সঠিক কোনটাই বলা যায় না। এধরনের লোক খুব কম। ৪। যে স্ত্রীলোকের হায়েযের নির্দিষ্ট সময়ের কথা মনে নাই, তাহার এক্তেদা অনুরূপ স্ত্রীলোকের পিছনে দুরুস্ত নাই। এই দুই অবস্থায় ইমাম হইতে মুক্তাদীর মান বেশী হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে।সুতরাং এক্তেদা জায়েয নাই। কেননা, প্রথম অবস্থায় যে নপুংসক ইমাম হয়ত সে স্ত্রীলোক এবং যে মুক্তাদী নপুংসক হয়ত সে পুরুষ। অনুরূপভাবে যে স্ত্রীলোক ইমাম, হয়ত ইহা তাহার হায়েযের সময় আর যে মুক্তাদী হয়ত ইহা তাহার পবিত্রতা বা তাহারতের সময়। তাই এক্তেদা ছহীহ্ হয় না। ৫। স্ত্রীলোকের পিছনে নপুংসকের এক্তেদা দুরুস্ত নাই। কেননা, সে নপুংসক পুরুষ হইতে পারে। ৬। উন্মাদ, বেহুঁশ বা বে-আকলের পিছনে সজ্ঞান লোকের এক্তেদা দুরুস্ত নাই। ৭। পাক বা ওযরহীন ব্যক্তির এক্তেদা মাযূর যেমন বহুমূত্র ইত্যাদি রোগীর পিছনে দুরুস্ত নাই। ৮। এক ওযরওয়ালার এক্তেদা দুই ওযরওয়ালার পিছনে দুরুস্ত নাই। যেমন কাহারও বায়ু নির্গত হওয়ার রোগ আছে তাহার এমন লোকের এক্তেদা করা যাহার বায়ু নির্গত ও বহুমূত্র রোগ আছে। ৯। এক প্রকারের মাযূরের পিছনে অন্য প্রকার মাযূরের এক্তেদা দূরুস্ত নাই। যেমন বহুমূত্র রোগীর নাক্সীর রোগীর এক্তেদা করা।

১০। ক্বারীর এক্তেদা উম্মীর পিছনে দুরুস্ত নাই। ক্বারী তাহাকেই বলে, এতটুকু ক্বোরআন ছহীহ্ করিয়া পড়িতে পারে, যাহাতে নামায হইয়া যায়। উম্মী তাহাকে বলে, যাহার এতটুকু ইয়াদ নাই।

১১। উম্মীর এক্তেদা উম্মীর পিছনে জায়েয নাই যদি মুক্তাদীর মধ্যে কোন ক্বারী উপস্থিত থাকে। কারণ, এই অবস্থায় ঐ উম্মী ইমামের নামায ফাসেদ হইয়া যাইবে। কেননা ঐ ক্বারীকে ইমাম বানান সম্ভব ছিল এবং তাহার ক্বেরাআত মুক্তাদীর পক্ষ হইতে যথেষ্ট হইত। যখন ইমামের নামায ফাসেদ হইল, তখন উম্মী মুক্তাদীসহ সকল মুক্তাদীর নামায ফাসেদ হইয়া যাইবে।

১২। উম্মীর এক্তেদা বোবার পিছনে দুরুস্ত নাই। কেননা, উম্মী যদিও উপস্থিত ক্বেরাআত পড়িতে পারে না, কিন্তু পড়িতে তো সক্ষম। কারণ, সে ক্বেরাআত শিখিতে পারে, বোবার মধ্যে এই ক্ষমতাটুকুও নাই।

১৩। ফরয পরিমাণ শরীর ঢাকা ব্যক্তির এক্তেদা উলঙ্গ ব্যক্তির পিছনে দুরুস্ত নাই।

১৪। রুকূ সজ্দা করিতে সক্ষম ব্যক্তির এক্তেদা রুকূ সজ্দা করিতে অক্ষমের পিছনে দুরুস্ত নাই। আর যদি কোন ব্যক্তি শুধু সজ্দা করিতে অক্ষম হয়,তাহার পিছনেও এক্তেদা দুরুস্ত নাই। ১৫। ফরয পাঠকারীর এক্তেদা নফল পাঠকারীর পিছনে দুরুস্ত নাই। ১৬। মান্নতের নামায পাঠকারীর এক্তেদা নফল নামায পাঠকারীর পিছনে দুরুস্ত নাই। কেননা, মান্নতের নামায ওয়াজিব। ১৭। মান্নতের নামায পাঠকারীর এক্তেদা কসমের নামায পাঠকারীর পিছনে দুরুস্ত নাই। যেমন, যদি কেহ কসম খায় যে, আজ আমি ৪ রাকা'আত নামায পড়িব, আর একজনে মান্নত করিল, আমি নামায পড়িব। তখন ঐ মান্নতকারীর নামায কসমকারীর পিছনে দরুস্ত হইবে

না। কেননা, মান্নতের নামায ওয়াজিব আর কসমের নামায নফল। কেননা, কসম পুরা করা ওয়াজিব হইলেও ইহাতে নামায না পড়িয়া কাফ্‌ফারা দিলেও চলে।

১৮। মাসআলাঃ যে ব্যক্তি সাধারণ হরফগুলি ছহীহ্ করিয়া আদায় করিতে পারে না এক হরফের জায়গায় অন্য হরফ পড়ে যেমন, ح এর জায়গায় ز পড়ে, غ এর স্থানে ك পড়ে, এরূপ ব্যক্তির পিছনে ছহীহ্ পাঠকারীর এক্তেদা দুরুস্ত হইবে না। অবশ্য সমস্ত কেরাআতের মধ্যে যদি এক আধটা অক্ষর অসতর্কতা হেতু ভুল হইয়া যায়, তবে নামায হইয়া যাইবে।

১১শ শর্তঃ ইমামের ওয়াজিবুল এনফেরাদ (অর্থাৎ যাহার একাকী নামায পড়া ওয়াজিব; যেমন, মাসবুক) না হওয়া চাই। অতএব, মাসবুকের পিছনে এক্তেদা জায়েয নহে।

১২শ শর্তঃ মুক্তাদীর পিছনে এক্তেদা জায়েয নহে—লাহেক হউক, মাসবুক হউক বা মোদ্‌রেক হউক।

কোন মুছল্লীর মধ্যে উপরোক্ত ১২ শর্তের কোন শর্ত পাওয়া না যাওয়ার কারণে এক্তেদা ছহীহ্ না হইলে নামাযও ছহীহ্ হইবে না।

জমা'আতের বিভিন্ন মাসায়েল

মাসআলাঃ জুমু'আ এবং দুই ঈদের নামাযের জন্য জমা'আত হওয়া শর্ত। জমা'আত না হইলে অর্থাৎ, ইমাম ছাড়া অন্ততঃ তিনজন লোক না হইলে জুমু'আ এবং ঈদের নামায ছহীহ্ হইবে না। পাঞ্জেগানা নামাযের জন্য জমা'আত ওয়াজিব, যদি কোন ওযর না থাকে। তারাবীহ্‌র নামাযের জন্য জমা'আত সুন্নতে মোয়াক্কাদা। তারাবীহ্‌র নামাযে একবার কোরআন শরীফ খতম করা সুন্নতে মোয়াক্কাদা। কোরআন খতম হইয়া থাকিলে তারপর যদি সূরা তারাবীহ্ পড়া হয়, তখনও জমা'আত সুন্নতে মোয়াক্কাদা। সূর্য-গ্রহণের নামায এবং রমযান শরীফে বেৎরের নামাযে জমা'আত মোস্তাহাব। রমযান শরীফ ব্যতীত অন্য সময় বেৎরের নামায জমা'আতে পড়া মকরূহ্ তান্‌যীহী। অবশ্য যদি ক্বচিৎ কোন সময় জমা'আতে পড়িয়া লয়, তবে মকরূহ্ হইবে না। চন্দ্র গ্রহণের নামায এবং অন্যান্য সব নফল নামাযে প্রকাশ্যভাবে জমা'আত করা মকরূহ্ তাহ্‌রীমী। অবশ্য যদি ক্বচিৎ কোন সময় দুই তিনজন লোক জমা'আতে পড়িয়া লয়, তবে মকরূহ্ হইবে না। ফরয নামাযে জমা'আতে ছানিয়া (অর্থাৎ প্রথম জমা'আত হইয়া গেলে আবার জমা'আত করা) মকরূহ্। কিন্তু যদি সদর রাস্তার উপর মসজিদ হয় বা প্রথম জমা'আত প্রকাশ্য আযান ছাড়া নামায পড়া হইয়া থাকে বা মসজিদের নির্দিষ্ট মুছল্লী ও মোতাওল্লী ছাড়া অন্য লোকে জমা'আত করিয়া থাকে বা মসজিদের ইমাম, মোয়ায্‌যিন, মুছল্লী, জমা'আত কিছুই ঠিক না থাকে, অথবা মসজিদ ছাড়া অন্য জায়গায় জমা'আত পড়ে, তবে ছানি জমা'আত মকরূহ্ হইবে না। কিন্তু ইমাম আবু-ইউসুফ ছাহেব (রঃ) বলেন যে, সমস্ত শর্ত পাওয়া গেলেও ঐ মসজিদেই স্থান পরিবর্তন করিয়া জমা'আতে ছানিয়া করিলে মকরূহ্ হইবে না। ইমাম আযম ছাহেবের ক্বওল দলীলের দিক দিয়া অধিক প্রবল বলিয়া মোহাক্কেক আলেমগণ ইমাম ছাহেবের ক্বওলের উপরই ফৎওয়া দিয়া থাকেন। ইমাম আযম ছাহেব স্থান পরিবর্তন করা সত্ত্বেও এক মসজিদে দুই জমা'আত মকরূহ্ বলেন। কোন কারণে জমা'আত ছুটিয়া গেলে, হয় একা একা চুপে চুপে পড়িবে, না হয় মসজিদের বাহিরে অন্যত্র গিয়া জমা'আত করিবে। —অনুবাদক